মণ্ডলী

২৪তম অ্যাসেম্বলি-২০১৫

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

২৪তম অ্যাসেম্বলি-২০১৫

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, কুঠিবাড়ী, দিনাজপুর

৯-১২ জুলাই, ২০১৫

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

মণ্ডলী
বিশেষ সংখ্যা

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
২৪তম অ্যাসেম্বলি-২০১৫

উপদেষ্টা পরিষদ

জয়ন্ত অধিকারী
ইঞ্জিনিয়ার নির্মল রায়

বিশেষ সহযোগিতায়

প্রদীপ সরকার
মডারেটর, সংঘ প্রকাশনা কমিটি

সম্পাদকীয় পরিষদ

রেভা. অসীম বাড়ৈ
রেভা. জন এস কর্মকার
বিধান বাড়ৈ ফেবিয়ান
এডভোকেট মিলন সরকার
লিটন বৈদ্য
এডওয়ার্ড সুশান্ত সরকার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

বিধান বাড়ৈ ফেবিয়ান

প্রকাশনা

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ
৩৩ সেনপাড়া পর্বতা
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

প্রকাশকাল

০৯ জুলাই ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ

অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ

পর্বতা প্রিন্টার্স
৮৮/১ সেনপাড়া পর্বতা
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা	০৪
সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন	০৯
সংঘ সমাচার	১৮
তোমরা এখন শিথিল হইও না	১৯
বিশেষ দায়িত্ব	২১
আমায় তুমি শান্তির দূত করো	২২
এসো সবে গাহি বিজয় গান	২৩
নির্বাচন ও নির্বাচনী উৎসব	২৪
ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও কিছু তথ্য	২৭
পালক সম্মাননা-২০১৪	৩০
সুশান্ত অধিকারী অ্যাওয়ার্ড	৩৭
বিবিসিএস নির্বাচনের ফলাফল	৩৯
২৪তম অ্যাসেম্বলি বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ	৪২
বিশ্বাসসূত্র	৪৬
নির্বাচিত পরিচর্যাকারীদের শপথনামা	৪৭
প্রশংসা সংগীত	৪৮
অনুষ্ঠানসূচি	৫৮
বিবিসিএস-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি	৫৯

সম্পাদকীয়

প্রাকৃতিকভাবে বিপর্যস্ত দেশে আমাদের বসবাস। অঞ্চল ভেদে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা আক্রান্ত হই, যেমন – খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি। এ সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলাফল সম্পর্কে আমাদের সকলেরই একটি সম্যক ধারণা রয়েছে, যার উল্লেখ আমি করছি না। তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও মানবসৃষ্ট অনেক বিপর্যয় বা দুর্যোগ রয়েছে, যা ব্যক্তি, সমাজ, মণ্ডলী, দেশ ও জাতিকে অনেকাংশে বিপর্যস্ত করে থাকে এবং যার ক্ষতির পরিমাণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে ঢের বেশিও হতে পারে, যার হিসাব আমরা কখনো আমলে নিই না। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় দুর্যোগের একটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল রয়েছে। তবে নেতিবাচক ফলাফল প্রথমেই পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিসমূহ পূরণের জন্য মানবতাবোধ মানুষের মধ্যে কাজ করে। বিপর্যস্ত মানুষের পাশে মানুষ সাহায্যার্থে এসে দাঁড়ায়। প্রকৃতিতেও মানুষের চেষ্টায় একটি নতুন সৃষ্টির চিহ্ন পরবর্তীতে দেখা যায়।

কিন্তু মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলাফল ভিন্ন। এই দুর্যোগের ফলে ভেঙে-যাওয়ার দিকগুলোকে নতুন সৃষ্টিতে রূপায়িত করার জন্য পাশাপাশি মানুষের সহযোগিতা, সহমর্মিতা করার স্পৃহা খুবই কম দেখা যায়। এখানে মানবতাবোধ সহসা কাজ করে না। কারণ মানবসমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করার জন্য হীনবুদ্ধির ন্যায় এরূপ দুর্যোগের সৃষ্টি করা হয়েছে। সংঘ পরিমণ্ডলে নির্বাচন অনুষ্ঠান এক মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বা ঝড় বলে অবিহিত করলে অমূলক হবে না।

যদিও অনেকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার আদলে বলতে চান, এটি একটি উৎসব। হ্যাঁ, উৎসবও বটে, কারণ উৎসবে তো নানা ধরনের খাবার ও পানীয়ের আয়োজন করা হয়। শুনেছি, কোথাও-কোথাও তা-ও হয়েছে। কিন্তু এই নির্বাচনী ঝড়ের তাণ্ডবে সংঘ পরিমণ্ডলের সর্বস্তরে যে একটি আত্মিক সম্পর্কের বিপর্যয় ও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে – তা একটি আধ্যাত্মিক চার্চ প্রতিষ্ঠানের জন্য শুভকর নয় এবং এটি রোধ করা যে কত জরুরি – তা কি ২৪তম অ্যাসেম্বলিতে এসে আমরা সকলে নীরবে ভাবতে পারি? ঝড় থেমে যাওয়ার পর নতুন সৃষ্টির লক্ষ্যে ঝড়ে বিপর্যস্ত সকলে যেমন নীরবে ধ্যান বা চিন্তা করতে করতে আবিষ্কার করে তাদের দুর্বলতাসমূহ যে কারণে তাদের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেন আর ক্ষতি না হয় – সেজন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

এই আত্মিক সভায় উপস্থিত থেকে নিজ আত্মা মূল্যায়নপূর্বক হারানো ছেলের মতো কি ঘুরে দাঁড়িয়ে আমরা সকলে বলতে পারি, আমি উঠিয়া আমার পিতার কাছে যাইব, পিতাকে বলব, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে পাপ করেছি।

নহিমিয়ের মতো আধ্যাত্মিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কি বলতে পারব, আমাদের সংঘের এই সামগ্রিক আত্মিক দুরবস্থা দূর করার জন্য সকলে উঠিয়া গিয়া গাঁথব। ২৪তম অ্যাসেম্বলির জন্য গৃহীত মূল বচন: হে আমার বৎসগণ, তোমরা এখন শিথিল হইও না, কেননা তোমরা যেন সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচর্যা কর, এবং তাঁহার পরিচারক ও ধূপদাহক হও, এই নিমিত্ত তিনি তোমাদিগকেই মনোনীত করিয়াছেন। ২ বংশাবলি ২৯:১১ পদের আত্মিক শিক্ষার আলোকে আমরা আমাদের সকলের চেতনা বোধকে একটি নতুন সৃষ্টির লক্ষ্যে পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনুগৃহীত হয়ে তা জাগ্রত করি।

রেভারেন্ড অসীম বাড়ৈ
সাধারণ সম্পাদক, বিবিসিএস

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের ২৪তম অ্যাসেম্বলি অনুষ্ঠানে আগত সকল খ্রীষ্টভক্তকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত যে, এই অ্যাসেম্বলি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা বহু খ্রীষ্টভক্তের সাথে তৃতীয়বারের মতো এই মহান পাদপীঠে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

বাংলার মাটিতে প্রোথিত খ্রীষ্টধর্মের একটি সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রয়েছে – সেই সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে সংঘের মহান ইতিহাস। আমরা অতীতের দৃঢ় ভিতের ওপর রচনা করতে চাই নতুন ইতিহাস। আমাদেরকে আজ সব কিছু মূল্যায়ন করে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে একটি সুসংহত অবস্থানে নিয়ে আসতে হবে আমাদের প্রাণপ্রিয় সংঘকে। প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের অনেক কিছু নতুন করে ভাবতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে এবং সেগুলোকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে হবে। আমি এক সাথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বার বার বলি, সব সময় বলি – এই এগিয়ে যাওয়ার পেছনে মূল নির্ণায়ক আমাদের মণ্ডলী এবং আমাদের খ্রীষ্টভক্ত ভাইয়েরা।

আজ সংঘ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বিদেশে, দেশে সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এর পেছনে অনেক ভক্ত নেতৃবৃন্দের নিবেদিত শ্রম রয়েছে। এই অবস্থানটি আমাদের সমুন্নত রাখতে হবে। এরপর অ্যাসেম্বলির রজত জয়ন্তী হবে, হীরক জয়ন্তী হবে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যেন থাকে সুদূরে – সুবর্ণ জয়ন্তী, হীরক জয়ন্তী পেরিয়ে খ্রীষ্টের মণি-মুক্তোয় সাজিয়ে সংঘের বীজ প্রোথিত করতে হবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

এই কাজটি করতে হলে শত বছরের অভিজ্ঞতায় মণ্ডিত এই সংঘকে পরিচালনার জন্য সঠিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। আর এই নেতৃত্ব চার্চ, আঞ্চলিক সংঘ এবং সংঘের সকল পর্যায়েই সমভাবে সুসমাচার ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সংঘ যেমন কোনো এনজিও প্রতিষ্ঠান নয়, তেমনি কোনো কো-অপারেটিভ বা ক্লাবও নয়। সংঘ বহু চার্চের সমন্বিত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান – এর ক্ষেত্র, বিস্তার ও নেতৃত্বের সীমা আছে। এমন কিছু করা সমীচীন হবে না, যাতে করে অন্যের কাছে সংঘের ভাবমূর্তি এনজিও-তে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সংঘের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দর্শন ঠিক রাখতে হলে এর নেতৃত্বের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত Servant Leadership বা Selfless Engagement।

আশা করি, নতুন নেতৃত্ব এই মূলমন্ত্র আত্মস্থ ও বাস্তবায়ন করার সঠিক প্রয়াস নেবে।

এই ২৪তম অ্যাসেম্বলির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করি।

ইম্মানূয়েল।

জয়ন্ত অধিকারী
সভাপতি
বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

Dear Brothers & Sisters in Christ,

On behalf of BMS World Mission we extend sincere greetings to all who are gathering in Dinajpur for the BBCS 24th National Assembly. BMS World Mission is engaged in mission work in 35 countries around the world but of course our overseas work began in this part of the world, the areas where those first pioneering missionaries from the United Kingdom settled. BMS World Mission greatly values the partnerships which have developed over the years and prays that BBCS will continue to grow in the grace and knowledge of God as you strive to proclaim the good news of Jesus Christ and make known the kingdom of God.

Your assembly is a significant occasion as you gather to re-affirm your commitment to Jesus Christ as Lord and dedicate yourselves to the work of God's Mission in the world. Our world-wide Baptist family is experiencing the blessing of God as new churches are formed and people come to faith in Christ Jesus but we also face many challenges in the world today and we need each other's support and encouragement. BMS World Mission stands alongside the church in each country where we work, enabling the national church to engage in relevant mission in their culture. BBCS has the opportunity to make a significant impact in the lives of people and communities throughout the nation of Bangladesh but it will require determination, commitment and unity if it is to achieve the goal of transformation.

For those recently elected to serve within BBCS we offer our good wishes and pray that you will continue to be faithful in the task God has given to you. Whatever your role may be you always have a servant heart and a desire only to glorify God's name. To serve is a great privilege but it also carries responsibility, people will look to you for leadership, vision, and encouragement and this can only be done with the strength and guidance that God gives by the Holy Spirit working in and through you.

We want to finally ask that those gathered for the Assembly take the greetings of BMS World Mission to each of your church congregations and to your ABCS. May God grant that his church in Bangladesh continues to grow and that many signs of the Kingdom of God will be seen throughout this nation.

Sincerely in Christ,

Rev Andrew and Rev Gwen Millns
BMS World Mission

Liebenzell Mission
INTERNATIONAL

Dear BBCS Family,

Congratulations to all BBCS Members on this festive occassion for the 24th Assembly in BBCS's recorded history. We at Liebenzell Mission International-Bangladesh are pleased to be working with this over 220 years old, tradition-rich Church. We see in this long history the mighty Hand of our risen Lord Jesus in the protection and guidance you have received over the many years.

As Liebenzell Mission International-Bangladesh, we are also very happy to have the privilege to come along side the BBCS and its ten ABCSs to partner with you in what the Lord is and wants to do in Bangladesh through over 40,000 members!

Although, my family and I are very sad to miss this grand event, we will think of you all in this time and wish you much joy and fellowship together.

As we serve the Lord together in Bangladesh, we do well to meditate on the words of the Apostle Paul in **1 Thessalonians 5:14**. Perhaps they can guide our varied approaches to how to releate with people-within, but also ouside of, the Church:

> **"Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly,**
> **comfort the fainthearted, uphold the weak, be patient with all.**
> **See that no one remders evil for evil to anyone, but always**
> **pursue what is good both for yourselves and for all."**

I believe this attitude in our relating wih different people will prove itself as the best most fruitful path to travel on. It is the road the Lord has chosen to bless. It is the way we will see his Kingdom built up in us and around us. It is the channel in which we see God's love in Christ poured out to us. As the Body of the forgiven, let us as the greater BBCS family seek to correct, comfort, uphold and esteem others higher, worthy of more honour than ourselves.

With you in Christ's service,

Rev. Samuel Strauss
LMI-BD RD

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও হোস্টেল, বরিশাল

বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও হোস্টেলের হৃতগৌরব ফিরিয়ে-আনার লক্ষ্যে উদয়ন স্কুলের প্রাক্তন ও অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক মি. রূপচাঁন বাড়ৈকে বিগত ১ ডিসেম্বর, ২০১০ খ্রীঃ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। এরপর বিগত জুলাই, ২০১১ খ্রীঃ থেকে বিটিএ ও টিইই অফ ক্যাম্পাস চালু করা হয়। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রথমে পাষ্টর পরেশ হালদারকে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এবং মি. মিল্টন অধিকারীকে ওয়ার্ডেন কাম হিসাবরক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

২০১২ খ্রীঃ থেকে বিটিএ এবং অফ-ক্যাম্পাস সেমিনারের প্রকল্পসমূহ একীভূত করে বয়েজ হোস্টেলটিকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে চালু করা হয়। হোস্টেলের গেস্ট হাউজ, হেডমাস্টারের কোয়ার্টার, স্কুল বিল্ডিং ও রান্নাঘর সংস্কার করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে হোস্টেল বিল্ডিং ও টয়লেট সংস্কার করা হয়। এই কাজের জন্য সংঘ সভাপতি মহোদয় নিজ উদ্যোগে যথেষ্ট অর্থ দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মি. রূপচাঁন বাড়ৈ বিগত ১০ আগস্ট, ২০১৩ খ্রীঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করার পর ওই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক মি. সমর কুমার মণ্ডল ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে স্কুল ও হোস্টেলের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এরপর পাষ্টর ডোনাল্ড বালাকে ১ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রীঃ থেকে হোস্টেল সুপার এবং মি. গাব্রিয়েল গাইনকে ১৫ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রীঃ বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে হোস্টেলে ৪৯ জন ছাত্রসহ স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা ৩২৫ জন। বিগত বছরে স্কুলের পাশের হার পিএসসি ১০০%, জেএসসি ১০০% এবং এসএসসি ৮০%। প্রধান শিক্ষক নিয়োগসহ বিদ্যালয়টির প্রভূত উন্নতি চেষ্টা অব্যাহত আছে। বর্তমানে হোস্টেল বিল্ডিংটি মেরামতের জন্য Hilfe Fur Bruder থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মেরামত কাজ চলছে। স্থানীয় চার্চের সঙ্গে বিরাজমান সম্পর্কের অবনমন, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যের অভাব, সংঘ থেকে নিয়মিত তদারকির সীমাবদ্ধতা প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্রুত মানোয়ন্নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও হোস্টেল, বরিশাল

দীর্ঘ দিন যাবৎ বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষিকা না থাকায় স্কুলের কাজ পরিচালনায় খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। তাই মিসেস মেরী সূর্য্যানী সমদ্দারকে বিগত ১ মার্চ, ২০১২ খ্রীঃ থেকে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি সুন্দরভাবে স্কুল ও হোস্টেলের কাজ পরিচালনা করছেন। বর্তমানে স্কুলের মোট ছাত্রী সংখ্যা ৪০০ জন। এর মধ্যে হোস্টেলের ছাত্রীসংখ্যা ৬৫ জন এবং ১৬ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মচারী দিয়ে স্কুলের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও ৪ জন কর্মচারী দিয়ে হোস্টেলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুর্বল ও মেধাবী ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে তারা ভালোই ফলাফল করছে। পিএসসি ২৯ জন পরীক্ষা দিয়েছিল, তারা সকলেই ভালো করেছে। জেএসসি-তে একজন এ+, ৮ জন এ এবং ২৩ জন এ- পেয়েছে। বিগত বছরে স্কুলের পাশের হার পিএসসি ১০০%, জেএসসি ১০০% এবং এসএসসি ১০০%। বর্তমানে স্কুল ও হোস্টেল উন্নয়নের জন্য সংস্কার-কাজ অনেকটা এগিয়ে চলেছে। পর্যায়ক্রমে উক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে। তবে আশার বিষয় হলো যে, বিগত বছরে প্রতিষ্ঠান দুটির শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে স্কুল দুটির প্রভূত উন্নতি সাধনের জন্য একটি শক্তিশালী অ্যালামনাই কমিটি গঠন করা হয়েছে, যে কমিটি ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

কেরী মেমোরিয়াল স্কুল, দিনাজপুর

উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠির মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৭৯৯ সালের ১০ জানুয়ারি উইলিয়াম কেরী মেমোরিয়াল স্কুলটি দিনাজপুর কুঠিবাড়ী মিশন কম্পাউন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু-কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষক চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করায় এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কেরী মেমোরিয়াল স্কুলটির পুরাতন গৌরব কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে। কিন্তু সংঘের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৯ সালে শেড বোর্ড এলএমআই (জার্মানি)-এর আর্থিক সহায়তায় নতুন উদ্যমে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী নিয়ে স্কুলটি পুনরায় কেজি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা হয়। জানুয়ারি, ২০১২ খ্রীঃ থেকে এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পাষ্টর জেমস এন. থানদারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। স্কুলে মোট ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। সেখানে

প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ মোট ২২ জন স্টাফ পাঠ দান করছেন। চলতি বছরের পরীক্ষাগুলোর ফলাফল সন্তোষজনক এবং প্রতিষ্ঠানটি স্বাবলম্বনের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করায় শিক্ষক-কর্মচারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পর্বতাশ্রয় শিশু সদন, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের সুবিধাবঞ্চিত ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি জেলায় ব্যাপ্টিষ্ট মিশন কম্পাউন্ডে লিবেনজেল মিশনের অর্থায়নে "পর্বতাশ্রয় শিশু সদন" নামক একটি হোস্টেল ১ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রী: শুরু করা হয়। বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রী: তারিখে শিশু সদনটি উদ্বোধন করেন সংঘের মাননীয় সভাপতি মি. জয়ন্ত অধিকারী। এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন এলএমআই-এর প্রতিনিধি রেভা. শমূয়েল স্ট্রাউস ও চট্টগ্রাম ও পা: চ: এবিসিএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দ। মাত্র ২০ জন ছাত্র ও ৫ জন কর্মী নিয়ে শিশু সদনটি প্রথমে শুরু করা হয়। বর্তমানে এখানে শিশু শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২৫ জন ছাত্র আছে। ছাত্ররা এই সদনে থেকে বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং ভালো ফল লাভ করছে। আগামী ২০১৬ খ্রী: থেকে অত্র মিশন কম্পাউন্ডের ভেতরে একটি প্রাইমারি স্কুল করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এছাড়াও বান্দরবন শহর কেন্দ্রিক এ অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য একটি হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনা সংঘ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে সংঘ সভাপতি আড়াই বিঘা জমি বান্দরবনে হোস্টেল স্থাপনের জন্য দান করেছেন।

দিনাজপুর বালিকা কলেজ হোস্টেল

২০১৪ সালে দিনাজপুর মিশন কম্পাউন্ডে বালিকা হোস্টেলের দোতলায় বালিকা কলেজ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। হোস্টেলে ৪০টি সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই হোস্টেলটি দিনাজপুর, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের আদিবাসী মেয়েদের কলেজে পড়াশোনা করার জন্য সহায়ক হবে। এর ফলে আদিবাসী পরিবারের মধ্যে মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

মুন্ডুমালা শেড প্রাইমারী স্কুল

রাজশাহী-চাঁপাইয়ের অন্তর্গত তানোর থানায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্রাইবাল কমিউনিটির বসবাস। বাংলাদেশের মধ্যে এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত ও বঞ্চিত। শিক্ষা-দীক্ষায় ও আর্থিকভাবে তারা দুর্বল এবং হতদরিদ্র। সুতরাং এই অঞ্চলের আদিবাসীদের দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে সংঘ শেড বোর্ড-এর মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের গড়ে-তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শিশুদের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে অপারেশন এগ্রি (বিএমএস)-এর আর্থিক সহায়তায় শেড বোর্ড-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তানোর থানার অন্তর্গত মুন্ডুমালা ইউনিয়নের চিনাশো গ্রামে অবস্থিত রাজশাহী-চাঁপাই এবিসিএস-এর মিশন কম্পাউন্ডে "মুন্ডুমালা শেড প্রাইমারি স্কুল"টি শুরু করা হয়। এই প্রাইমারি স্কুলটি আদিবাসী শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে স্কুলটিতে ৪ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এই স্কুলের ২০১৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল নিম্নরূপ:

শ্রেনীণি	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	২০১৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল						
			A+	A	A-	B	C	D	F
কেজি	১৯	১৭	১	৩	২	৪	-	৭	-
প্রথম	১২	১২	-	১	২	৫	২	২	-
দ্বিতীয়	১১	১১	-	৩	২	২	২	২	-
তৃতীয়	০৩	০৩	-	১	-	-	২	-	-
মোট	৪৫	৪৩	১	৮	৬	১১	৬	১১	-

পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক ও শিক্ষা উন্নয়নের জন্য আরো নতুন-নতুন প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা সংঘ ও শেডবোর্ডের রয়েছে। আশা করি, সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি ও সামর্থ্যশালী মণ্ডলীসমূহ একাজে সহযোগিতা দানের জন্য এগিয়ে আসবেন।

কেরী ফলক, কেরী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি ও রিসার্চ সেন্টার প্রসঙ্গ:

আমাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে সংঘ সভাপতির পরামর্শে ড. মহাত্মা উইলিয়াম কেরীর স্মৃতি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে সংঘ ভবনে একটি কেরী ফলক ও তাঁর ম্যুরাল তৈরি এবং সংঘ ভবনের দোতলায় কেরী মেমোরিয়াল লাইব্রেরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বিগত ১৭ আগস্ট, ২০১৩ খ্রী: শনিবার বিকাল ৪:০০টায় সংঘ ভবন চ্যাপেলে মহাত্মা ড. উইলিয়াম কেরী স্মরণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংঘের মাননীয় সভাপতি ম্যুরাল উন্মোচন ও লাইব্রেরি উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক, বিশেষ অতিথি হিসেবে ড. সাইম রানা ও অধ্যাপক সুশান্ত সরকারসহ সমাজের গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। নতুন প্রজন্ম এই লাইব্রেরিতে বসে গবেষণা করার জন্য ঐতিহাসিক উপকরণ পাবেন বলে আশা করছি। লাইব্রেরিটিকে আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা সংঘের রয়েছে।

কম্পেশন ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে পার্টনারশিপ কার্যক্রম

কম্পেশন ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায় এ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস-এর মধ্যে মুগুরীয়া ও পাথরপাড় এবং দিনাজপুর এবিসিএস-এর মধ্যে লক্ষ্মীপুর ও রুহিয়ায়, যশোর এবিসিএস-এ কালীগঞ্জে এবং খুলনা এবিসিএস-এ গল্লামারী এবং বরিশাল এবিসিএস-এর নাঘিরপাড় ও দক্ষিণ সাতলা – মোট ৮টি চাইল্ড স্পনসরশিপ প্রোগ্রাম চালু অবস্থায় আছে। পর্যায়ক্রমে আমাদের সকল এবিসিএস-এর মধ্যে এই প্রকল্প চালু করা সম্ভব হবে। ৮টি প্রকল্প শুরু হওয়ার মাধ্যমে ৮২ জন কর্মী চাকুরির সুযোগ সৃষ্টিসহ প্রায় ১,১৫০ জন শিশুর স্পন্সরশিপ হয়েছে।

সংঘের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকল্পগুলোর সার্বিক কার্য পরিচালনা ও সঠিকভাবে তদারকি করার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেন্ট্রাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সংঘের পক্ষে কম্পেশন ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্পগুলোর স্থানীয় কমিটি গঠন, কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। ভবিষ্যতে প্রকল্পগুলোর সুষ্ঠু তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একজন কর্মী নিয়োগ করতে হবে। বর্তমানে প্রকল্পগুলির কাজ সমন্বয়ের জন্য সহকারী সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করছেন।

বহিঃপ্রচার কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের ১০টি এবিসিএস-এর বিভিন্ন জায়গায় ২৮টি প্রচার কেন্দ্রে ৩৩ জন প্রচারক কাজ করছেন। বিশেষ করে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চাঁপাই-রাজশাহী, বগুড়া, গাইবান্ধা, কালশিরা, ফুলবাড়ী প্রভৃতি এলাকায় বহিঃপ্রচার কার্যক্রম চলছে।

বিএমএস-এর এশিয়া রিজিয়নের কো-অর্ডিনেটর রেভা. মার্গারেট গীবস, এলএমআই থেকে আগত রেভা. উইলফ্রেড স্মিথ, যিনি উত্তর জার্মানিতে মিশন প্রতিনিধিরূপে কাজ করছেন এবং রেভা. শমূয়েল ষ্ট্রাউসসহ দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের পালক প্রধান এবং সংঘ সাধারণ সম্পাদক গাইবান্ধা অঞ্চলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচালিত বহিঃপ্রচার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ অঞ্চলের সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ে মিশনারিগণ খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ গঞ্জের শাকপালায় উক্ত অঞ্চলের কার্যক্রম আরো সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য একটি সাব সেন্টার নির্মাণের কাজ চলছে। পাষ্টর প্রদীপ রত্নসহ আরো দুজন প্রচারক এখানকার ৭১২ জন লোকের পরিচর্যা করছেন।

এছাড়াও এই কার্যক্রমকে সিলেট অঞ্চলের শ্রীমঙ্গলে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সিলেট অঞ্চলের শ্রীমঙ্গলে দেশী ও বিদেশী দাতাদের উৎসাহে এবং আর্থিক সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এবং সংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে বহিঃপ্রচার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করা হয়। সেখানে পাষ্টর জেমস বিশ্বাসকে প্রচারক হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। পরবর্তীতে পাষ্টর বিশ্বাসের স্ত্রী মার্থা বীণা বিশ্বাসকে ১ মে, ২০১৫ খ্রী: তারিখ থেকে শ্রীমঙ্গল চা-বাগান এলাকায় সান্ডেস্কুল ও মহিলা কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে এই দম্পতি শ্রীমঙ্গলের মির্জাপুর, আদমপুর, সিন্দুর খান, রাজঘাট ও জুলেখা চা-বাগান অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের মাঝে প্রভুর বাণী বিতরণের কাজ করছেন। চলতি বছর থেকে স্থানীয় আরো দুজনকে সিডিসি থেকে খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণ শেষে প্রচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বিগত বছরের মে মাসে সেখানে একটি আত্মিক উদ্দীপনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে সংঘ সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও বৃটিশ মিশনারি Andrew Millns and Gwen Millns উপস্থিত ছিলেন। আত্মিক উদ্দীপনা সভার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে ৭ জন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। রেভা. জন সাগর কর্মকার তাদের অবগাহন প্রদান করেন। প্রভুর ভোজ ও সহভাগিতার মধ্য দিয়ে আত্মিক উদ্দীপনা সভার সমাপ্ত হয়। এছাড়াও বিগত ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রী: দুদিনব্যাপী আত্মিক উদ্দীপনা সভার আয়োজন করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রী: ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ শ্রীমঙ্গল অঞ্চলে প্রাক-বড়দিন উৎসবে বড়দিনের পোশাক ও শীতবস্ত্র বিতরণ করে। আমরা আশা ও বিশ্বাস করছি, ঈশ্বরের আশীর্বাদে সিলেট বিভাগের কার্যক্রম অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হবে এবং সেখানে ঈশ্বরের রাজ্য আরো বিস্তার লাভ করবে। এখানে স্থানীয় আরো প্রচারক নিয়োগ ও নিজস্ব সেন্টার করা অতীব জরুরি। এ বিষয়ে আপনাদের সাহায্য ও প্রার্থনা একান্তভাবে কামনা করছি। নিম্নে আমাদের বহিঃপ্রচার কার্যক্রমের একটি চিত্র অঞ্চল ভিত্তিক দেয়া হলো:

এবিসিএস-এর নাম	প্রচারের এলাকা	কেন্দ্র	প্রচারকদের সংখ্যা	অবগাহিত সংখ্যা
চট্টগ্রাম ও পা: চ:	বান্দরবান এলাকার আলীকদম, চিম্বুক, থানচি, রুমা ও রাঙ্গামাটি এলাকার যমুনাছড়ি, যৌদিনপাড়া এবং খাগড়াছড়ি এলাকার দিঘীনালা।	৪টি	১৫ জন	৭১ জন
দিনাজপুর	আলুডাঙ্গা ও ফুলবাড়ী	১টি	৩ জন	১৩৩ জন
রংপুর	বগুড়া ও গাইবান্ধা	২টি	২ জন	৪৯ জন
বরিশাল	আগৈলঝাড়া, পয়সার হাট, রাজাপুর, সাতলা, বিশারকান্দি, উজিরপুর, মৈস্তারকান্দি, ভালুকশী ও মেদাকুল	৪টি	৪ জন	৩৩ জন
গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর	কালশিরা, বড়বাড়িয়া, ডুমুরিয়া	২টি	২ জন	
রাজশাহী-চাঁপাই	পাঁচন্দর ও দোগাছী	২টি	২ জন	
বৃহত্তর ময়মনসিংহ	দীঘলবাগ ও নেত্রকোনা	২টি	২ জন	
ঢাকা এবিসিএস	মোহাম্মদপুর ও কমলাপুর	২টি	১ জন	
শ্রীমঙ্গল	কালিঘাট, মির্জাপুর, মঙ্গলবাড়ী, লাখাই, ডিগডিগা, বাণিকা বাড়ী, আলুবাড়ী, মেকানী চা বাগান এবং মোংরা ও কুঞ্জবন বস্তি	৯টি	৪ জন	৭ জন
যশোর এবিসিএস	সানতলা, নড়াইল ও কোটচাঁদপুর	৩টি	২ জন	১৭ জন

এছাড়াও নরসিংদী জেলার রায়পুরায়, যেখানে ৬০ বছর পূর্বে মিশন কার্যক্রম চলছিল, সেখানে ৬২ শতাংশ জমি উদ্ধারসহ পুনরায় প্রচার কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রচারক আলফ্রেড মন্ডল ও তার স্ত্রীকে ১ জুন, ২০১৫ খ্রী: থেকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তারা উভয়েই সিডিসি থেকে ডিপ্লোমা পাশ করেছেন।

রাজাশন ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের জমি ক্রয় ও সিসিডিবি থেকে প্রাপ্ত জমি

বিভিন্ন ব্যক্তি ও চার্চের সহযোগিতায় গত ১৮ জুন ২০১৩ খ্রীঃ তারিখ রাজাশন ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের জন্য সাভারের রাজাশন মৌজায় ১৫,৫০,০০০/- (পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা দিয়ে ৫ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে।

এছাড়াও সিসিডিবি থেকে গৌরনদীতে দুটি বিল্ডিংসহ ৯২ শতাংশ জমি এবং বান্দরবান শহর সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ২.৫০ একরের একটি পাহাড় অনুদান হিসেবে সংঘকে দেয়া হয়েছে। এ সকল জমির বর্তমান বাজার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পালকীয় অভিষেক, স্পেশাল কমিশন ও নিয়োগ প্রদান

সমাজে ধর্মীয় কার্যসাধনের জন্য ধর্মযাজকরা অনেকাংশে যোগ্য সম্মান-সম্মানী থেকে বঞ্চিত হলেও ঐশ্বরিক আহ্বানে আহূত হয়েছেন অনেকেই।

২০১১ খ্রী: অ্যাসেম্বলি সভায় যশোর এবিসিএস-এর পাষ্টর অনিরুদ্ধ দীপক দাশ, গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস-এর পাষ্টর জেমস মাইকেল রায়, বরিশাল এবিসিএস-এর পাষ্টর জন বিটু মধু ও দিনাজপুর এবিসিএস-এর পাষ্টর যোশেফ মূর্মুকে অভিষেক প্রদান করা হয়েছে।
২০১২ খ্রী: জানুয়ারি থেকে বিটিএইচ পাশ পালক রেভা. ঈশদান হালদার, মি. জেমস থানদার, পাষ্টর রনজিৎ বাইন, পাষ্টর ডেভিড মার্ডি, মি. পিউস মার্ডি ও মি. প্রদীপ রত্নকে সেন্ট্রাল পাষ্টর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও মি. জেমস বিশ্বাস ও তার পরিবারকে বিগত ৫ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রী: থেকে সিলেট অঞ্চলে বহিঃপ্রচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও এডুইন রানা বৈরাগীকে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ খ্রী: তারিখ থেকে দিনাজপুর এবিসিএস-এর রুহিয়া এলাকায় বিশেষ প্রচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২০১৩ খ্রী: সিসিটিবি থেকে ৬ জন বিটিএইচ এবং ৪ জন এমএ ইন খ্রীষ্টিয়ান স্টাডিজ কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তাদের মধ্যে রেভা. জগদীশ বাস্কে ও মি. আইজাক দিপ্তী হালদার, মি. ডোনাল্ড বালা, মি. মিলন সরকার ও রেভা. রোনাল্ড দিলীপ সরকারের পড়াশুনার খরচ সংঘ থেকে বহন করা হয়েছে এবং মি. শশাঙ্ক বাগচী, পাষ্টর বার্ণাড হেম বাড়ৈ, মিসেস নন্দিতা বিশ্বাস, মি. যোষেফ সরকার ও মিসেস সুশ্রী অধিকারীর পড়াশুনার খরচ তারা নিজেরাই বহন করেছে। তাদের মধ্যে মি. আইজাক দীপ্তি হালদারকে খুলনায় সেন্ট্রাল পালক, মি. ডোনাল্ড বালাকে বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের হোস্টেল সুপার এবং মি. মিলন সরকারকে সংঘ সেন্ট্রাল পাষ্টরেটে সহকারী প্রোপার্টি অফিসার-কাম-ইয়ুথ পাষ্টর হিসেবে ১ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রী: থেকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

রেভা. রাজেন বৈরাগীকে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ খ্রী: থেকে দিনাজপুর এবিসিএস-এ সিনিয়র পালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে তাকে সংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিনাজপুর এবিসিএস-এর ভারপ্রাপ্ত পালক প্রধান করা হয়। এছাড়াও রেভা. শঙ্কর কুমার দে-কে ময়মনসিংহ এবিসিএস-এর মনসাপাড়া চার্চে, পাষ্টর নির্মল হেমরমকে রংপুর এবিসিএস-এর দাউদপুর এলাকায়, পাষ্টর বিলাশ চন্দ্র সিংহকে দিনাজপুর এবিসিএস-এ পালক হিসেবে এবং মি. শিশু রঞ্জন ঢালীকে বরিশাল এবিসিএস-এর মৈস্তারকান্দি, ভালুকশী ও মেদাকুল এলাকায় প্রচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০১৪ খ্রী: ৭ জন পালককে স্পেশাল কমিশন ও ৮ জন পালককে পূর্ণ অভিষেক দেয়া হয়েছে। মি. শশাঙ্ক বাগচীকে নারায়ণগঞ্জের পালক হিসেবে এবং মি. কলিন্স কমল বৈরাগীকে ঢাকা এবিসিএস-এর পালক প্রধানের সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও সংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৯-১২ জুলাই, ২০১৫ খ্রী: তারিখে দিনাজপুর এবিসিএস-এ অনুষ্ঠিত অ্যাসেম্বলি সভায় নিম্নে উল্লিখিত পালকদের পূর্ণ অভিষেক ও স্পেশাল কমিশন দেয়া হবে।

পূর্ণ অভিষেক	: পাষ্টর দীপক রায়	-	গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস
	: পাষ্টর পঙ্কজ মণ্ডল		” ” ”
	: পাষ্টর জোকস মণ্ডল	-	খুলনা এবিসিএস
স্পেশাল কমিশন	: মি. শশাঙ্ক বাগচী	-	ঢাকা এবিসিএস
	: মি. বার্ণার্ড হেম বাড়ৈ -		” ”
	: মি. অজিত মানখিন	-	বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবিসিএস
	: মি. চিত্ত মাঝি -		” ” ”
	: মি. সুনীল চাকমা	-	চট্টগ্রাম ও পা: চ: এবিসিএস
	: মি. ডোনাল্ড বালা	-	বরিশাল এবিসিএস
	: মি. বার্ণবা মঞ্জু	-	গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস
	: মি. সুবাস হালদার	-	” ”
	: মি. দানিয়েল মার্টিন	-	” ”

যাজকীয় আহ্বান, প্রশিক্ষণ, জীবন গঠন ও জীবন-যাপন খুব সহজ নয়। ন্যূনতম হলেও প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট তাদের দায়বদ্ধতার জবাবদিহি করতে হয়। তাই সমাজের সকলের যাজকদের প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য, অন্যথায় এ সমাজে যাজকীয় ব্রতধারীদের সংখ্যা হ্রাস পেতেই থাকবে।

ধর্মগীত প্রকাশ

সংঘ সভাপতি মহোদয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ ইতিপূর্বে গান বই (ধর্মগীত) প্রকাশ করে। এই গান বইগুলো আমাদের অধীনস্থ সকল চার্চে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। আশা করি, এই বই আমাদের ধর্মীয় উপাসনা পরিচালনার কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছু-কিছু ভুল এই গান বইয়ে পরিলতি হচ্ছে, যেগুলো সংশোধনপূর্বক আরেকটি সংস্করণ প্রকাশ করার পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

পালক সম্মাননা ও ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

এই কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, যা এখনো চলমান আছে এবং আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য “সংঘ পাষ্টরস এন্ড ষ্টুডেন্ট ফান্ড” নামক একটি ফান্ড গঠন করা হয়। এই ফান্ডটি মূলত মাইকেল সুশীল অধিকারী মেমোরিয়াল ফান্ড, সুশান্ত অধিকারী ষ্টুডেন্ট এডুকেশন ফান্ড, হেমনলিনী স্কলারশীপ ফান্ড, মরিয়ম মেমোরিয়াল এডুকেশন ফান্ড ও খ্রীষ্টিনা সুমিত্রা বিশ্বাস দশমাংশ ফান্ড মোট ৫টি ফান্ডের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিবছর এই ফান্ড থেকে সংঘের

পালক ও ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্যে আর্থিক অনুদান ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়াও সংঘ ইতোমধ্যে ইকিউমেনিক্যাল শিক্ষা তহবিলের আর্থিক সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষা ঋণদান প্রকল্প চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যথা শীঘ্র ঋণ বিতরণের কাজ শুরু হবে এবং এই ঋণ অবশ্যই ফেরতযোগ্য।

উপাসনা-গৃহ নির্মাণ

বিগত ৪ বছরে স্থানীয় চার্চ, এবিসিএস ও বিবিসিএস-সহ খ্রীষ্টভক্তদের আর্থিক সহযোগিতায় যে সমস্ত চার্চ-এর জন্য জমি ক্রয়, উপাসনা-গৃহ নির্মাণ ও মেরামত কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং নির্মাণ-কাজ চলছে – সেগুলোর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

১) বরিশাল এবিসিএস-এর আনন্দপুর ও ছবিখারপাড় চার্চের উপাসনা-গৃহের নির্মাণ-কাজ ও শিকারপুর, শানুহার চার্চ গৃহের মেরামত-কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আস্কর, বিশারকান্দি, কুরুলিয়া, ধামসর চার্চের উপাসনা গৃহের নির্মাণ-কাজ চলমান আছে। উক্ত কাজে মাণ্ডলিক প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত অনুদান ও বিবিসিএস-এর আর্থিক সহায়তা আছে।

২) গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস-এর রাজাপুর, বৈকণ্ঠপুর, আমবাড়ী, খাগবাড়ী নতুন চার্চ তৈরি করা হয়েছে এবং চকসিং চার্চের নির্মাণ-কাজ চলছে।

৩) খুলনা এবিসিএস-এর বুড়ির ডাঙ্গা চিলা ও হরিণটানা উপাসনা গৃহের নির্মাণ-কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪) ঢাকা এবিসিএস-এর মহাখালী চার্চের উপসন াগৃহের ৪ তলা ও মিরপুর চার্চের ২য় তলার নির্মাণ-কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকা চার্চের গীর্জাঘর ৫ম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৫) দিনাজপুর এবিসিএস-এর সদর চার্চের ওয়াল মেরামত ও টাইলস বসানো, রুহিয়া মিশন ক্যাম্পাসে পালক কোয়ার্টার মেরামত, ফুলবাড়ী এলাকায় ৪টি চার্চ মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও পৌরসভার অর্থায়নে লোথন চার্চের টিনের চালা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বার্ণাবাস ফান্ড-এর অর্থায়নে জগন্নাথপুর চার্চের নির্মাণ-কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৬) চট্টগ্রাম ও পা: চ: এবিসিএস-এর মধ্যে বরখলক, রাজাপাড়া, বাকলাইপাড়া ও মোয়ালপি পাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের জন্য উপাসনা গৃহ মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চেলাবাড়ী, মানতাং পাড়া চার্চের উপাসনা গৃহ মেরামত করা হয়েছে। এছাড়াও রাঙ্গামটি ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে পর্বতাশ্রয় নামে একটি হোস্টেল চালু করা হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে চন্দ্রঘোনা চার্চের গীর্জাঘর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৭) রংপুর এবিসিএস-এর দইহারা, জাবড়ে পাড়া, যোগীয়া পাড়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের উপাসনা গৃহ নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও বানীহারা, বালাপাড়া চার্চের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। শাক্‌পালা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের বাউন্ডারি ওয়াল, পালক কোয়ার্টার নির্মাণ-কাজ চলছে। উল্লেখ্য, বিবিসিএস ও এবিসিএস-সহ এই নির্মাণ-কাজে এলএমআই, ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, হোপ ফাউন্ডেশন ও খ্রীষ্টিয়ান কল্যাণ ট্রাষ্ট অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

৮) রাজশাহী-চাঁপাই এবিসিএস-এর সাহাপুর চার্চের উপাসনাগৃহ নির্মাণ-কাজ ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের অর্থায়ণে সম্পন্ন হয়েছে। বার্ণাবাস ফান্ডের অর্থায়নে মোহনপুর চার্চ বিল্ডিং নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।

বৈদেশিক সম্পর্ক

দেশীয় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ বৈদেশিক অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘের সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, যেমন – WCC, BWA, CCA, APBF, ABWF, BMS, LMI, Hilfe Fur Bruder, Abrdeen Christian Fellowship স্কটল্যান্ড, BBU Big Life Ministry, Barnabas Fund UK, Jesus Modal Church, Corner Stone ইত্যাদি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ফোরামে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগদানসহ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন – গীর্জাঘর নির্মাণ, হোস্টেল বিল্ডিং মেরামতসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করা। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে সদস্য ফি নিয়মিত করা এবং বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় পত্রাদি দিয়ে সমবেদনা জ্ঞাপনসহ জাপান, ফিলিপাইন ও নেপালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের ও ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে সংঘের ভাবমূর্তি বিশ্বের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে। এ বিষয়ে যে সকল চার্চ সংঘের আবেদনে সাড়া দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও সংঘ সভাপতি মহোদয়কে WCC'র বর্তমান মেয়াদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে। এটি সংঘের জন্য একটি বিরল সম্মান বয়ে এনেছে।

সংঘ ও আঞ্চলিক সংঘের নির্বাচন-২০১৫

সংঘ সংবিধানের নিয়মানুযায়ী প্রতি চার বছর পরপর সংঘ ও আঞ্চলিক সংঘের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ধারাবাহিকতায় সংঘ ও আঞ্চলিক সংঘের ২০১৫ সালের নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংঘ কাউন্সিল কর্তৃক ৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে পালক প্রধানদের নিজ-নিজ আঞ্চলিক সংঘের প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়। প্রতিটি আঞ্চলিক সংঘের পালক প্রধানদের সহকারী হিসেবে দুজন করে নির্বাচন কমিশনার আঞ্চলিক সংঘ কর্তৃক নির্বাচন করা হয়।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন আচরণ-বিধি ও তফছিল প্রস্তুত করে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রীঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংঘ কার্যনির্বাহি কমিটির জরুরি সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। সংঘ কার্যনির্বাহি কমিটি উক্ত আচরণ-বিধি ও তফশিল অনুমোদন করেন। অতঃপর সংঘ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃক ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী ২২ মে, ২০১৫ খ্রীঃ তারিখ সকাল ১১:০০ থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত ১০টি আঞ্চলিক সংঘে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছেন, তাদের নাম নির্বাচনী আচরণ-বিধি অনুসারে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংঘের ২৪তম অ্যাসেম্বলিতে ঘোষণার পর পর্যায়ক্রমে শপথ করানো হবে।

সংঘের আর্থিক অবস্থা

সংঘের বৈদেশিক আয় দিন-দিন কমে যাচ্ছে এবং লোকাল আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি ভালো লক্ষণ। সংঘ আস্তে-আস্তে স্বাবলম্বী হতে চলেছে। এখানে, সংঘের ২০১১-২০১৪ পর্যন্ত চার বছরের একটি আর্থিক চিত্র দেয়া হলো।

	2011	2012	2013	2014
Receipts				
BMS	1,702,357.00	1,828,137.00	1,777,939.00	3,238,927.00
LMI	2,901,205.00	2,829,898.00	3,229,177.00	3,292,781.00
Other Donors	169,866.00	1,988,456.00	1,909,755.00	1,744,563.00
BBCS	6,338,906.00	10,684,397.00	14,004,830.00	12,282,264.00
Brought Forward Income from previous year	1,180,662.00	9,744.00	187,996.00	2,791,833.00
Total Receipts	12,292,996.00	17,340,632.00	21,109,697.00	23,350,368.00
Percentage BMS	13.85%	10.54%	8.42%	13.87%
Percentage LMI	23.60%	16.32 %	15.30%	14.10%
Other Donors	1.38 %	11.47%	9.05%	7.47%
Percentage BBCS	51.57%	61.61%	66.34%	52.60%
Payment				
BMS	1,666,337.00	1,964,944.00	2,020,244.00	2,948,906.00
LMI	3,035,618.00	2,903,834.00	3,212,536.00	3,392,848.00
Other Donors	262,269.00	1,997,080.00	1,470,881.00	2,115,140.00
BBCS	7,328,772.00	10,474,776.00	14,406,037.00	14,893,474.00
Forward Income for next year				
Total Payments	12,292,996.00	17,340,634.00	21,109,698.00	23,350,368.00
Percentage BMS	13.56%	11.33%	9.57%	12.63%
Percentage LMI	24.69%	16.75%	15.22%	14.53%
Other Donors	2.13%	11.52%	6.97%	9.06%
Percentage BBCS	59.62%	60.41%	68.24%	63.78%

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সমস্যাপূর্ণ ভূ-সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের যে সকল ভূ-সম্পত্তিতে মামলাসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে – সে-সকল সম্পত্তির উন্নয়ন ও বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলো:

বরিশাল

বরিশাল মিশন কম্পাউন্ডের জায়গা নিয়ে বরিশাল সদর চার্চের কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সংঘের বিরুদ্ধে প্রথমে দুটি মামলা রুজু করে ০১) বরিশাল সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, মোকদ্দমা নং-৭৩/২০১০ এবং ০২) বরিশাল যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত, মোকদ্দমা নং ১৩৭/২০১২ উক্ত মামলা দুটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়াও বরিশাল সদর চার্চের সম্পাদক মি. পরেশ

বৈরাগী বাদী হয়ে সমস্ত সম্পত্তি বিবিসিটিএ'র নামের পরিবর্তে তাদের মনগড়া নামে অ্যাটেস্টেশন করার জন্য সেটেলমেন্ট অফিসে মিস আপিল করেন। সেটেলমেন্ট অফিসার দীর্ঘ দেড় বছর আপিল শুনানির পর তাদের আপিল খারিজ করে সকল সম্পত্তি বিবিসিটিএ-এর নামে নামকরণ বলবৎ রাখেন এবং বিবিসিটিএ'র নামে মাঠ পর্চা করে দেন। অন্যদিকে ওই একই ব্যক্তি বিবিসিটির-এর নাম পরিবর্তনের জন্য বরিশাল সহকারী কমিশনার (ভূমি) আদালতে মিস কেস নং ১৯ কেটি/২০১৩-২০১৪ রুজু করেন। দীর্ঘ দিন শুনানির পর বিজ্ঞ সহকারী কমিশনার তাদের আবেদন খারিজ করে দেন।

জামালখান মিশন কম্পাউন্ড

জামালখান মিশন কম্পাউন্ড সম্পর্কে সংঘের কার্যনির্বাহি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে অধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট এস.বি. দাস-এর সাথে গত ২৪/০৬/২০১৪ খ্রীঃ তারিখ একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার দলিল নং-৯৫০৭। চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্তসমূহ নিম্নরূপ:

- অধ্যক্ষ এডভোকেট এস.বি. দাস কর্তৃক বিক্রিত সকল জমি বৈধতা স্বীকার করা।
- উভয় পক্ষ কর্তৃক রুজু করা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল মামলা নিজ-নিজ দায়িত্বে প্রত্যাহার করা।
- ১৬ জামালখানের মিশন কম্পাউন্ডের (পুরানো বিল্ডিংসহ) জায়গা, যা এস.বি. দাস কর্তৃক বিক্রয় করা হয়েছিল উক্ত জায়গার মূল্য বাবদ সর্বসাকুল্যে ১,৪৫,০০,০০০/- (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) সংঘকে প্রদান করেন।
- পালক প্রধানের বাসভবন ও অফিস ক্যাম্পাস আগামী ৩১ মে ২০১৫ খ্রীঃ তারিখের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া।

পরবর্তীতে অ্যাডভোকেট এস.বি. দাস-এর ছেলে মি. সঞ্জিব কুমার দাস মিশন কম্পাউন্ডের মধ্যে যে পরিমাণ জমির অংশ সরকারের ১ নং খতিয়ানভুক্ত হয়েছিল – তা রাস্তা দেখিয়ে প্লটের সঙ্গে চৌহদ্দিভুক্ত করে নেয় – তার বিনিময় মূল্য প্রদান এবং জামালখান মিশন কম্পাউন্ডের জমি বিক্রয় বিষয়ে তাহার পিতা অ্যাডভোকেট এস.বি. দাসকে দায় মুক্তি প্রদানের জন্য সংঘের কাছে আবেদন করলে, সংঘের কার্যনির্বাহি পরিষদ মি. সঞ্জিব কুমার দাসের সাথে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে আরো ২০,০০,০০০/- (কুড়ি লক্ষ) টাকা সংঘকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রীঃ তারিখ সংঘের সাধারণ সম্পাদক মি. সঞ্জিব কুমার দাসের কাছ থেকে ২০,০০,০০০/- (কুড়ি লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বুঝিয়া পাইয়া অ্যাডভোকেট এস.বি. দাসকে দায়মুক্তির লিখিত চিঠি প্রদান করা হয়।

রায়পুরার জমি

নরসিংদী জেলার রায়পুর থানার পচাবোয়ালীয়া মৌজায় বিএমএস মিশনারি রেভা. হাবার্ট এন্ডারসন-এর নামে ২০৯ ও ২২৭ নং সিএস খতিয়ানে সর্বমোট ৬২ শতাংশ জমি রয়েছে। উক্ত জমি মিশনারির কেয়ারটেকার মার্টিন দিনেশ চন্দ্র সাহা আরএস জরিপের সময় "ব্যাপ্টিষ্ট গীর্জার পক্ষে মার্টিন দীনেশ চন্দ্র সাহা" নামে রেকর্ডভুক্ত করেন এবং পরবর্তীতে এসএ রেকর্ডের সময় ৪৪ শতাংশ জমি নিজ নামে অর্থাৎ দীনেশ চন্দ্র সাহা পিং যোগেশ চন্দ্র সাহা সাং শ্রীরাপুর নামে রেকর্ড করিয়ে নেন। কিন্তু মি. দিনেশ চন্দ্রের ছেলে দানিয়েল জয়দেব সাহা কতিপয় লোকের যোগসাজশ ব্যাপ্টিষ্ট মিশন গীর্জা নামে একটি সংগঠন দাঁড় করিয়ে তার (দানিয়েল জয়দেব সাহার) নামে একটি আমমোক্তারনামা রেজিষ্ট্রি করে নেন যার দলিল নং-৩০৯৯/১১। উক্ত আমমোক্তারনামার ক্ষমতা বলে মি. দানিয়েল জয়দেব সাহা ৭৮৯২/১১, ৫০৬১/১১ এবং ৭৮৯৩/১১ নং রেজিষ্ট্রি দলিলের মাধ্যমে (১৭+১০+৫)=৩২ শতাংশ জমি স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে বিক্রয় করেন। উক্ত বিষয় সংঘ অবগত হলে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও নাম খারিজ না করার জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসক, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করা হয়। মাননীয় জেলা প্রশাসক বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তাদের উচ্ছেদের নোটিশ করিলে কথিত ক্রেতাগণ মাননীয় জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তাকে বিবাদী করে নরসিংদী বিজ্ঞ ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৬৩/২০১৩ দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমা সরকারের পক্ষে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ বিবাদীভুক্ত হওয়ার আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত সংঘকে বিবাদীভুক্ত করে মোকদ্দমা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করেন। বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ বাদীপক্ষ ইনজাংশনের জন্য আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত বাদীর আবেদন খারিজ করে দেন। বর্তমানে মোকদ্দমাটি বিচারাধীন রয়েছে এবং নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে এবং নিষ্কণ্টক জায়গায় প্রাচীর দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

যশোর (মিশন কম্পাউন্ড)

যশোর মিশন কম্পাউন্ডের জায়গা অ্যাটেস্টেশনের সময় ৩০ ধারায় যশোর সদর চার্চের বহিষ্কৃত সদস্য মি. দিলীপ দাস মিস আপিল করেন এবং দীর্ঘদিন শুনানীর পর বিবিসিটিএ'র নামে রায় হয়। পরবর্তীতে ৩১ ধারায়ও একই ব্যক্তি আপিল করেন এবং তাদের মনগড়া (ব্যাপ্টিষ্ট মিশন যশোর) নামে রায় নিতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তর,

তেজগাঁও, ঢাকা অনুমতি সাপেক্ষে ৪২ (ক) বিধি মতে পুনঃ শুনানীর জন্য আবেদন করা হয় তা বিচারাধীন রয়েছে।

এছাড়াও সংঘের সিদ্ধান্ত মতে যশোর বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে স্বত্ব প্রকাশের নিমিত্ত যশোর সদর চার্চের কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা (নং ১১৬/২০১৩) রুজু করা হয়। উক্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তাছাড়াও মি. দিলীপ দাস স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির যোগসাজে নামজারি সংশোধনের জন্য যশোর সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর বরাবর মিস কেস (নং ৫৭/২০১২-২০১৩) দায়ের করেন। দীর্ঘ আপিল শুনানীর পর বিজ্ঞ সহকারী কমিশনার যশোর বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা ১১৬/১৩ চলছে বিধায় উক্ত মিস কেস ৫৭/১৩ নং মোকদ্দাটির কার্যক্রম স্থগিতের রায় প্রদান করেন। পরবর্তীতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মি. দিলীপ দাস জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর বরাবর আপিল কেস (নং-৩৬/১৪) করেন। উক্ত আপিল কেসের জবাব দাখিল করা হয়েছে, যার পরবর্তী শুনানী ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রীঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ

ভালুকা থানার, প্যারগাঁও ও হবিরবাড়ী মৌজায় বনবিভাগের সাথে ৩টি মামলা চলছে, যার দুটি ময়মনসিংহ জেলা জজ আদালতে এবং অন্যটি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা-এর কার্যালয়ে বিচারাধীন রয়েছে, মোকদ্দমা নং ২৬৬/২০১১। উক্ত মামলার কার্যক্রম শেষের দিকে রয়েছে।

খুলনার চর

খুলনা চরের জমি দখলমুক্ত করে বিক্রয় উপযোগী করার জন্য গত ১৬/০১/২০১২ খ্রীঃ তারিখ মো. মুসা হোসেন খানের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আমমোক্তারনামা প্রদান করা হয়। মি. মূসা হোসেন খান উক্ত জমি দখল মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ হেডকোয়াটার্স-এর মাধ্যমে খুলনা সহকারী পুলিশ কমিশনার কোতোয়ালী জোন-এর কাছ থেকে অনুসন্ধান প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন, যা অবৈধ দখল উচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংঘের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও তিনি জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো সহ অন্যান্য স্থানীয় পত্রিকা ও গণমাধ্যমে সংঘের পষে বিভিন্ন প্রতিবেদন ছাপাতে ও প্রচার করতে সক্ষম হন। এই সকল প্রতিবেদন ও অন্যান্য সকল বৈধ কাগজপত্রের মাধ্যমে তিনি মহামান্য হাইকোর্টে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য রিট নং-৭২০/১৩ দাখিল করেন, যা এখন শুনানীর অপেক্ষায় আছে।

নারায়ণগঞ্জ চার্চের পাশের জমি

নারায়ণগঞ্জ চার্চের পাশের জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড কমিটির কনভেনর ও সংঘ সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নির্মল রয় সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর ববাবর এসএ মিউটেশন বাতিলের জন্য মিস কেস করেন। উক্ত জমির বিবাদীর রেজিষ্ট্রি দলিল থাকায় মিস কেস আপিল খারিজ করে দেন এবং কোর্টে দেওয়ানী মামলা রুজু করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও উক্ত বিষয় এডিসি রেভিনিউ-৬/২০১৩-তে আপিল কেস রুজু করা হয়, যা এখন বিচারাধীন রয়েছে।

সদরঘাট

সদরঘাট মিশন কম্পাউন্ডের বাইরে দোকান ঘরের জায়গা দখলের জন্য শ্রীমত শরনানন্দ ভিক্ষুকে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি ০.০৭২০ একর জমি বিনিময়ে সর্বসাকুল্যে ৯০,০০,০০০.০০ (নব্বই লক্ষ) টাকা সংঘকে প্রদান করবেন। উক্ত জমি নিঃস্কন্টক করতে যাবতীয় খরচ নিজে বহন করবেন। কিন্তু আইনগত জটিলতার কারণে সংঘ উক্ত মামলা পরিচালনা করছে। সংঘের পক্ষে ল্যান্ড কমিটির কনভেনর ও সংঘ সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নির্মল রয় ঢাকা জেলা জজ আদালতে ঘোষণামূলক মোকদ্দমা নং ২৭৭/১৩ রুজু করেন এবং জেলা প্রশাসক রাজস্বর মাধ্যমে উচ্ছেদের নোটিশ প্রদান করা হলে বিবাদীগণ উচ্ছেদ অর্ডারের বিপরীতে ৬ষ্ঠ সহকারী জজ আদালত ঢাকা-তে ইনজাংশনের জন্য আপিল কেস নং-৩৮/১৩ দাখিল করে, যা এখন বিচারাধীন রয়েছে।

মুশুরীখোলা জমি

মুশুরীখোলার জমি সংক্রান্ত বিষয় সংঘের ল্যান্ড কমিটির কনভেনর ও সংঘ সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নির্মল রয়ের নেতৃত্বে পুনরায় আমিন দ্বারা সমস্ত জমির সার্ভে করে ১১২টি প্লট তৈরি করা হয়, যার মধ্যে বৈধভাবে বরাদ্দকৃত ৫৪টি প্লট রয়েছে। অবশিষ্ট প্লটগুলো অবৈধভাবে দখল করা এবং শুকনো মৌসুমেও পানির নিচে থাকে। উক্ত প্লট অনুসারে কোনো জমি এখনও বরাদ্দ দেয়া হয় নি। এছাড়াও বিবিসিএস-এর অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ২১ জনকে ১.২০০০ একর জমি সংঘের পক্ষে রেজিষ্ট্রি করে দেয়া হয়। এর মধ্যে কয়েকজনের জমি অন্যের নামে খতিয়ানভুক্ত রয়েছে, যা সংঘের পক্ষে রেজিষ্ট্রি করে দেয়া

হয়। উক্ত ১.২০০০ একর জমি ২১ জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত বুঝিয়ে দেয়া হয় নি।

উন্নয়ন কার্যক্রম

RTC পুরানো বিল্ডিং মিরপুর, যেটি অন্ধ স্কুলের আর্থিক সহযোগিতার জন্য এতদিন ভাড়া দেয়া ছিল, সেই পুরানো বিল্ডিংটি অপসারণ করে সেখানে ৬-তলা বিশিষ্ট একটি নতুন ভবন তৈরি করার পরিকল্পনা সংঘ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছেন। রাজউক থেকে প্লান পাশ, এস্টিমেট তৈরি, সয়েল টেস্টের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

এখানে সংঘের আধুনিক অতিথিশালাসহ সাধারণ সম্পাদক, শেডবোর্ড পরিচালক এবং অন্যান্যদের আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

সংঘ সমাচার

(ধন্যবাদ ও প্রার্থনার বিষয়সমূহ)

ঢাকা এবিসিএস-এর নতুন চার্চ

জয়দেবপুর কৃষি গবেষণাগারে বহুদিন যাবৎ কিছু সংখ্যক বিশ্বাসীকে নিয়ে ঢাকা এবিসিএস-এর তত্ত্বাবধানে হাউজ প্রেয়ার পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দে ওই বিশ্বাসীগণ কৃষি গবেষণাগার কর্তৃপক্ষের কাছে উপাসনাগৃহ নির্মাণের জন্য আবেদন করেন। পরবর্তীতে পালক প্রধান রেভা. রনজিৎ বিশ্বাস কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে চার্চের জন্য জায়গা দাবি করলে কৃষি গবেষণাগার কর্তৃপক্ষ চার্চের জন্য একখণ্ড জায়গা বরাদ্দ দেন। স্থানীয় বিশ্বাসীদের স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন লোকের অনুদানে এবং ঢাকা এবিসিএস-এর সার্বিক সহযোগিতায় সেখানে একটি টিন শেড গীর্জাঘর নির্মাণ করা হয়। সেখানে ৩৫ জন অবগাহিত সদস্য রয়েছেন। রেভা. শিশির বাড়ৈ প্রতি শুক্রবার সেখানে উপাসনা ও সান্ডেস্কুল পরিচালনা করেন।

রায়পুরায় নতুন চার্চ

নরসিংদী জেলার অন্তর্গত রায়পুরায় ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ঐতিহাসিক জমি উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে নতুন মণ্ডলী স্থাপনের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সেখানে পরিবারসহ প্রচারক আলফ্রেড শাহীন মন্ডলকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আশা করি, অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেখানে নতুন মণ্ডলী স্থাপিত হবে।

নতুন পরিচর্যা ক্ষেত্র

মিনিষ্ট্রি এন্ড মিশন বোর্ডের পরিকল্পনানুযায়ী ২০১৩ খ্রীঃ থেকে মানিকগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ এলাকায় নতুন বহিঃপ্রচার কার্যক্রম শুরু করা হবে। আপনার প্রার্থনা ও আর্থিক সহযোগিতাদানের মাধ্যমে আপনাকে এই মিশন-কাজে শরিক হবার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

বিবিসিএস-এর ওয়েবসাইট (BBCS Website)

আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের ওয়েবসাইট নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। এখানে আপনি লগ-ইন করে বিবিসিএস-এর যাবতীয় তথ্য পাবেন। আমাদের ওয়েবসাইট-এর ঠিকানা – www.bbcs.org.com

ইংলিশ সার্ভিস (Exalt English Service)

আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ৭ আগস্ট, ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ তারিখ হতে বিবিসিএস চ্যাপেলে ইংলিশ সাভিস (Exalt English Service) শুরু হতে যাচ্ছে।

তারিখ: ৭ আগস্ট, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০ অক্টোবর, ৬ নভেম্বর, ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫।

সময়: সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

স্থান: বিবিসিএস চ্যাপেল, ৩৩ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।

তোমরা এখন শিথিল হইও না

রেভারেন্ড মার্টিন অধিকারী

ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে যিহুদার পাঁচ জন রাজার রাজত্বকালে ধর্মসংস্কার হয়েছিল। ওই সমস্ত সংস্কারের কথা ও বিবরণ ২ বংশাবলী ১৫ (রাজা আসা); ১৭:৬-১০ (রাজা যিহোশাফট্); ২৩:১৬-১৯ (রাজা যোয়াশ); ২৯-৩১ (রাজা হিষ্কিয়); ৩৪-৩৬ (রাজা যোশীয়), এবং যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তকের ২৫-২৯ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। হিষ্কিয় ও যোশীয় রাজার রাজত্বকালে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। যাজকদের উদ্দেশ্যে হিষ্কিয় রাজার কথা, তার পবিত্র আহ্বান: "হে আমার বৎসগণ, তোমরা এখন শিথিল হইও না, কেননা তোমরা যেন সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচর্যা কর, এবং তাঁহার পরিচারক ও ধূপদাহক হও, এই নিমিত্ত তিনি তোমাদিগকেই মনোনীত করিয়াছেন" (২ বংশাবলী ২৯:১১) সংঘের ২৪তম সাধারণ সভার বচনরত্নরূপে বেছে নেয়া হয়েছে। আমার ধারণা, কর্তৃপক্ষ চান, যেন সংঘের পালক বা আত্মিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিরা যেন তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালনে আরো পরিশ্রমী ও তৎপর হন, তারা যেন প্রার্থনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবা-পরিচর্যায় প্রভুর শক্তিতে উপচিয়া পড়েন। তাহলেই আজ আমাদের মণ্ডলীতে ও ব্যক্তিজীবনে প্রভুর রাজ্য ও তার মূল্যবোধ বিস্তারে অনেক মানুষ উৎসাহিত হবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই যে, পালক-প্রচারক ছাড়াও সকল লে-নেতাদেরও বড় ভূমিকা আছে আমাদের সমাজ-মণ্ডলীতে। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর কাজ ও নেতৃত্বে লে-লিডার ও অভিষিক্ত লিডার বলে বড় কোনো বিভাজন থাকার কথা নয়। প্রত্যেকেরই একই লক্ষ্যের অভিমুখে স্ব-স্ব ভূমিকায় উপযুক্তভাবে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দানের কাজ করা উচিত। লক্ষ করুন, প্রাচীন ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসের সকল সংস্কারসাধন, উন্নয়ন ও বিকাশে সকল প্রকার নেতাদের ভূমিকা ও কাজ ছিল। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একথা চিন্তা বা দর্শন হয়ত এক মাথা থেকে আসবে, কিন্তু বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সকলের হাত দরকার। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, সকল সংস্কার কি আত্মিক জাগরণ বা ইতিবাচক যে কোনো উন্নয়নে যার যে দায়িত্ব – সেখানে যদি তিনি বিশ্বস্ত থাকেন, অবশ্যই ঈশ্বরের জন্য ও মানুষের জন্য মহৎ-মহৎ কাজ হবে।

খ্রীষ্টিয় চিন্তায় মণ্ডলীর পালক তথা অধ্যক্ষের কাজের মতো বড় গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের কাজ আর নেই। তাই সঙ্গত কারণেই এ প্রসঙ্গে অনেক অনেক কথাই বলার থাকে। আমার খুব ভালো লাগছে এ কথা মনে করে যে, সিসিটিবি'র প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ প্রয়াত লেসলি এডওয়ার্ড ওয়েঙ্গার একজন ভালো পালক ছিলেন। আমার সুযোগ হয়েছিল ইংল্যান্ডে ছাত্রাবস্থায় থাকার সময় নরীচ শহরে তাঁর বাড়িতে সপ্তাহব্যাপী দু-দুবার ছুটিতে থাকার। এদেশ থেকে স্বদেশে ফিরে যাবার পরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী মিসেস্ ফ্রিডা ওয়েঙ্গার তাঁদের মণ্ডলীতে পালকীয় পরিচর্যার কাজ করেছেন। আমার কাছে রেভা. ওয়েঙ্গারের লেখা বেশ কিছু চিঠি আছে। ব্রিস্টলে পড়াশোনা শেষে ১৯৭৯ সালে দেশে ফিরে এলে পরে তিনি তাঁর ওইসব চিঠিতে আমার কাজের বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতেন। কেবল আমার বেলায়ই নয়। তিনি চিঠি লিখে অনেক খোঁজ-খবর নিতেন এদেশের বিভিন্ন মণ্ডলীর এবং অনেক পালকের বিষয়ে এখন কী করছে, কোথায় কাজ করছে ইত্যাদি-ইত্যাদি। পালকের কাজ মেষের খোঁজ করা, তাদের বিষয়ে আগ্রহী হওয়া ও তাদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করা।

প্রভু যীশু উত্তম মেষ পালক। যোহন লিখিত সুসমাচার ১০ম অধ্যায়ে তিনি তাঁর পালকীয় কাজ ও দর্শনের কথা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন। উত্তম মেষপালক তাঁর মেষদের মঙ্গলের জন্য সদা তৎপর ও ব্যস্ত থাকবেন। মেষের সঙ্গে পালকের আন্তরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতার কথা মহর্ষী দায়ূদ তাঁর তরুণ বয়সে মেষপালকের কাজের অনবদ্য অভিজ্ঞতার আলোকে কী চমৎকারভাবেই না বলেছেন তাঁর রচিত গীতে! ঈশ্বরভক্তের জীবনের সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রেম ও যত্নের পালকীয় কাজের কথা যেন ছবির ভাষায় সেখানে বলা হয়েছে। গীতসংহিতা পুস্তকের ২৩ সংখ্যার সেই গীতের কথা আমাদের মধ্যে কে না জানে? পবিত্র বাইবেলে উত্তম পালকের বিপরীতে আছে স্বার্থান্ধ অযোগ্য পালকের বা সমাজের নেতাদের বিষয়ে খুব জোরালো আলোচনা। যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে আমরা দেখি ইস্রায়েল জাতির সকল প্রকার নেতাদের (যাদের সেখানে বলা হয়েছে "পালক") কথা। উপযুক্ত সেবাধর্মী নেতার অভাবে গোটা ইস্রায়েল জাতি ভ্রষ্ট হয়েছে বার বার; তারা ছিন্নভিন্ন ও দিশেহারা হয়েছে। সে-কারণেই তাদের অতীত ইতিহাসে তারা হয়েছিল পরজাতীয়দের পরাধীন দাস।

যীশু তাঁর সমাজের লোকদের দেখেছেন এমন অবস্থায়; আর তিনি তাদের তুলনা করেছেন "পালকবিহীন মেষপালকের মতো"। আজ আমাদের মণ্ডলী তথা সমাজে চাই উপযুক্ত, লোকদের 'খোঁজ-খবর রাখবে' এমন পালক ও নেতা। এমন নেতা, যারা কেবল নির্বাচনী মৌসুমের সময়ই লোকদের খোঁজ করতে যাবে না! মণ্ডলীর পালকীয় কাজের বিষয়ে প্রেরিত পৌলের কথা উল্লেখ না করলে এ বিষয়ে যে কোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে! পৌল সুসমাচার প্রচার করেছেন, মণ্ডলী স্থাপন করেছেন, আর তার কতই না খোঁজ-খবর নিয়েছেন। নতুন নিয়মের তিন ভাগের এক ভাগই তাঁর লেখা। আর সেই পত্রগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ করে মণ্ডলীর প্রতি তাঁর অগাধ প্রেম ও যত্নের কথা জানিয়েছেন। তাঁর মতো আর হয় না! তিনি লিখেছেন, "আমি অধিকতররূপে; আমি পরিশ্রমে অতিমাত্ররূপে, কারাবন্ধনে অতিমাত্ররূপে, প্রহারে অতিরিক্তরূপে, প্রাণসংশয়ে অনেক বার। যিহূদীদের হইতে পাঁচ বার উনচল্লিশ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনবার বেত্রাঘাত, একবার প্রস্তরাঘাত, তিনবার নৌকাভঙ্গ সহ্য করিয়াছি, অগাধ জলে এক দিবারাত্র যাপন করিয়াছি; যাত্রার অনেক বার, নদীসঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, পরজাতি ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভাক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে ঘটিত সঙ্কটে, পরিশ্রমে ও আয়াসে, অনেক বার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, অনেক বার অনাহারে, শীতে ও উলঙ্গতায়। আর সকল বিষয়ের কথা থাকুক, একটী বিষয় প্রতিদিন আমার উপরে চাপিয়া রহিয়াছে, – সমস্ত মণ্ডলীর চিন্তা" (২ করিন্থীয় ১১:২৩-২৮)। কী ছিল

পৌলের পালকীয় চেতনার পেছনে? তাঁর ছিল খ্রীষ্টিয় সত্যের বিষয়ে তুলনাহীন বিশ্বাস ও সঠিক শিক্ষা, ছিল খ্রীষ্টকে প্রচার করার জন্য গভীর আত্মনিবেদন, আর সর্বোপরি ছিল মণ্ডলী ও সকল বিশ্বাসীর প্রতি তাঁর অসীম প্রেম ও দরদি এক মন। এর সবকিছু নিয়েই সেদিন মণ্ডলীর সবচেয়ে বড় শত্রু শৌল হয়েছিলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠ মিশনারি। সাধু পিতরের কথা শুনুন: "তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা পালন কর; অধ্যক্ষের কার্য কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক, ঈশ্বরের অভিমতে, কুৎসিত লাভার্থে নয়, কিন্তু উৎসুক ভাবে কর; নিরূপিত অধিকারের উপরে কর্তৃত্বকারীরূপে নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হইয়াই কর। তাহাতে প্রধান পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা অম্লান প্রতাপমুকুট পাইবে" (১ পিতর ৫:২-৪)। সম্মান কিংবা সুযোগ-সুবিধা বা বেতন, কিংবা প্রশংসার জন্য পালকের কাজ নয়; কিন্তু এ এক খ্রীষ্টিয় সুসমাচারে বিশ্বাসজনিত বিশেষ আহ্বান, যা আমরা অনেক ভেবে ও চিন্তা করে প্রার্থনাপূর্বক গ্রহণ করে থাকি বা আমাদের সেভাবেই গ্রহণ করা উচিত।

একজন পালককে সার্থক পালক হতে হলে পিতর ও পৌলের জীবন এবং জীবনবোধকে বুঝতে হবে। তার জন্য তার থাকতে হবে নিজের ব্যক্তিগত পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা; খ্রীষ্ট বিষয়ক সত্যকে সঠিকভাবে জানা। মণ্ডলীর জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসাই হচ্ছে একজন পালকের সবচেয়ে বড় গুণ। যীশু পিতরকে সেইরূপ আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁর মেষদের চড়ানোর জন্য (যোহন ২১:১৫-১৭)। মণ্ডলী তো প্রথমে খ্রীষ্টের, তাঁরই আত্মদানের ফসল, রক্তে কৃত ও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রধান চিহ্ন। তাই মনে-প্রাণে এ কাজের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান থাকতে হয়।

উপযুক্ত আত্মিক খাদ্য মণ্ডলীর লোকদের দান করার জন্য পালককে নিজেকে প্রথমে ক্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে। ঈশ্বরের জীবনদায়ী বাক্য নিজেকে স্পষ্ট করে জেনে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে হবে। দুঃখের কথা, আজ অনেকের জীবনে পবিত্র শাস্ত্রীয় শিক্ষার গভীরতা দেখা যায় না। গতানুগতিক বক্তৃতা দিয়ে আজকের মণ্ডলী আর চালানো যাবে না। প্রার্থনা, সরলতা ও সততা, নম্রতা, পরিশ্রম ইত্যাদি ছাড়া তো কোনো পালকের কথা ভাবাই যায় না। বর্তমানকালে মানুষের জীবন অনেক ক্ষেত্রেই জটিল হয়ে পড়ছে। আর তাই পালককে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। পালককে আজ হতে হবে কাউন্সেলিং ও মেন্টরিং-এ পারদর্শী, বাস্তব জীবনে ঈশতত্ত্বের শিক্ষার প্রয়োগে জ্ঞানী; তাকে হতে হবে দক্ষ সংযোগ সাধনকারী (বা কম্যুনিকেটর)। মণ্ডলীর জন্য পালকের থাকা চাই স্বপ্ন ও দর্শন। তাঁর সেই দর্শন মণ্ডলী যেন বুঝে ও গ্রহণ করে তার জন্য পরিবেশ ও পথ তৈরি করা হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় কাজ। লোকেরা তখন সবাই যেন বলতে পারে, "চল, আমরা উঠিয়া গিয়া গাঁথি।" তখন তার স্বপ্ন তার একার স্বপ্ন হয়ে থাকবে না, তা হবে সকলের। পুরাতন নিয়মে নহিমিয়ের পুস্তকে আমরা নহিমিয়ের নেতৃত্বের গুণাবলির মধ্যে এই বড় গুণটি দেখতে পাই। মানুষ আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে ও তাঁর রাজ্যকে দেখতে আশা করে। আমরা কী কাজ করি বা করব – তার চেয়ে আমরা কে এ কথা হচ্ছে বড়। আমাদের জীবন প্রতিফলিত হবে আমাদের কাজে। তাই একজন খ্রীষ্টানুসারী হওয়া ও খ্রীষ্টের মণ্ডলীর নেতা হওয়া সহজ নয়। তাদের জীবন দেখে যেন লোকদের মনে ইতিবাচক কৌতূহল বা প্রশ্ন তৈরি হয়। প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ Zig Ziglar বলেছেন, "You can teach people what you know, but you reproduce who you are." আমাদের কোনো ডিগ্রি, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, বংশ বা পদমর্যাদার কিছুই স্থায়ী সুফল এনে দেবে না; কিন্তু মানুষের সমাজ ভালো পথে প্রভাবিত হবে আমাদের জীবনাচরণ দেখে, আমাদের নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেম ও সৎ জীবন দেখে। আর তার জন্য চাই ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার জীবন, তাঁর আত্মিক শক্তিতে নির্ভরশীল ও পরিচালিত জীবন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে পারি, যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর অবাধ্য ইস্রায়েল জাতির কাছে যেসব কথা বলেছিলেন – তার একটি অংশ: "ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা সাহায্যের জন্য মিসরে নামিয়া যায়, অশ্বগণে বিশ্বাস করে, রথের বাহুল্য প্রযুক্ত রথে নির্ভর করে, অশ্বারোহিগণ অতি বলবান বলিয়া তাহাদের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু ইস্রায়েলের পবিত্রতমের দিকে চাহে না, এবং সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে না (যিশাইয় ৩১:১)। আজ হয়ত সেদিন, যেদিন আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, "আমাদের কাজ ও লক্ষ্যের জন্য আমাদের যোগ্যতা কী ও নির্ভরতা কোথায়? আর না হয় জানতে হবে, কেন বা কোথায় আমাদের শিথিলতা? পালক তথা মণ্ডলীর নেতাদের শক্তি ও কর্তৃত্বের মূলে আছে ও থাকবে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আত্মার শক্তির ওপরে নির্ভরতা – এমন প্রার্থনা রাখি।

হিষ্কিয় রাজা যাজক ও লেবীয়দের সম্মান করে বললেন, যেন তাঁরা তাঁদের কাজে তৎপর হন। তাঁরা যেন তাঁদের দায়িত্ব পালনে শিথিল না হন। "শিথিল" শব্দটি তথাকথিত কেরী ভার্শনে রাজা আসার ধর্মসংস্কারের কাজের প্রসঙ্গেও ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন ২ বংশাবলী ১৫:৭)। সেখানে রাজা ও প্রজা সবাইকেই ভাববাদী ওদেদ তাঁদের কাজে 'হাত শিথিল না করার' কথা বলেছিলেন।

২ বংশাবলী ১৫:১৪; ২৯:১৬; ৩০:১৪-এ লেখা আছে যে, ধর্মসংস্কারের স্বার্থে যাজকগণ মন্দির তথা সমস্ত দেশ থেকে পৌত্তলিকতার সঙ্গে জড়িত সমস্ত অশৌচ বিষয়বস্তু কিদ্রোণ স্রোতের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মণ্ডলীর কাজে শিথিলতা বা আলস্য কী অবহেলা ত্যাগ করে এখন আমাদের সবাইকে পুরানো জীবনাচরণ ত্যাগ করে খ্রীষ্টের শক্তিতে বলবান হতে হবে। কিদ্রোণ স্রোতে জরা-জীর্ণতা সব কিছু ফেলে দেয়ার পালা এখনই। মানবের পরিত্রাণের কাজের যাত্রাপথে যীশু শিষ্যদের জন্য তাঁর মহাযাজকীয় প্রার্থনা শেষ করে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কিদ্রোণ স্রোত পার হয়েছিলেন (দেখুন যোহন ১৮:১)। এ স্রোত জরা-জীর্ণতা, মরা-পচার প্রতীক! খ্রীষ্টের সেই কিদ্রোণ স্রোত পার হওয়ার শিক্ষা এই, নিষ্পাপ নির্দোষ ঈশ্বরপুত্র পাপের কালিমা ও বন্ধন থেকে সকল মানুষের মুক্তির জন্য যত ময়লা-আবর্জনাবাহী সে জলস্রোত আমাদের পার হতে হবে। আজ ব্যাপ্টিষ্ট সংঘের এ মহতী সম্মেলন আমাদের সবাইকে সেই আহ্বানই দিক। ২ বংশাবলী ২৯:১০-এ দেখা যায় যে, রাজা হিষ্কিয় তাঁর জাতির সঙ্গে ঈশ্বরের এক নিয়ম স্থাপন করেছিলেন, যেন তিনি ও জাতি ঈশ্বরের বাক্যানুসারে চলেন। সংঘের এ অ্যাসেম্বলি হবে, তেমনি এক নিয়ম ও শপথের মহা অনুষ্ঠান ও যজ্ঞ – এমন আশা ও বিশ্বাস করি।

বিশেষ দায়িত্ব

ইস্রা: ১০:৪ পদ

আপনি উঠুন, কেননা এই কার্যের ভার আপনারই উপরে রহিয়াছে, এবং আমরাও আপনার সহকারী, আপনি সাহসপূর্বক কার্য করুন।

পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, বিবিসিএস-এর কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের তিন জনকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়, যেন আমরা বিবিসিএস-এর মণ্ডলীসমূহকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে পারি। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচন উপহার দিতে। প্রশ্ন রাখতে চাই, বিবিসিএস-এর মণ্ডলীসমূহের সদস্যদের কাছে, নির্বাচন কমিশন হিসেবে আমরা কি তা করতে পেরেছি? কোনো-কোনো মণ্ডলী বা আপনারা কেউ-কেউ হয়ত বলবেন, হ্যাঁ, আবার কেউ-কেউ বলবেন না।

আমিও বলতে চাই, সুষ্ঠু হয়েছে, তবে আরো পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত ছিল। এ দায়িত্ব ছিল সকল মণ্ডলীর সদস্যদের ওপর, কিন্তু আমরা অনেকে সেই দায়িত্ব কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলেছি নিজ স্বার্থের জন্য। প্রথমত, একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, বিবিএস-এর প্রশাসনিক কিছু সমস্যাদি, যা কি-না নির্বাচনের পূর্বেই সমাধান করা উচিত ছিল। যে কারণে প্রথমেই নির্বাচন কমিশন একটি বড় বাধার সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ: (ক) কোনো-কোনো স্থানে মণ্ডলীকে শাস্তি (Suspend) দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। (খ) আবার অধিকাংশ মণ্ডলীতে দুটি দল রয়েছে। (গ) দ্বিতীয় বিয়ে এবং (ঘ) মণ্ডলীর সদস্য পদ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এ সকল সমস্যা কিন্তু বিবিসিএস-এর অভ্যন্তরীণ এবং প্রশাসনিক বিষয় নির্বাচন কমিশনের দেখার বিষয় ছিল না।

প্রিয় সুধী, মণ্ডলীকে কিন্তু কোনো ক্রমেই আলাদা বা (Suspend) করা যায় না। কোনো সদস্য/সদস্যাকে শাস্তিমূলক হিসেবে কিছু দিনের জন্য আলাদা রাখা যায়, কিন্তু মণ্ডলীকে নয়। মণ্ডলী হলো খ্রীষ্টের দেহস্বরূপ, তাহলে তো খ্রীষ্টকে অস্বীকার করা হয়। ওপরেল্লিখিত অন্য তিনটি বিষয় মণ্ডলীর কর্মকর্তাগণ সমাধান করবেন, প্রয়োজনে পালক প্রধান বা এবিসিএস-এর কর্মকর্তাগণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন, যা কি-না সবার জন্য গ্রহণযোগ্য হয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান মণ্ডলী বা এবিসিএস করে নিতে পারে যে, কোন অপরাধে কী শাস্তি হবে। যীশু বলেছেন, "আমরা যেন ৭ গুন ৭০ বার ক্ষমা করি। বাস্তবে কিন্তু আমরা তা পারি না, তবুও খেয়াল রাখতে হবে যে, হিংসার বশিভূত হয়ে যেন কাউকে শাস্তি দেয়া না হয়।

আমার মেন্টরের কাছে শিখেছি: "প্রভুর কাজে যেন পিছন ফিরে না তাকাই।" নির্বাচন পদ্ধতি আমাদের মণ্ডলীগুলোকে কয়েক বছর পেছনে নিয়ে যায়। তার মানে আমরা যে তিমিরে আছি – সেখানেই আছি, মাঝখানে পরস্পর ব্যক্তি-কোন্দলে মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করে। আমাদের তো সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে প্রভু যীশুর গ্রেড কমিশনের বার্তা নিয়ে। মথি ১৯:২৯-৩০ পদ অনুসারে, আজ আমি আমাদের বিবিসিএস-এর নির্বাচিত কর্মকর্তাদের, পালকদের তথা উপস্থিত নেতা প্রতিনিধিদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, প্রভু যীশুর দেয়া দায়িত্ব কিন্তু শুধু পালকদের একার নয়। এ দায়িত্ব যীশুতে বিশ্বাসীবর্গ সকলের। আসুন, আমরা একটু হলেও তাঁর আদর্শ পালন করি ও অন্যকে পালন করতে সাহায্য করি, যেন নিজে আলোকিত হই এবং অন্যকে আলোকিত করি।

বিবিসিএস-এর নির্বাচন কি দেশের জাতীয় নির্বাচনের মতো করে করার কি আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে? বিবিসিএস-এর কর্মকর্তাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যেন ভবিষ্যতে নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে যা কেবলমাত্র খ্রীষ্টিয় মতাদর্শ নির্ভর নির্বাচন করা হয় এবং এটিই সমীচীন বলে মনে করি। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হচ্ছে – তা আমাদের খ্রীষ্টসমাজে প্রতিহিংসার পাল্লাটিই ভারি করে। মণ্ডলীর পালক, নেতা ও সাধারণ সদস্য থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। বিবিসিএস একটি ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ড. উইলিয়াম কেরী, যাকে কি-না বলা হয়: "Father of modern missionary।" জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা, আত্মিক উদ্দীপনা, আত্মত্যাগ ও ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে আপন করে নেয়াই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তাঁর ত্যাগ ছিল অপরিসীম, তাঁর সেই কঠিন আত্মত্যাগ ও কাজের ফসল হিসেবে আজ আমরা তাঁর পরশ পাওয়া পুণ্যভূমিতে সমবেত হয়েছি। নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের কাছে একজন সাধারণ সদস্য/সদস্যা হিসেবে একটিই চাওয়া, যেন ড. উইলিয়াম কেরীর মতো আমরাও ত্যাগী হয়ে সমাজ ও মণ্ডলীর কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই, পেছনের দিকে নয়।

নতুন পদ্ধতি সমন্ধে আমার দুটি Recomendation আছে, যা আমি বিবিসিএস-এর সভাপতি মহোদয়ের হাতে দিয়ে যাবো। যদি আমরা ড. উইলিয়াম কেরীর আদর্শমতো ত্যাগী না হয়ে স্বার্থবাদী হই, তবে প্রতি নির্বাচনেই আমরা যীশুকে টাকার বিনিময়ে

ক্রুশে দিচ্ছি ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার মতো। আমরা জাগতিক স্বার্থে আমাদের পবিত্র আমানত বিক্রয় করছি ক্ষণিকের স্বার্থের জন্য। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যতবার এ কাজটি করছি ততবার যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের রক্তের জন্য দায়ী হচ্ছি। মনে পড়ে, যিহূদার অনুশোচনার ফল কী হয়েছিল? আসুন, আমরা এ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে যীশুর আলোর পথে হাঁটি।

রোমিও ১২:২ পদ

"আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি; যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।"

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উদ্ভাষিত আলোয় আলোকিত করুক বিবিসিএস-এর সকল মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয় ভাইবোনদের।

ডেভিড এ হালদার
প্রধান নির্বাচন কমিশন-২০১৫
বিবিসিএস

সহায়

আলবার্ট এ গোলদার

হে অনাচারী,
দেখিছ কি
এ জীবন সায়াহ্নে
সদা অপেক্ষমাণ দ্বারী
হাতে লয়ে
শানিত তরবারী!
ভ্রম যদি হয়ে থাকে
চিনিতে পাপহারী
সে দোষ কার!
কাকে তুমি দিলে
প্রীতি উপহার!
যমে, নারদে কী
মাটির পটে!
কাকে ভজিলে
জীবন ভর!
জঁপিলে সুতায়
বাঁধা তসবি!
বাঁধিলে দ্রব্যে
ওই শক্ত কবজি!
চিনিলে কি
মশীহে, মনুষ্যপুত্রে!
মানিলে কি
ঐশ-তনয়, পিতা যিনি
তিনিই সহায়!

আমায় তুমি শান্তির দূত করো

সাধু ফ্রান্সিস আসিসি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "আমায় তুমি শান্তির দূত কর।" শান্তি, প্রেম, ক্ষমা, ধৈর্য বিবিধ গুণগুলি সমাজ তথা পরিবারের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। সেক্ষেত্রে চার্চ পরিসরে এই গুণগুলো আরো বেশি অনুশীলন করা আবশ্যক। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জানতেন যে, তিনি চলে যাবার পরে পৃথিবীতে শান্তির মধ্য দিয়ে প্রেম প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। তাই তিনি বলেছিলেন, "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর" (যোহন ১৩:৩৪)। প্রেমের বাস্তবায়ন হয় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। বিবিসিএস পরিবারে খ্রীষ্টিয় প্রেমের অনুশীলন অব্যাহত ছিল, আছে এবং আগামীতেও থাকবে। আমরা এক সাথে, এক ঐক্যে, এক প্রেমে কাজ করি – তারই প্রমাণ অ্যাসেম্বলি। এই অ্যাসেম্বলি ৩৫০টি চার্চের সম্মানিত সুধীজনদের সমাবেশ, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও একতার মিলনমেলা। এটি বিবিসিএস-এর ঐতিহ্য। একদিকে তা শক্তি, অন্যদিকে তা সম্মিলিতভাবে ঈশ্বরকে গৌরব দেয়ার শুভলগ্ন। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই একতার মহামিলনে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা-আনন্দ ভাগাভাগি করে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রত্যেকেই আমরা এক-এক জন অংশীদার। এর সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে আমরা সকলেই যত্নশীল ও বদ্ধপরিকর। বিবিসিএস নতুন কিছু করতে সব সময়েই সমর্থ ছিল, এখনও আছে, যা অন্যরাও গ্রহণ করতে পারে। এই আদর্শ অব্যাহত থাকবে। শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বিবিসিএস-এর অগ্রযাত্রা চলবে। তাই আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকেই শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ চেষ্টা করি।

আমাদের প্রার্থনা হোক সাধু ফ্রান্সিস আসিসির মতো, "আমায় তুমি শান্তির দূত করো।"

সুধাংশু বোস
কার্যনির্বাহি সদস্য, বিবিসিএস

এসো সবে গাহি বিজয় গান

রেভা. জন এস. কর্মকার

বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, "মানুষ বিপদের দিনে শুধু সমস্যার কথা বলে, কিন্তু আমি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে তাকাই।" সমস্যা ছিল, এখনও আছে, আগামীতেও হয়ত থাকবে। শুধুমাত্র সমস্যার দিকে তাকিয়ে থাকলে অগ্রগতি ব্যাহত হয়, প্রত্যাশা নষ্ট হয়। ভবিষ্যৎ-প্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। সমস্যা পাথরসম হলেও তার অভ্যন্তরে কিছু সুযোগ থাকে। সেই সুযোগগুলো খুঁজতে হয়, যত্ন করে কাজে লাগাতে হয়। ইতালির মাইকেল অ্যাঞ্জেলো পাথর দিয়ে পৃথিবীর চমৎকার সব মূর্তি নির্মাণ করতেন। সাংবাদিকরা তাঁকে একবার প্রশ্ন করলেন, "আপনি পাথর দিয়ে কীভাবে এত চমৎকার সব মূর্তি নির্মাণ করেন?" তিনি বললেন, "আমি যখন পাথর থেকে মূর্তি নির্মাণ করি, তখন পাথরের কথা ভুলে যাই, পাথরের ভেতর সুন্দর মূর্তিকে দেখি।" ভালো করার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে ভালো করতে শেখায়। তার জন্য একটি প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করতে হয়। ভালো করার প্রতিজ্ঞা করতে হয়। আসুন, পাথরের কথা ভুলে যাই, সমস্যার কথা ভুলে যাই, সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে তাকাই, সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করি। বিজয় গান গাই।

কিছুদিন আগে আমি 'পৃথিবীর ১০০ শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনী' বইটি পড়ছিলাম। সেখানে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাম আছে। তিনি অনেক আগে ইংল্যান্ডের অন্ধকার একটি গ্রামে বাস করতেন। তার বাড়ির পাশ দিয়ে একটি উঁচু-নিচু পাথুরে পাহাড়ি রাস্তা ছিল। সেই রাস্তায় মাঝে-মাঝেই দুর্ঘটনা ঘটত। তিনি চিন্তা করলেন, কীভাবে এই দুর্ঘটনা রোধ করা যায়। তিনি তার বাড়ির সামনে একটি খুঁটি স্থাপন করলেন, সেই খুঁটির সাথে একটি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিলেন। প্রতি সকালে হ্যারিকেনটি নামাতেন আর প্রতি সন্ধ্যায় চিমনি মুছে আলো জ্বালিয়ে ওপরে উঠিয়ে দিতেন। তার দেখাদেখি অনেকেই খুঁটির মাথায় হ্যারিকেন জ্বালাতে লাগলেন। একসময় গ্রাম থেকে অন্ধকার দূর হলো। সমস্ত গ্রাম আলোকিত হয়েছিল। সকলে মিলে একসাথে আলো জ্বালানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আসুন, আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকেই আলো জ্বালাই। আলোর মানুষ হই। আলোকিত সমাজ গড়ি। কেননা সমাজের দাবি, সময়ের দাবি – আলোকিত মানুষ। সুন্দর মানুষ, ভালো মানুষ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টও আলোর মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে" (যোহন ৮:১২)।

আসুন, হৃদয়ের দরজাটা খুলে দিই, সবগুলো জানালা খুলে দিই। জীবনে আলো আসতে দিই। দূর হোক কালিমা, কষ্ট, ব্যথা, অভিযোগ, অনুযোগ, হতাশা, প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা, কলহ, দলভেদ, প্রভেদ। মাদার তেরেসার কথাগুলো মনে রাখি, তিনি বলেছেন, "মানুষ প্রায়শই অকারণে, অযৌক্তিক এবং আত্মকেন্দ্রিক, যেভাবেই হোক ক্ষমা করে দাও। যদি তুমি দয়ালু হও, মানুষ হয়ত তোমাকে বলবে কোনো স্বার্থ আছে, তাদের প্রতি যে কোনোভাবেই হোক, দয়া দেখাও। যদি তুমি সফল মানুষ হও, আরো কিছু দুষ্ট মানুষকে ও শত্রুকে তুমি জয় করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাও। যদি তুমি সৎ ও খোলা মনের মানুষ হও, মানুষ হয়ত তোমার সাথে প্রতারণা করবে, তারপরেও সৎ এবং খোলা মনের মানুষই থাকো। যদি তুমি পরিশ্রমী ও সুখী হও, মানুষ হয়ত ঈর্ষা করবে, তারপরেও সুখী থাকতে চেষ্টা করো। আজ যদি মানুষের জন্য ভালো করো, কাল মানুষ তোমাকে ভুলে যাবে, তারপরেও ভালো করে যাও। তোমার ভালো যা কিছু আছে, তা পৃথিবীর জন্য দিয়ে দাও, হয়ত তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়, তারপরও দিয়ে যাও।" যদি সকলেই তা চর্চা করতে পারি, সমর্থন করতে পারি, স্বীকৃতি দিতে পারি, তাহলে একসাথে বিজয় গান গাওয়া কঠিন বিষয় নয়।

আসুন, জীবনকে উপলব্ধি করি। একজন ভীরু ছাত্র শিক্ষককে প্রশ্ন করলেন, "জীবনের অর্থ কী?" শিক্ষক ব্যাগের ভেতরে হাত দিয়ে একটুকরো আয়না বের করে বললেন, "আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন এই আয়না দিয়ে সূর্যের আলোতে অনেক মজা করেছি। আয়নার আলো আমি অন্ধকারে ফেলেছি, মানুষের চোখে ফেলেছি। এটি আনন্দের ছিল, কারণ সূর্যের আলোর প্রতিফলন আয়নার মধ্য দিয়ে অন্ধকারে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। জীবনের অর্থ হলো অন্ধকারে আলো ফেলা এবং আলোকিত করা।" অন্যের জীবনে আলো ফেলার নিমিত্তই যীশু বলেছিলেন, "তোমরা জগতের জ্যোতি।" আমরা তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে প্রতিফলন ঘটাতে পারি অন্ধকারে। আলো জ্বালানোর একটি প্রচেষ্টা জাগ্রত হোক। নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করাই, দেখি কোথায় কালিমা আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যাকে আমরা প্রতিনিয়ত দেখি, সেই ব্যক্তি তথা নিজের সঙ্গে নিজে জীবন-যাপন করাই সবচেয়ে কঠিন। আসুন, সেই কঠিন কাজটিই শুরু করি। মনোভাব ও আচরণের পরিবর্তন করি। একসাথে বিজয় গান গাই, যেন স্বর্গস্থ পিতার গৌরব হয়। কেননা লেখা আছে, "...তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে" (মথি ৫:১৬)। আসুন, স্বর্গস্থ পিতার গৌরবের জন্য সুন্দর কাজ করি। সকলকে বিনম্রতায় আহ্বান জানাই, এসো ভাই, এসো ভক্ত, এসো সবে গাহি বিজয় গান, মরণ জয়ী যীশু রাজার জয় জয় গান।

নির্বাচন ও নির্বাচনী উৎসব

রেভারেন্ড বার্নাবাস হেমরম

প্রতি চার বছর পর পর ফিরে আসে নির্বাচন ও নির্বাচনী উৎসব। সারা বাংলাদেশে চার্চগুলোতে নেতৃত্ব দেবার জন্য অনেক নিবেদিতপ্রাণ এগিয়ে আসেন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে। পদ থেকে প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতেই পারে। প্রার্থীগণ ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টার এতটুকু ত্রুটি করেন না। প্রার্থী যেন নীতির মধ্যে ভোট সংগ্রহ করতে পারেন – সেজন্য সৃষ্টি হয়েছে আচরণ-বিধির। একদল থাকেন, যারা ভোটপ্রাপ্ত হবার মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে মণ্ডলী পরিচর্যার জন্য একটি পর্যায়ে আসতে উদগ্রীব থাকেন, আরেক দল থাকেন, যারা ভোট প্রদান করে প্রার্থীকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়ে বিজয়ী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আমি অনেকের নেতৃত্ব দেবার আকাঙ্ক্ষা দেখে বিমোহিত, বিমুগ্ধ এবং আনন্দিত হই এই ভেবে যে, প্রভু যীশুর পক্ষে কত নিবেদিতপ্রাণ স্বাস্থ্য ও নেতৃত্ব দেবার জন্য এবং পরিচর্যা করার জন্য প্রস্তুত। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন কখন বিশ্বাসীবর্গ তাকে ভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবেন। সারা দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন প্রভু যীশুর খ্রীষ্টের পক্ষে নম্রভাবে ঈশ্বরের পক্ষে সাক্ষ্য ও পরিচর্যা করার সুযোগ-প্রাপ্তির জন্য। ভাবি, সারা বছর যদি এ রকম নির্বাচন সময়কালীন মনোভাব থাকতো, তাহলে কত না ভালো হতো, কারণ পালকীয় স্বল্পতার কারণে চার্চ কিংবা পরিবার পরিদর্শন, প্রার্থনা সভা ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচনের সময় যেভাবে প্রার্থী এবং প্রার্থীর ভক্তজনেরা পরিবার পরিদর্শনসহ চার্চের বিশেষ করে ভোটারদের খোঁজ-খবর রাখেন,পরিচর্যা করেন এবং সমবেদনা প্রকাশ করে প্রার্থনা করেন – তাতে করে পালকীয় পরিচর্যার স্বল্পতা অনেকাংশ পূর্ণতা পায়। আর এজন্য সত্যিই তারা প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয়ও আছে, আগামী চার বছরের মধ্যে হয়ত চার্চে ওনাদের মধ্যে অনেককে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

আমরা সংবিধানের মধ্য দিয়ে পবিত্র বাইবেলকে দেখতে চাই না কিন্তু পবিত্র বাইবেলের মধ্য দিয়ে সংবিধানকে দেখতে চাই। এবং তা-ই-ই হওয়া উচিত। সংবিধান মানুষের তৈরি কিন্তু পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য। দেশীয় গণতন্ত্র এবং বাইবেলীয় গণতন্ত্র এক নয়। সাধারণ নেতৃত্ব এবং ঈশ্বরের পক্ষে নেতৃত্ব এক নয়। যখন বাইবেলকে দেশীয় গণতন্ত্রের সাথে গুলিয়ে ফেলি, তখনই সৃষ্টি হয় নানারূপ নানামুখী সমস্যা। জটিলতারও সৃষ্টি হয় বটে। যিহুদিগণ বাইবেল বহির্ভূত ৬৫০টির বেশি নিয়ম তৈরি করে বাইবেলের সাথে সংযুক্ত করেছেন। তারা মনে করে ছিল, এই সমস্ত নিয়মের মধ্য দিয়ে বাইবেলের কাছে/সদাপ্রভুর কাছে আসতে হবে। আমরা অবশ্য চার্চগুলোতে এরূপ নিয়ম তৈরি করি না কিন্তু তৈরি করতে চাইও না। আমার এই বিষয়ে নিবেদন আছে, যে সমস্ত বিষয় আমাদের চার্চগুলোতে জটিলতার সৃষ্টি করে, আসুন না সেগুলোকে আমরা বাইবেলের আলোতে নিয়ে আসি!

ওয়ান-ফোর ফর্মুলায় আমরা দীর্ঘদিন বাঁধা। নির্বাচন প্রক্রিয়াই চার বছর পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যাক্তিগণ নেতৃত্ব দেন। আবার চার বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পুরাতনদের মাঝে দু-এক জন আসে অথবা নতুনদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচিত হন। আবার নতুন করে সমস্ত কমিটি তৈরি হয়। আবার চার বছর। আবার নির্বাচন। আবার নতুন কমিটি। সুতরাং এটিকে আমি নাম দিয়েছি ওয়ান-ফোর ফর্মুলা। করা যায় না ৫, ১০, ১৫ অথবা ২০ বছরের স্মার্ট প্ল্যান। কারণ নেতৃত্ব এবং কাজের ধারাবাহিকতা অনেকাংশে ব্যাহত হয়। সে-কারণে অনেক উন্নয়নমুখী কাজে ভাটা পড়ে। এ বিষয়ে আমার মতামত হচ্ছে, যেন আমরা পালকগণ এবং নেতৃবর্গের সমন্বয়ে এমন কিছু নীতি নির্ধারণ করি, যার মধ্য দিয়ে নেতৃবর্গের পরিবর্তনেও যেন সমস্ত পরিচর্যা এবং উন্নয়নমূলক ও উন্নয়নমুখী কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

আধ্যাত্মিকতার চর্চা উপাসনালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা আধ্যাত্মিকতা উপাসনালয়ের মধ্যে বন্ধ করে আসি না। আধ্যাত্মিকতার চর্চা ও পালন জীবনের সামগ্রিকতায় ব্যাপৃত। আমাকে কি বলতে পারেন, বিবিসিএস-এর কোন সেক্টর বা কার্যক্রমটি আধ্যাত্মিকতার বাইরে? আপনি কি বলতে পারেন, আপনি যে কাজটি করছেন – সেটি আধ্যাত্মিক কাজ অথবা আধ্যাত্মিক নয়? সংঘ এবং সংঘ পরিমণ্ডলের সমস্ত কাজ এবং আপনি যেখানে কাজ করছেন, সেটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক কাজ। সদাপ্রভু সেই কাজের জন্য আপনাকে আহ্বান করেছেন। তাই প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত পবিত্র দায়িত্ব পালন ও ঈশ্বরীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা সম্পাদন করার জন্য আমাদের প্রাণপণ করতে হবে। প্রভুর নিমিত্ত লক্ষ্যের অভিমুখে শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে হবে। নেতৃত্ব এবং পরিচর্যা হবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদর্শ কেন্দ্রিক। তিনিই নেতৃত্বের সেবার চূড়ান্ত মাপকাঠি। যে নেতৃত্বের মাঝে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে দেখতে পাওয়া যাবে এবং তিনিই চূড়ান্তরূপে প্রশংসিত হবেন – সেটিই হচ্ছে প্রকৃত নেতৃত্ব।

পালকগণ কলুষিত হতে পারেন কিংবা কলুষিত হচ্ছেন – সেজন্য কেড়ে নেয়া হলো তাদের ভোটাধিকার। আমার প্রশ্ন, নির্বাচন কি তাহলে কলুষিত হবার স্থান? নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদি পালকগণ কলুষিত হন, তবে চার্চের সদস্যগণ কিংবা ভোটারগণ কি কলুষিত হচ্ছেন না? যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন – তারা কি কলুষিত হচ্ছেন না? পালকদের কলুষিত করার জন্য যারা প্রাণপণ অপচেষ্টা করেন – তাদের ভোটাধিকারই বা কেড়ে নেয়া হয় না কেন? এরাই বা কারা, যারা পালকদের কলুষিত করছেন? যা কিছু আমাদের পরিত্রাতা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহকে কলুষিত করে – তা বর্জন করা আমাদের একান্তরূপে আবশ্যক। যেন সঠিকরূপে পরিচর্যা-কার্য

সাধিত হয় এবং প্রভু যীশুর দেহরূপ মণ্ডলী শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে। নির্বাচনের সুদূরপ্রসারী সুফল ও কুফল দুটিই চার্চ ভোগ করে। আবার কোনো-কোনো চার্চে নির্বাচনের সময় সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কোথাও-কোথাও/কারো-কারো মাঝে কাদা ছোড়াছুড়ি প্রতীয়মান হয়। কখনও-কখনও উদ্ঘাটিত হয় অনেক পূর্বের বা অনেক গভীরের বিষয়। নির্বাচনের আশীর্বাদ হিসেবে চার্চ বিভক্ত হয়। চার্চে সৃষ্টি হয় দলাদলি, হানাহানি ও বিশৃংখলা। পরিবার বিভক্ত হয়,পারিবারিক দ্বন্দ্ব হয়। এই সমস্ত কারণে চার্চে উপস্থিতি কম সহ নানামুখী সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়। চার বছর অনেক পরিশ্রম করে আবার একটি সাবলীল ও ঐক্যের পর্যায়ে চার্চকে নিয়ে আসতে না আসতেই আবার নির্বাচন। তারপর আবার...। নির্বাচন প্রক্রিয়াই এমন কিছু আনা প্রয়োজন, যাতে করে নির্বাচন যেন চার্চকে মোচড় দিতে না পারে।

সারা বাইবেল জুড়ে খুঁজছিলাম কোথাও এমন নির্বাচনের নমুনা কিংবা এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয়েছিল কি-না। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না। খুঁজে পেলাম, যেখানে উপবাস, প্রার্থনাসহ মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে। গুলিবাঁটের মাধ্যমে নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। যাদের মনোনয়ন দেয়া হয়েছে – তাদের কী-কী যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় – তা-ও বাইবেলে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বিবিসিএস-এর সংবিধানেও লিপিবদ্ধ। সুযোগ হয়েছিল দেশের বাইরে একটি নির্বাচন দেখার জন্য। দেখলাম ভিন্ন রূপ ভিন্ন চিত্র। মিলিয়ে দেখলাম নিজেকে কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না।

কিছু প্রশ্ন : ১. যে প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন দিয়ে ভোট প্রদান করছি সেটি কি বাইবেল সম্মত? হ্যাঁ না

২. যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে প্রার্থীরা ভোট সংগ্রহ করছে – তা কি ঠিক? হ্যাঁ না

৩. ঈশ্বরের মনোনয়ন প্রক্রিয়া আর আমাদের মনোনয়ন প্রক্রিয়া এক? হ্যাঁ না

৫. নির্বাচনের মাধ্যমে চার্চ এবং বিশ্বাসীবর্গের মাঝে কি ঐক্য বাড়ছে? হ্যাঁ না

৬. নির্বাচনের মাধ্যমে কি চার্চ বিভক্ত হচ্ছে? হ্যাঁ না

৭. বাইবেলীয় গণতন্ত্র ও দেশীয় গণতন্ত্র কি এক? হ্যাঁ না

৮. নির্বাচিত না হলেও কি পরিচর্যা করা যায়? হ্যাঁ না

আমরা কেউই নেতা না। কিন্তু সেবক নেতা। নেতা মাত্র একজনই আছেন, তিনি হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। কিন্তু তিনিও সেবক নেতা। আমরা সকলে তাঁর পক্ষে পরিচর্যাকারী হিসেবে পরিচর্যা করি। আমরা সেবক হিসেবে তাঁর পক্ষে সেবা করি। যারা নির্বাচিত হন – তারা পরিচর্যাকারী, যারা নির্বাচিত হতে পারেন না – তারাও পরিচর্যাকারী। যারা ভোট প্রদান করেন তারা পরিচর্যাকারী, যারা ভোট প্রদান করার জন্য মনোনয়ন দেন – তারাও পরিচর্যাকারী। প্রভু আমাদের যাকে যেখানে পরিচর্যার জন্য রেখেছেন – আমাদের খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ নিয়ে ঈশ্বরীয় মনোভাব ও খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য সেবা করে যেতে হবে। পালক, প্রচারক, সান্ডেস্কুল, মহিলা, যুব বিভাগের সকল সেবক – সকলেই পরিচর্যাকারী। সুতরাং বিশ্বাসীমাত্রই পরিচর্যাকারী। তাই আসুন, আমরা পরিচর্যাকারী হিসেবে সকলে এক ঐক্যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা করি। সেবক হিসেবে খ্রীষ্টের সেবা করি। একসঙ্গে প্রভু যীশুর দেহকে গেঁথে তুলি।

নির্বাচনী রঙ্গ

নির্বাচনে ঘটে যায় নানা ধরনের ঘটনা। কোনোটি মজার আবার কোনোটি কষ্টের। অনেক ঘটনার মধ্য থেকে কিছু ঘটনা সংগ্রহ করে উপস্থাপন করার ক্ষুদ্র প্রয়াস গ্রহণ করেছি।

বিকাশ চেক করুন: লোকেরা অপেক্ষা করছে, এখনও টাকা পাঠান নি? অপর দিক থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ: এতক্ষণ সময় লাগে না-কি, বিকাশ চেক করুন।

শুনতে পারো না: একজন প্রার্থী প্রার্থনা চেয়েছেন এবং তার জন্য প্রার্থনাও করা হলো। অপর একজন তা লক্ষ করেছেন। কিছুক্ষণ পর প্রার্থনাকারীকে এসে অপরজন অনুযোগ করলেন, আপনি তার জন্য প্রার্থনা করলেন কেন? প্রার্থনা ফিরিয়ে নিন। উত্তরে তিনি বললেন, প্রার্থনা চাইলে তো প্রার্থনা করতেই হয়। উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে এবার তিনি প্রভুকে বললেন, প্রভু, তুমি এই প্রার্থনা শুনতে পারো না...

আগুন (নির্বাচনী শক): নির্বাচনের পর দিন একটি পরিবার থেকে স্বামী-স্ত্রী দুজনের কাছ থেকে ফোন আসতে লাগলো, দাদা আসেন, আমাদের ঘরে আগুন। আমি ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি স্বামী সন্দেহ করেছে, তার স্ত্রী তার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেয় নি। তাই মোচড় ও মারধরসহ ঘরে আগুন ও মাটির প্রাচীর ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। বুঝিয়েসুঝিয়ে এলাম। উপায় নেই, দুই শতাংশ জমি বিক্রি করে আবার তারা নতুনভাবে ঘরগুলো মেরামত করতে আরম্ভ করেছেন।

পালাবি কোথায়: ভোটগ্রহণ শেষ। গণনা চলছে। ঘোষণা দেবার পালা। ঘোষণা হলো। যারা প্রার্থীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আমি আপনাকে এতগুলো ভোট কালেকশন করে দেবো। তারা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রার্থীর লোকেরা বলে উঠলেন, পালাবি কোথায়?

স্বর্গেও কি ভোট হবে?: জটিল ও কঠিন প্রশ্ন। বললাম, কেন উনি বললেন, স্বর্গেও ভোট হলে ভালোই হতো।

এইটুকু খেলেন?: তারা শুধু খাসির মাংস আর ডিম ছাড়া কিছুই খেতে পারছেন না। এই এখানে ডিম, মাছ আরো মুরগির মাংস দাও আর চার লিটার স্প্রাইট দাও। না...না আমরা আর কিছুই খেতে পারবো না। কী বলেন, মাত্র এইটুকু খেলেন? এত অল্প খেলে বাঁচবেন কী করে? ভোট দেন আর না দেন আমার কতদিনের ইচ্ছা যেন আপনাদের খাওয়াই। এই ছেলে শোনো, ওনাদের জন্য একটি করে পার্সেল করে দাও। আরো চার লিটার স্প্রাইট নিয়ে যান...ওইটার সাথে মিক্স করে খেলে জমবে...।

নির্বাচনী দুর্গন্ধ: পবিত্র ভোট প্রয়োগ করতে ঈশ্বরের পক্ষে মনোনয়ন দিতে নির্বাচনী কক্ষে অনেকের কাছ থেকে বয়ে আসে নির্বাচনী দুর্গন্ধ আবার অনেকে ঢোলে। চিন্তা করলাম, নির্বাচনের গন্ধ মনে হয় এরকমই। কারণ পূর্বের নির্বাচনগুলোতে এ রকম গন্ধই পেয়েছিলাম। নির্বাচন মনে হয় স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না তাই ঢোলে। কারণ পূর্বের নির্বাচনগুলোতেও এভাবেই অনেকে ঢুলেছিল।

ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ

১নং লিয়াকত এভিনিউ, সদরঘাট, ঢাকা-১১০০।

ভিশন স্টেটমেন্ট

"আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।"

মিশন স্টেটমেন্ট

"ঈশ্বর-প্রদত্ত দানের সুষ্ঠু ব্যবহার করে সার্বিক উন্নয়ন অর্থাৎ আত্মিক পরিচর্যা, খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের বিকাশ এবং বহিঃপ্রচার ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে শিষ্য তৈরি করা।"

কার্যক্রম

রবিবাসরীয় উপাসনা: পুলপিট কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ত্রৈমাসিক সূচি অনুসারে প্রতি রবিবারে সাধারণ উপাসনা নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার উপাসনায় পবিত্র প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

পারিবারিক প্রার্থনা সভা: ত্রৈমাসিক সূচি অনুসারে চার্চের সদস্যদের গৃহে প্রার্থনা সভা পরিচালিত হয়।

প্রার্থনা রজনী: প্রতি এক মাস অন্তর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার রাত ১১:০০ মি. থেকে ভোর ৫:৩০ মি. পর্যন্ত প্রার্থনা রজনী অনুষ্ঠিত হয়।

উপবাস প্রার্থনা: প্রতি এক মাস অন্তর মাসে তৃতীয় শুক্রবার দুপুর ১২:০০ মি. থেকে বিকাল ৩:০০ মি. পর্যন্ত উপবাস প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।

বড়দিন, নববর্ষ, পুণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থান: যথাযথ মর্যাদার সাথে বড়দিন, নববর্ষ, পুণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থান পালন করা হয়। নববর্ষ ও পুনরুত্থানে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়।

সান্ডেস্কুল: প্রতিমাসে একবার বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে এবং আমাদের চার্চে মাসের দ্বিতীয় রবিবার সান্ডেস্কুল পরিচালনা করা হয়।

চার্চের কয়ার: চার্চের রবিবারের উপাসনায় মণ্ডলীর যুবক ও যুবতীদের অংশগ্রহণে নিয়মিত আরাধনা সংগীত পরিবেশন করা হয়।

নতুন উপাসনা-গৃহ নির্মাণ (বহিঃ): ২০১৪ সালে রংপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের দইহারা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে উপাসনা-গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয় এবং ২০১৫ সালে দিনাজপুর আঞ্চলিক সংঘের বিষ্ণুপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে উপাসনা-গৃহের নির্মাণ-কাজ চলছে।

বস্ত্র বিতরণ: প্রতিবছর সংঘের বিভিন্ন মণ্ডলীতে দরিদ্র শিশু ও মহিলাদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ২০১৪ সালে সিলেটের কালীঘাট (মেকানী চা বাগান) এলাকায় বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

পিকনিক: প্রতিবছর মণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে পিকনিক করা হয়। এটি মাণ্ডলিক সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও একতা-বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মহিলা ও শিশু সম্মেলন: মহিলা কমিটির উদ্যোগে সাভারের নাজারাথ সেন্টারে চার্চের মহিলা, শিশু ও পরিচারকদের সমন্বয়ে ১৭ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে এক চমৎকার প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামে মণ্ডলীর শিশু, মহিলা, পরিচারক/পরিচারিকা, অফিস স্টাফ এবং নিমন্ত্রিত বক্তা ও অতিথিসহ মোট ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন।

আরাধনা সন্ধ্যা: মণ্ডলীর যুব কমিটির উদ্যোগে ২১ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে ঢাকাস্থ মণ্ডলীসমূহের ১০টি কয়ার টিমের সমন্বয়ে "গ্লোরী অব ভিক্টরী" শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আরাধনা সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে যুবক/যুবতীদের মধ্যে সম্পর্ক-বৃদ্ধি ও ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করা হয়।

প্রাক-বড়দিন: ২০১৪ সালে মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের নিয়ে প্রাক-বড়দিন উদযাপন করা হয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের সাথে সুসম্পর্ক-বৃদ্ধি ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম বারতা তুলে ধরা ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

আগামী পরিকল্পনা: (১) মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন (২) ঢাকা এবিসিএস-এর পরিচারক/পরিচারিকাদের সমন্বয়ে একটি সম্মেলন করা (৩) আত্মিক উদ্দীপনা সভা (৪) যুব সেমিনার (৫) রংপুর এবিসিএস-এর বড় আলমপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে উপাসনা-গৃহ নির্মাণ (৬) ছাত্র বৃত্তি প্রদান (৭) পিকনিক।

ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের সকল কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য সকলের প্রার্থনা কামনা করি।

পালক
রেভা. রঞ্জিৎ বিশ্বাস
ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ

সম্পাদক
রতন সরকার
ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ

ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও কিছু তথ্য

• **সম্পর্কগত অনৈক্য:** নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতি, নির্বাচন সপ্তাহ এবং নির্বাচনোত্তর ঘটনাসমূহের মধ্যে গুরুতর অনৈক্য, যার কারণে একই মণ্ডলীর মধ্যে দুঃখজনক ও মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। একইভাবে এবিসিএস এবং বিবিসিএস-এর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি হচ্ছে, যা পুরো নির্বাচনের মধ্যে ছিল লক্ষণীয়। মণ্ডলীর সদস্যরা ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং অন্যেরা একই ঘটনায় সম্পৃক্ত এবং তাদের মধ্যে অবিশ্বাস ও প্রতারণার বীজ বপন করা হয়েছে। কেউ-কেউ বলেন, এটি কি গণতন্ত্রের অংশমাত্র? কিন্তু আমি একমত নই যে, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর মধ্যে অন্য উপায়ও রয়েছে। পরিবার পরিবারের বিরোধিতা করে, মণ্ডলী মণ্ডলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, বন্ধরা বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, পরিসেবকরা সদস্যদের ভুল পথে পরিচালিত করে, পদপ্রার্থীগণ অসৎ পথে লাভবানের সুযোগ খোঁজে। এটি অবশ্য সবার ক্ষেত্রে নয়, সব জায়গায়ও নয়, কিন্তু এর প্রভাব অনেক বেশি ও মাত্রাতিরিক্ত ছিল। এটি আমার সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং বিবিসিএস-এর একটি কঠিন বাধা এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থাটা একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমি কি একাই এটি পর্যবেক্ষণ করলাম? যীশু বলেন, "ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে পারে না, এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরিতে পারে না। ...অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।" (মথি ৭:১৮-২০)

• **আইনগত ব্যবস্থা:** নিশ্চয়ই, বিভক্ত লোকেরা, যারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, তারা কি অন্য কোনো উপায়ে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান বের করতে পারেন? তাদের মধ্যে একটি হলো, বাংলাদেশের আইন, অনুমোদিত আইনগত নোটিশ পাঠাবার, এমনকি (সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টারের মধ্য দিয়ে) অথবা অভিযুক্ত করে একটা চিঠি পাঠায় অথবা তারা মামলা করে তাদের বিরুদ্ধে যে, তারা কোনো অন্যায়-অবৈধ কাজ করেছে। একটি দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের সেই অধিকার আছে। আমরা কি শুধু নাগরিক, অথবা আমরা কি একইভাবে খ্রীষ্টিয় নাগরিক নই? যাদের আলাদা আইন রয়েছে (যাকোব ২:৮) আর সেটি হচ্ছে খ্রীষ্টের রাজকীয় আইন, যেটি আমাদের আচার-ব্যবহার বিবেকের ওপর কর্তৃত্ব করে – সেটি কি আরো বিপজ্জনক অনৈক্যের ফল নয়? আমরা কি ১ম করিন্থীয় ১ অধ্যায় ৬ পদ পড়ি নি? এবং আমরা কি লজ্জিত নই, যার ফল আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অথবা ১ম করিন্থীয় ১ অধ্যায় ৬ পদে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কারও যদি কোনো বিশ্বাসী ভাইয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করবার কোনো কারণ থাকে, তবে সে কোন সাহসে ঈশ্বরের লোকদের কাছে না গিয়ে, যারা ঈশ্বরের নয় তাদের কাছে গিয়ে বিচার চায়? আমার মনে হয়, আইনগত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যারা অপকর্ম করেছে, আমার খ্রীষ্টিয়ান শত্রুদের প্রতিশোধ নিয়ে আমি জয়ী হওয়ার চেষ্টা করার অবলম্বন করছি।

• **Dr. Jekyll and Mr. Hyde Syndrome (চতুরতা এবং লুকানোর লক্ষণ):** এই বিষয়টি ভুল অর্থে নেবেন না – এটি বাংলাদেশের অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ান সমাজ বা মণ্ডলীর জানা এবং আমাদের মণ্ডলীর সদস্য বিবিসিএস জানে যে, বিবিসিএস-এর চেহারা এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কলুষিত হচ্ছে। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নেতারা এটি দেখে – তারা আমার সাথে সহভাগিতা করেছে। বিবিসিএস-এর স্টাফদের মধ্যে এবং যারা মণ্ডলীর সদস্য – তারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং স্থানীয় পালকরাও একই অনুভূতি এবং বোধ হয় যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তারা সবাই জানেন, কিন্তু কেউ এটি বলতে চায় না। কারো-কারো নৈতিক চরিত্র এবং এই চার বছরের শান্তিপূর্ণ পালকীয় কাজের অভিজ্ঞতা এক নয়, যেমন নির্বাচনের অর্ধেক পর্যন্ত এই দুশ্চিন্তা থাকে। এটি আমাদেরকে সেই জেকেরের পুরাতন গল্পটি মনে করিয়ে দেয় – দুটি বিষয় একই ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ভালো-মন্দ প্রকাশ পায়। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক করে তোলে। এটি যদি সত্যি হয়, তাহলে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি কি আমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যায়? যদি আমরা এই গতিময়তাকে অস্বীকার করি, তাহলে আমরা এটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? সাধারণ মানুষের মধ্যে এত আলোচনা, এত গাল-গল্প – সেটিকে আমরা পরিহার করতে পারতাম, কিন্তু পারছি না। এ বিষয়ে গভীর চিন্তা করা প্রয়োজন।

• **জাগতিক নির্বাচন সমান্তরাল ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের স্থানীয় পৌরসভা অথবা পার্লামেন্ট নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে বিশেষ একটি পার্থক্য দেখা যায় না বিবিসিএস-এর নির্বাচন ব্যবস্থায়। বোধ হয় তারা একই কাঠ থেকে কাটে। তারা এই ব্যবস্থা অনুসরণ করে। আমরা শুনি, বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ, বিবিসিএস-ও কি একই? সুতরাং পৃথিবীতে ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় – তা মণ্ডলীতে একসই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আমার প্রশ্ন কেন? যদি এই জাগতিক পার্থিব রাজনীতি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-নিন্দা, কাদা-ছড়াছড়ি, একজন আরেকজনকে অভিযুক্ত করে, একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটায়, একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে, চালাকি করে, ঝগড়া করে – এগুলো কি আমরা করবো? এমনকি কয়েকজন প্রার্থীর পেছনে এমন

কয়েকজন আছেন, যারা অপরকে প্ররোচনা দেয়, আধিপত্য বিস্তার করে অথবা ছাত্র রাজনীতির কায়দায় ক্ষমতা দেখায়। সুতরাং জাগতিকভাবে বিবিসিএস-এর নির্বাচন পদ্ধতি একই দেখা দেয়। আমরা কোনো-কোনো প্রার্থীর বিষয়ে বলি, তারা তাদের ক্ষমতার প্রতিপত্তি ব্যবহার করে। কিন্তু কেন আমরা অন্যান্য সদস্যদের মতো তাদের মনোনীত করবো না? আমরা দেখি, শুনি, প্রার্থীরা আজকে যা বলছে, কালকে তার বিপরীত বলছে। আমাদের মধ্যে অনৈতিকতা রয়েছে। আমাদের কাছে দেশের মতো অসম্পূর্ণ ও ভুল ভোটার তালিকা থাকে। আর আমরা সেটিই কি অব্যাহত রাখবো?

• **সংবিধান এবং নির্বাচন:** বিবিসিএস-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক হলো কাউন্সিল পরিষদ। ২০১৪ সালে সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক সংশোধনী আনা হয়, কিন্তু মনে হচ্ছে বিবিসিএস-এর পরিবারে আস্থা অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু মণ্ডলীর সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখানোর জন্য নয় উপরন্তু আরো কিছু ভোট পাওয়ার জন্য। মনে হয় অনেকেই এটিকে অস্বীকার করবে। আমি সেই কাউন্সিল মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম। আপনারা আমাকে অভিযুক্ত করতে পারেন (কমপক্ষে ১ থেকে ৭০ বার), কিন্তু আমি অনুভব করেছি যে, আমরা পবিত্র ভোটটিকে "বাণিজ্যের জন্য" ব্যবহার করেছি। বিশেষত পালকদের তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রকাশ করতে না দিয়ে/ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না দিয়ে/তাদের কণ্ঠস্বর না শুনে, যেটি ছিল আমার কাছে বিঘ্নস্বরূপ।

• **স্থগিত মণ্ডলীসমূহ:** স্থগিত মণ্ডলীগুলির বিষয়ে এ কথা বলা যায়, তাদের (শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে) এটি দেখাচ্ছে যে, এবিসিএস-এর নেতৃত্ব নির্দিষ্ট মণ্ডলীকে কত সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছে এবং এবিসিএর-এর মধ্যে, অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। কয়েকটি বিষয়ে বলা যায়, সেখানে স্থগিত মণ্ডলীসমূহ বিভিন্ন কারণে যথাযথভাবে ভোটে অংশ নিতে পারে নি। নির্বাচনের অনেক আগে এই দ্বন্দ্বগুলো মীমাংসা করা উচিৎ ছিল। মণ্ডলীর সদস্যদের জন্য মাণ্ডলিক শৃংখলা দরকার, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কোনো কারণ ছাড়াই এবিসিএস দ্বারা মণ্ডলীকে স্থগিত করা হয়েছে। আমার মনে হয়, বিষয়গুলো বিবিসিএস পরিবারে আনা – অনাকাঙ্ক্ষিত ঝগড়াঝাটি পরিহার করার জন্য আলোচনা আবশ্যক।

• **ক্ষমতার সৎ ব্যবহার এবং অর্থের দাপট:** অনেক বিষয়ের মধ্যে এই পালকীয় পত্রে আমি বলতে চাচ্ছি, আমি নাম উল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম এবং আমার পর্যবেক্ষণের বৈধতা প্রমাণ করা থেকেও। সুতরাং এখানে প্রশ্ন করা যায়, আপনারা দেখেন এবং বিবিসিএস সদস্যদের ব্যাপারে মতামত দিন। অর্থের অপচয় হয়েছে, সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। যদি আপনারা অস্বীকার করে এগিয়ে যান, যদি আপনারা আমার কাছে প্রমাণের জন্য দাবি করেন, আমি সেটি করবো না। আপনারা ধোঁয়া দেখলে আগুন আছে বুঝতে পারেন এবং ওই ধোঁয়ার গন্ধ থেকে সেটি জানতে পারেন। সর্বোপরি, নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য অর্থের ব্যবহার, খ্রীষ্টিয়ানদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার মতো। কেন আমি নির্বাচন কমিশনার হিসেবে এরকম অবৈধ বিষয়টি প্রমাণ করতে পারছি না – আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন? আমি কি এটি প্রমাণ করতে পারি, কোন মণ্ডলী, কোন এবিসিএস-এর হিসাব বই অথবা কোন পরিবার বা তার সদস্যরা কীভাবে সঞ্চয় করে অথবা কোন কমিটি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়? আমি দেখেছি, মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজের নামে কীভাবে মিটিং হয়েছে। বিশেষ করে নির্বাচনী আলোচনা । কিন্তু এই আলোচনায় কীভাবে আপনারা প্রমাণ করবেন, যোগদানকারীদের কী উদ্দেশ্য ছিল। অনেকেই কমিশনের সঙ্গে অর্থ বিষয়ে তাদের ভোট কেনাবেচার জন্য হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু প্রমাণ করার জন্য কয়েকজন কমিশনার বা নেতা জাল দিয়ে ধোঁয়া ধরছে। আমাদের মূল্যবোধ কি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য বিশেষত যীশুর ক্ষমা এবং পবিত্র আত্মার অবস্থান বা আমাদের ব্যক্তিগত একটি সুন্দর নৈতিক অবস্থানে সাহায্য করছে? অথবা আমরা মারাত্মক কোনো অনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করছি। আমি শংকিত যে, আমাদের সদস্যদের মধ্যে শাস্ত্রীয় নৈতিকতা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু অবৈধ অর্থ যে দেয় বা যে নেয়, তাদের মধ্যে কে খারাপ? আমি নিশ্চিত নই। আমি মনে করি, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে, কীভাবে এই নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বের হওয়া যায়। একটি তদন্ত করে এর সঠিক নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

• **মাণ্ডলিক সদস্য পদ/রেজিস্ট্রেশন:** বিবিসিএস-এর মণ্ডলীতে কীভাবে মাণ্ডলিক সদস্য পদ বিবেচনা করা হয়। সংস্কৃতিতে বাংলাদেশে বাড়ি শব্দটির একটি আলাদা মূল্যবোধ আছে, সেটিকে শ্রদ্ধা করা উচিত। প্রশ্ন থাকতে পারে যে, বাংলাদেশের একজন ব্যক্তি উত্তর বা দক্ষিণ যেখান থেকে আসুক এবং কাছে বাস করছে বা দূরের শহরে বাস করছে অথবা বাড়িতে থাকবে বা থাকবে না তারপরেও তারা গ্রামের বাড়ির সদস্য বা মাতৃমণ্ডলীর সদস্য। তাহলে তারা যেখানে থাকে, সেখানে তার জড়িত হওয়ার সম্পর্কযুক্ত। কার কাছে তারা দায়বদ্ধ? কে পালকীয় সেবা দেয়? সুতরাং বিবিসিএস তার মাণ্ডলিক সদস্য পদের নীতি নিয়ে বিবেচনা করা উচিত – তারা কোথায় থাকবে এবং কীভাবে নির্বাচনে অংশ নেবে।

• **দীর্ঘমেয়াদি সময়:** এটি আমার মত যে, ২০১৫ সালে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমাদের একটি দীর্ঘ নির্বাচনী সময় অর্থাৎ ৪-

৫ মাস দেয়া দরকার – এটি ভালো নয়। বিবিসিএস সংসদের সিদ্ধান্ত যে, **মনোনয়নের পূর্বে ব্যবস্থা যেটি ছিল – সেটি যথার্থ ছিল কি-না, এর উপকারিতা দীর্ঘ সময় বরাদ্দ করার মধ্য দিয়ে অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চয় এই পুরাতন পদ্ধতির জটিলতা, নতুন সংবিধান এবং পূর্বের নির্বাচন আচরণরবিধির একটি নতুন ও সহজ পদ্ধতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।** অবশেষে লোকদের দীর্ঘ নির্বাচনী সময় দেয়া রাজনীতি করার সুযোগ দানেরই মতো। কিন্তু বিবিসিএস বা এবিসিএস-কে কার্যকর মণ্ডলীতে পরিণত করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

আমি বিবিসিএস পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে বিশ্বাস করি এবং আমি আমার উদ্দেশ্য অনুভব করতে পারি। বিশেষ করে আমার হাত এই বিষয়ের ওপর স্পর্শকাতর। বোধ হয় আপনারা আমার সাথে এই নির্বাচনের বিষয়ে একমত হবেন না। হয়ত বা আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে আরো অনেক বিষয় যোগ হতে পারে। যদি আমাদের বিবিসিএস পরিবারে গঠনমূলক মতামত, প্রার্থনাপূর্ণ অনুধ্যান অনুসরণ করা হয়, তাহলে সংস্কার, পুনর্গঠন শাস্ত্রীয় মূল্যবোধ সম্ভব, যা জীবনদাতা প্রভু আমাদের নিরাময় করতে পারেন। এ বিষয়ে সঠিক খ্রীষ্টের মতো খুঁজে পেতে বিশেষ করে আমাদের বিবিসিএস, এবিসিএস এবং ৩৬০টি স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে এবং যিনি আমাদের এই সাহসী হিসেবে গড়ে তুলবেন (মথি ১৬:১৮) তিনি তার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং ভালোবাসা থেকে তা করতে পারেন।

প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন

রেভা. সামূয়েল স্ট্রাউস

পালক সম্মাননা-২০১৪

খ্রীষ্টধর্ম পরিচর্যার মহান ব্রত পালনের উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দুঃখ-যন্ত্রণায় বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন – সেই ধর্মভীরু পালকদের কোনো আর্থিক সাহায্য বা সনদপত্র দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না, উচিতও নয়। আর্থিকভাবে অনুন্নত এবং তৃণমুল পর্যায়ে কর্মরত পালকদের অবদানের বিষয়টি কখনোই অস্বীকার করা যাবে না। আর তাই খ্রীষ্টধর্ম ও মণ্ডলীর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা ও পরিচর্যার স্বীকৃতি দেয়ার চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব। তাঁদের প্রভুর কাজে উৎসাহিত করা, তাঁদের কাজের মুল্যায়ন ও স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে সংঘের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত মাইকেল সুশীল অধিকারীর প্রচেষ্টা ও নিরলস প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল প্রণিধানযোগ্য। খ্রীষ্টিয়ান সমাজের অর্থনৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি ও তা লালন করাই ছিল তাঁর দর্শন। তাঁর প্রেরণাতেই বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ মণ্ডলী-পর্যায়ে কর্মরত পালকদের আত্মিক উন্নয়নে উৎসাহ দান এবং তাদের কাজের স্বীকৃতির জন্য প্রয়াস চালিয়ে আসছে।

আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, সংঘ পাষ্টরস এন্ড স্টুডেন্টস ফান্ড ৫টি আলাদা ফান্ডের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন: (১) মাইকেল সুশীল অধিকারী মেমোরিয়াল ফান্ড (২) সুশান্ত অধিকারী ষ্টুডেন্ট এডুকেশন ফান্ড (৩) হেমনলিনী স্কলারশীপ ফান্ড (৪) মরিয়ম মেমোরিয়াল এডুকেশন ফান্ড এবং (৫) খ্রীষ্টিনা সুমিত্রা বিশ্বাস দশমাংশ ফান্ড। পালকদের খ্রীষ্টিয় পরিচর্যার স্বীকৃতি এবং তাদের পালকীয় কর্মকাণ্ডে আরো বেশি করে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় "মাইকেল সুশীল অধিকারী মেমোরিয়াল ফান্ড"। এ ফান্ড গঠন করা হয়েছে স্বর্গীয় মাইকেল সুশীল অধিকারীর পরিবার হতে প্রাপ্ত ছয় (৬) লাখ টাকা দিয়ে।

২০০৩ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর আঞ্চলিক সংঘের মনোনীত পালকদেরকে তাঁদের পালকীয় জীবন, কাজ ও অবদানের জন্য "মাইকেল সুশীল অধিকারী মেমোরিয়াল ফান্ডে"র প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে উৎসাহ-অনুদান ও সম্মাননা সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৪ সালে দ্বাদশ বারের মতো "মাইকেল সুশীল অধিকারী মেমোরিয়াল ফান্ড" থেকে বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের সাত (০৭) জন পালককে সম্মাননা প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ বছরে যারা মনোনীত হয়েছেন – তাঁরা হচ্ছেন – পাষ্টর শ্যামল মুর্মু, দিনাজপুর এবিসিএস; রেভা. মাইকেল সুবোধ বৈদ্য, গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস; পাষ্টর সিমলিন বম, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবিসিএস; রেভা. প্রদীপ রত্ন, রংপুর এবিসিএস; রেভা. যোহন কর্মকার, ঢাকা এবিসিএস; রেভা. বিপুল অধিকারী, বরিশাল এবিসিএস; পাষ্টর জোকোস মন্ডল, খুলনা এবিসিএস। এছাড়াও "খ্রীষ্টিনা সুমিত্রা বিশ্বাস দশমাংশ ফান্ড" থেকে পালক প্রধান হিসেবে রেভা. সুশান্ত বৈরাগীকে এ বছর প্রভুর পক্ষে পরিচর্যার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

এ পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হলো, যাতে এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার সূত্র হিসেবে কাজ করে। এই একনিষ্ঠ, সৎ, ধর্মভীরু, মণ্ডলী পর্যায়ে কর্মরত পালকদের জীবনযাত্রা ও কর্মকাণ্ড হতে, তাঁরা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে প্রভু যীশুর নির্দেশিত পথে চলার সাহস, শক্তি ও তাৎপর্য খুঁজে পান।

প্রয়াত মাইকেল সুশীল অধিকারী তাঁর কর্মময় জীবনে খ্রীষ্টের আদর্শকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে এ সমাজকে একটি সম্মানিত স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আমরা যদি তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনের সামান্যতম মর্যাদাও দিতে পারি, তাহলেই তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

যারা এ ফান্ড পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ পুস্তিকাটি প্রকাশে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। কোনো ক্ষেত্রে কোনো ভুল-ত্রুটি বা অপূর্ণতা যদি থেকে থাকে, তা মার্জনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

খ্রীষ্টফার অধিকারী
কনভেনর, সংঘ পাষ্টরস এন্ড ষ্টুডেন্ট ফান্ড
বিবিসিএস

পালক প্রধান হিসেবে বিশেষ সম্মাননা
খ্রীষ্টিনা সুমিত্রা বিশ্বাস দশমাংশ ফান্ড

রেভারেন্ড সুশান্ত বৈরাগী
খুলনা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

আমি রেভারেন্ড সুশান্ত বৈরাগী, পিতা: স্বর্গীয় সুকুমার বৈরাগী, মাতা: মিসেস পুতুল বৈরাগী। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম আটাশী বাড়ী, ডাকঘর: বুরুয়াবাড়ী, থানা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘর: আমগ্রাম, উপজেলা: রাজৈর জেলা: মাদারীপুর। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ সালে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম। যদিও আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন তথাচ তার উপার্জিত আয়ে আমাদের ৫ ভাই-বোনসহ মোট ৮ জন সদস্য-সদস্যার ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার খরচ বহন করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। তাই ভাই বোনদের ও আমার পড়া লেখার খরচ এবং সংসার চালানোর জন্য বাবাকে সাহায্য করতে ছোটবেলা থেকেই, পড়ালেখার ফাঁকে-ফাঁকে অর্থ উপার্জনের নানা ধরনের কাজ করতে হতো।

শিশু শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত নারিকেল বাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে, চতুর্থ থেকে এসএসসি পাশ করি ডগলাস মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, বুরুয়াবাড়ী থেকে। পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে আর পড়ালেখা চালিয়ে রাখতে না পেরে ঢাকায় চলে আসি এবং বাংলাদেশ এভরিহোম কন্ট্রাক্টে ৪৭৫ টাকা বেতনে সুসমাচার পুস্তিকা বিতরণের কাজ পাই। আর এভাবেই আমার কর্মজীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এইচএসসি এবং ২০১৫ সালে বিএ পাশ করি।

আমি লক্ষ করেছি, আমার পরিবারের সকলেই শত অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা। আমার ঠাকুরমা প্রতি রবিবার আমাদের সকল ভাই-বোনকে উপাসনায় ও সান্ডেস্কুলে নিয়ে যেতেন। আমার বাবা সমাজে একজন অতি সাধারণ মানুষ হলেও তিনি প্রার্থনাশীল লোক ছিলেন। বাবা সব সময় চোখের জলে প্রার্থনায় ঈশ্বরকে বলতেন, "হে ঈশ্বর, এ জগতে বেঁচে-থাকা ও সংসার চালানোর জন্য আমাকে কত কষ্ট দুঃখভোগ করতে হচ্ছে, কঠোর পরিশ্রম, অতি দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে, তুমি যে সন্তান আমাকে দিয়েছ – তাদের যেন এ রকম কষ্ট-দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবন চালাতে না হয়।" আমি কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আমার বাবার প্রার্থনায় ঈশ্বর আমাদের ভাই-বোন সকলকে খুব ভালো রেখেছেন, এবং আমাকে তার রাজদূতের কর্মে আহ্বান ও ব্যবহার করে চলেছেন। আমি খুব অল্প বয়সে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাসে পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করে জলে অবগাহিত হয়েছি এবং স্থানীয় মণ্ডলী, সান্ডেস্কুল, যুব সমিতি এবং মাণ্ডলিক সকল প্রকার কার্যক্রমে সব সময় সম্পৃক্ত থেকেছি।

আমি ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ সালে আমগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় সারদা কান্ত দাস, যিনি আমগ্রাম ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে প্রভুর পক্ষে ৪০ বছর মণ্ডলীতে সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করেছেন, তার কনিষ্ঠা কন্যা নিরুপমা দাসের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। ১৯৮৯ সালে আমি শেড বোর্ড পরিচালিত প্রি-প্রাইমারী বাইবেল স্কুলে ৮০০ টাকা বেতনে শিক্ষক হিসেবে আমগ্রামে যোগদান করি। আমার স্ত্রী পূর্ব থেকেই আমগ্রাম স্কুলে শিক্ষিকা ছিলেন। এ সময় থেকেই আমগ্রাম চার্চের বিভিন্ন পরিচর্যাকাজে সম্পৃক্ত, যেমন – পারিবারিক উপাসনায় প্রভুর বাক্যের পরিচর্যা, পারিবারিক প্রার্থনা সভা পরিচালনা, সান্ডে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেয়া, চার্চের যুবক-যুবতীদের উদ্বুদ্ধ করে ১৯৮৯ সালে চার্চের প্রথম যুব সংগঠন "আমগ্রাম আদর্শ যুব সংগঠন" গঠন করি এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত যুব সংগঠনের নেতৃত্ব দান করি, যার কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বর্তমান যুবক-যুবতীরা পরিচালনা করছে। স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের বই পড়ার প্রতি আরো আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে আলবার্ট এ. গোলদারের নেতৃত্বে "সুস্মিতা পাঠাগার" নামে একটি লাইব্রেরি চার্চ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান উপলক্ষে "সান রাইজ" প্রোগ্রাম আন্তঃমাণ্ডলিকভাবে সকল বিশ্বাসীদের নিয়ে ১৯৯৬ সালে প্রথম শুরু করি, যা এখন আরো ব্যাপকভাবে প্রতিবছর উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এটি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারে (বহিঃপ্রচারে) ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। আমি লক্ষ করেছি, চার্চের অধিকাংশ পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র, ভূমিহীন, মৎস্যধারী এবং দিনমজুর, তাই তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে তাদের সামান্য আয়ের মধ্য থেকে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে-তোলার জন্য অনেককে উদ্বুদ্ধ করি। তারই ধারাবাহিকতায় ২৮ অক্টোবর ২০০০ ইং তারিখে ৩২ জন সদস্য-সদস্যা নিয়ে "আমগ্রাম ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ ক্রেডিট ইউনিয়ন" নামে একটি সংগঠন শুরু করি, যার বর্তমান সদস্য-সদস্যা ২৪৯ জন। আমগ্রাম ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে ২০০০-২০১৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছি। এছাড়া গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের যুব কার্যক্রম "ওয়াইআরসি"র কমিটির সদস্য হিসেবে যুব কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান করেছি। শেড বোর্ড পরিচালিত প্রি-স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা স্বামী-স্ত্রী

দুজনেই বেকার হয়ে পড়লাম। তখন সামান্য বেতনে গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় চাকুরি পাই। সারা দিন বাইসাইকেল চালিয়ে ফিল্ডে কাজ করতে হতো। তাই অতিরিক্ত পরিশ্রমে চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

আমার পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস-এর তৎকালীন নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিবর্গ (মি. নবীন চন্দ্র রত্ন, মি. গিলবার্ট বিনিময় সরকার, রেভা. নির্মল বল) আমাকে পালকীয় প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও পালকীয় পরিচর্যা করার সুযোগ প্রদান করেন। আমি তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণপূর্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই পালকীয় পরিচর্যার কাজ করতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। যেমন – আমি গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস-এর অন্তর্গত হিজল বাড়ী, বৈকণ্ঠপুর, চরমুগুরিয়া, আমগ্রাম, কলিগ্রাম, বানিয়ারচর ও চকসিং চার্চে পরিচর্যা করেছি। এই চার্চগুলোতে পরিচর্যা করতে গিয়ে বিশেষ করে বাঘিয়া বিলের মাঝখানে অবস্থিত বৈকণ্ঠপুর চার্চ। সেখানে যেতে হলে কাদা-জল না মাড়িয়ে যাওয়া যেত না, তবুও আমি মাসে ১/২ বার যেতাম এবং সেখানে প্রায় ২ বছর যাবৎ পরিচর্যার কাজ করি। ওখানের চার্চ সদস্য মি. ফটিক ফলিয়ার ঘরে আমরা উপাসনা করতাম, কারণ সবাই মেথোডিষ্ট চার্চের সদস্য হয়ে গিয়েছিল পরিচর্যার অভাবে। আমরা চোখের জলে প্রার্থনা করতাম, প্রভু, সকল বিশ্বাসী যেন আবার ফিরে আসে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক বছরের মধ্যে সকল বিশ্বাসীসহ মেথোডিষ্ট চার্চের পালকও আমাদের চার্চে ফিরে আসেন। ধন্য প্রভুর নাম, তিনি এখন উল্লিখিত এবিসিএস-এ পালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

২২ মার্চ, ১৯৯৮ সালে বরিশাল ও গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস-এর যৌথ বড় সভায় নাঘির পার ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে স্পেশাল কমিশন লাভ করি। ওই সময় আমার সঙ্গে যারা কমিশন পান – মি. যোষেফ সরকার, মি. সুবাস অধিকারী, মি. বিধির কুমার বৈরাগী। পরিচর্যাকাজের সাথে সাথে রেভা. নির্মল বল মহাশয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনায় এবং তার পরিচালনায় আমি সিসিটিবি থেকে টিইই, ডিপ্লোমা অফ খ্রীষ্টিয়ান মিনিস্ট্রি, ডিপ্লোমা অফ থিওলজি কোর্স সম্পন্ন করি। ২০০৩ সালে আমি বিটিএইচ কোর্স সম্পন্ন করি এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। বিবিসিএস-এর পালক সম্মেলনের সময় ২০০৩ সালের ১৩ নভেম্বর আমি পূর্ণ অভিষেক লাভ করি। এ সময় যারা পূর্ণ অভিষেক পান, তারা হলেন – রেভা. এলিয় বৈদ্য, রেভা. অরবিন্দ সরকার, রেভা. রোনাল্ড দিলীপ সরকার, রেভা. শংকর হাজরা, রেভা. পিটার মজুমদার, রেভা. মিল্টন বিশ্বাস, রেভা. জেমস সুজয় সিংহ প্রমুখ। ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে পালক হিসেবে কাজ করি। আমি তিন বছর যাবৎ রাজাসন, আইঠর, মুগুরীখোলা, বারিধারা, নারায়ণগঞ্জ চার্চে বিশ্বস্তভাবে পরিচর্যার কাজ করি। ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি আমাকে কেন্দ্রীয় পালক হিসেবে গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস-এ বদলি করা হয়, সেখানে তিন বছর পরিচর্যার কাজ করার পরে অর্থাৎ ২০১০ সালে সংঘ আমাকে ভারপ্রাপ্ত পালক প্রধান হিসেবে রংপুর এবিসিএস-এ বদলি করে। রংপুর এবিসিএস-এ ১ বছর কাজ করার পর পালক প্রধান হিসেবে ঢাকা এবিসিএস-এ যোগ দিই এবং সাড়ে তিন বছর কাজ করি। এ সময় আমাকে ঢাকা এবিসিএস-এর সভাপতি (মি. সুখলাল হালদার) এবং কার্যনির্বাহি পরিষদের সদস্যগণ যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করেছেন – আমি তাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সেখানে উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে দুটি নতুন মণ্ডলী স্থাপন (উত্তরা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ ও কমলাপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ) এবং রাজাশন ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের জন্য পাঁচ শতক জমি ক্রয়। মিরপুর ও নারায়ণগঞ্জ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে (রেভা. প্রিন্স কিরন বাইন ও শশাংক বাগচী) দুজন পালক নিয়োগ দেয়া হয়। ঢাকা এবিসিএস-কে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে এবিসিএস-এর অফিসগৃহ সংস্কার ও দোতলা সম্প্রসারণ করে ভাড়া দেয়া হয়েছে। ওই সময় পালক প্রধানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেড় বছর বিনা পারিশ্রমিকে সদরঘাট "বিবিসিএস হোষ্টেল"-এর হোস্টেল সুপারের দায়িত্ব পালন করেছি। একই সাথে বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের পালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছি। অতঃপর ২০১৪ সালের ১ জুন সংঘ কর্তৃক বদলি হয়ে খুলনা এবিসিএস-এ সেবক হিসেবে কর্মরত আছি।

১৯৯১ সালের ৪ অক্টোবর প্রভু আমাদের একটি পুত্র স্তান দেন, কিন্তু চার দিন বয়সে সন্তানটি মারা যায়। অতঃপর ১৯৯৫ সালে প্রভু একটি কন্যাসন্তান দান করেন। মেয়েটি এইচএসসি পাশ করেছে, তার বিবাহ দিয়েছি ও সে এখনো পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার স্ত্রী একজন অত্যন্ত প্রার্থনাশীল মহিলা এবং চার্চের পরিচারিকা। আমার দীর্ঘ আঠারো বছর পালকীয় জীবনের নানাবিধ বিরূপ পরিস্থিতি, সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনে সব সময় সে আমাকে তার ঐকান্তিক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

পরিশেষে, পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ আমাকে সারের ঢিবি থেকে তুলে এনে কুলিনদের আসনে বসিয়েছেন এবং তারই সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি সকলের প্রার্থনা ও আশীর্বাদ চাই, যেন বিশ্বস্তভাবে তাঁর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে পারি। ইম্মানূয়েল!

মাইকেল সুশীল অধিকারী মেমোরিয়াল ফান্ড থেকে সম্মাননা প্রাপ্ত পালকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

রেভারেন্ড যোহন কর্মকার

ঢাকা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

আমি রেভারেন্ড যোহন কর্মকার, পিতা: মি. সুরেন্দ্র নাথ কর্মকার, মাতা: মিসেস নীলিমা কর্মকার, গ্রাম ও ডাকঘর: ধানডোবা, থানা: গৌরনদী, জেলা: বরিশাল। ১৯৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করি। ৮ ভাই-বোনের মধ্যে আমি পিতা-মাতার ৫ম সন্তান। আমার ছেলে অ্যারিয়ান অংকন কর্মকার ৮ম শ্রেণিতে জিপিএ-৫ পেয়ে চলতি বছর তেজগাঁও সরকারি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে এবং মেয়ে খ্রীষ্টিনা অদ্রি কর্মকার উইলিয়াম কেরী স্কুলে কেজি শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। আমার স্ত্রী মিসেস সুচিত্রা কর্মকার ছোলমাইদ উচ্চ বিদ্যালয়, ভাটারা, গুলশানে শিক্ষিকা পদে কর্মরত। তিনি ধর্মতত্ত্বে ডিপ্লোমাসহ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এম.এ. ও এম.এড. সম্পন্ন করেছেন।

আমি ধর্মতত্ত্বে এম.ডিভ. ডিগ্রিতে অধ্যয়নরত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এম.কম. সম্পন্ন করি। মহাখালী ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ ও বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, ইন্দিরা রোড, ঢাকায় পালকীয় পরিচর্যাসহ বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘে "সহ-সাধারণ সম্পাদক" পদে পরিচর্যা করছি।

আমার পালকীয় পরিচর্যার আহ্বানের কথা বলতে উল্লেখ করতে হয়, "বস্তুতঃ তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে" (গীতসংহিতা ১৩৯:১৩ পদ)। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আমার পালকীয় কাজের আহ্বান ঈশ্বর হতে এবং তা তিনি নিরূপিত সময়েই রচনা করেছিলেন। তাই ঈশ্বর ও মণ্ডলীর ভালোবাসাকেই আমি এক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিতে চাই। পরিচর্যাক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা, সততা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাই আমার বড় চ্যালেঞ্জ। যতদিন ঈশ্বর আমাকে তাঁর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চান, ততদিন আমি বিনম্রতায় ব্যবহৃত হতে চাই। আমি মনে করি, কঠোর পরিশ্রম ও ভালো কাজ করার আকাঙ্ক্ষা থাকলে একজন মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহে এগিয়ে যেতে পারে। আমি এই বিষয়গুলোই অনুসরণ করতে চাই।" ধন্যবাদ।

পাষ্টর শ্যামল মুরমু

দিনাজপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

আমি পাষ্টর শ্যামল মুরমু, পিতা: বাবু রাম মুরমু, মাতা: হোপনী টুডু, গ্রাম: বড় পাদুমপুর, ডাকঘর: ইসলামপুর, থানা: নবাবগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর। আমার জন্ম ২১ নভেম্বর, ১৯৭৫ সাল। আমি ১৯৯১ সালে রঘুনাথপুর হাই স্কুল থেকে বাণিজ্য বিভাগে এসএসসি পাশ করেছি। ১৯৯৪ সালের ২৮ জুন আমি প্রভুকে গ্রহণ করি। আমি ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ঢাকা শালোম মেথোডিষ্ট চার্চে থিওলজি কোর্স সম্পন্ন করেছি। ১৯৯৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সুখিনা মার্ডির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। আমার তিন ছেলে – হৃদয়, সাইমন, দুর্জয় – সবাই স্কুলে লেখাপড়া করে। মহান ঈশ্বরের কৃপায় আমার স্ত্রী (সুখিনা মার্ডি) দিনাজপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের অন্তর্গত নবাবগঞ্জ, ফুলবাড়ী ও বিরামপুর এলাকার মহিলা কর্মী হিসেবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করে আসছে। আমি ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ডিপ্লোমা অফ খ্রীষ্টিয়ান মিনিষ্ট্রি কোর্স সম্পন্ন করি এবং ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সালে ডিপ্লোমা অফ থিওলজি কোর্স সম্পন্ন করি। অতঃপর বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির অ্যাডভান্স লিটারেচার ও মুক্তির পথ ক্যাসেট সিরিজের মাধ্যমে নিজ মণ্ডলীর সদস্যদের শিক্ষা দিই। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট থিওলজিক্যাল অ্যাকাডেমি থেকে এক মাসের বেসিক থিওলজি ট্রেনিং কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করি। শত কষ্টের মধ্যেও পরিবারের সবাইকে নিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ভালো আছি ও প্রভুর পক্ষে কাজ করে যাচ্ছি, ইম্মানূয়েল...

পাষ্টর সিমলিন বম

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

আমি পাষ্টর সিমলিন বম, পিতা: স্বর্গীয় সুনচেত্ত বম, মাতা: চিরেতিলং বম, গ্রাম: শ্যারণ পাড়া, উপজেলা ও জেলা: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। আমি ১৯৪৭ সালের ৩ আগস্ট জন্মগ্রহণ করি। ১৯৭৩ সালের ২১ নভেম্বর সমনেম বমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের সাত ছেলে ও দুই মেয়ে। ১৯৭৩ সালের ২১ নভেম্বর আমার জীবনের ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রভুকে গ্রহণ করি। আমাদের শ্যারণ পাড়া মণ্ডলী ২০০০ ইং সালে চার্চ এলডারের দায়িত্ব দেন এবং আমি বিশ্বস্তভাবে তিন বছর পরিচর্যা করতে চেষ্টা করি। ২০০৩ সালে আমি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবিসিএস-এর মাধ্যমে পালকীয় পরিচর্যার কাজ শুরু করি। আমার এরিয়া ছিল বান্দরবান জেলার আলীকদম এলাকার চারটি মণ্ডলী। বর্তমানে আমি শ্যারণ পাড়া, গেৎশিমানী পাড়া ও ফারুক পাড়া – এই তিনটি চার্চে পরিচর্যা করে আসছি। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমার পরিবার পরিচালনার জন্য ছেলে-মেয়েরা ও তিনটি চার্চ নিয়মিতভাবে আর্থিকভাবে সাহায্য করে আসছেন। আমি এদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে আঞ্চলিক চার্চ সংঘের কাছে ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১৯৮৮ সালে কয়েকজন আর্মি অফিসার এসে আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কোনো মামলা ছাড়াই আমাকে কারাবরণ করতে হয়। জেলখানায় শুরু হয় কষ্টের জীবন। সিদ্ধান্ত নিলাম, উপবাস ও প্রার্থনা করবো, যেন ঈশ্বর আমার প্রার্থনার উত্তর দেন। উপবাস শুরু করলে জেলখানায় কর্তব্যরত প্রশাসন বিষয়টি জেনে আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কেন উপবাস করছ? আমি সাহসের সঙ্গে তাদের বললাম, আমাকে কেন জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছে? আমার অপরাধ কী? আর যদি অপরাধ থাকে, তাহলে আমার বিরুদ্ধে মামলা দিন। আমার অপরাধের কথা না বললে আমি কিছুই খাব না। ওইদিন জোর করে আমাকে খাবার খাইয়ে দেয়। এর পরেও আমি উপবাস করি ও বাথরুমে গিয়ে প্রার্থনা চালিয়ে যাই, কারণ অন্যান্য কয়েদিরাও আমাকে প্রার্থনার সময় বিরক্ত করত। তাই গোপনে প্রার্থনা করতাম। দিনের পর দিন আমার শরীর দুর্বল হতে লাগলো, একদিন লেট্রিনে গিয়ে প্রার্থনা করতে-করতে পড়ে যাই এবং ঈশ্বরের দর্শন পাই। পিতা ঈশ্বর আমাকে শক্তি দেন এবং আমি উঠে দাঁড়াই। সে সময় আমার প্রার্থনা ছিল, আমি যেন এক মাসের মধ্যে জেল থেকে মুক্তি পাই। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনলেন এবং আমি কারামুক্ত হই। এই ঘটনাই আমার জীবনকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি এবং তাঁর ওপর নির্ভর করে বিশ্বস্তভাবে চার্চের পরিচর্যার কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমার জন্য সকলে প্রার্থনা করবেন। ইম্মানূয়েল।

রেভারেন্ড প্রদীপ রত্ন

রংপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

আমি গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানার কলিগ্রাম নিবাসী মি. নিত্যানন্দ রত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র রেভা. প্রদীপ রত্ন, মাতা-মিসেস কাঞ্চন রত্ন। আমি ৯ জুলাই ১৯৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করি। ছোটবেলা থেকে স্কুলে যাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত সান্ডেস্কুলে যেতাম। আমি চার্চের যুব কমিটির সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। ১৯৯৪ সালের ২০ মে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি। আমি কলিগ্রাম পিবি স্কুল এবং মনিমোহন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শেষ করি। বর্তমানে আমি উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত। ২০০৫ সালে আমি সিডিসি-তে ধর্মতত্ত্বে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করি। পরবর্তীতে সিসিটিবি থেকে ডিপ.সিএম. ও ডিপ.টিএইচ এবং ২০১০ সালে বিবিসিএস-এর অর্থায়নে বিটিএইচ ডিগ্রি লাভ করি।

১৯৯৯ সালের ৩০ আগস্ট কলিগ্রাম নিবাসী বিজয় এবং সোনা বৈরাগীর কনিষ্ঠা কন্যা গ্লোরিয়া রত্নের সঙ্গে বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হই। সদাপ্রভু ঈশ্বর দুই কন্যা ও এক পুত্রসন্তান আমাদের কোলে উপহার দিয়েছেন। আমার স্ত্রী পারিবারিক, মাণ্ডলিক ও প্রভুর পক্ষে প্রচারকাজে প্রাণপণ সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করছেন।

আমি ১৯৯৯ সালে প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিএলবি'র মাধ্যমে লৌহজং বিক্রমপুর এলাকায় প্রচারকাজ শুরু করি। অতঃপর ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে ২০০৬ সালে প্রচারক হিসেবে যোগ দিই এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে প্রভুর পক্ষে দৃঢ়তা সহকারে সাক্ষ্য বহন করি। ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় সপরিবারে অবস্থান করে বগুড়া, বনারপাড়া এবং গোবিন্দগঞ্জের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রভুর পক্ষে বিশ্বস্তভাবে প্রচারকাজ করে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমি রংপুর এবিসিএস-এর আওতাধীন একাধিক চার্চকে পরিচর্যা করে থাকি। আমি কাজের প্রতি যেমন বিশ্বস্ত, তেমনি পারিবারিক জীবনে, নৈতিক জীবনে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায়ও বিশ্বস্ত। আমি সর্বদা স্বচ্ছ ও বিনম্রতায় প্রভুর পক্ষে সেবা করতে চাই। ইম্মানূয়েল...

রেভারেন্ড বিপুল অধিকারী

বরিশাল আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

আমি রেভা. বিপুল অধিকারী। আমার জন্ম ১৯৬১ সালের ১১ এপ্রিল কাঠিরা গ্রামে। আমার পিতা মৃত জুনস চন্দ্র অধিকারী, মাতা: মৃত উষা অধিকারী। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: কাঠিরা, উপজেলা: আগৈলঝাড়া, জেলা: বরিশাল। আমি চার ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয়। আমি কাঠিরা মিশন স্কুলে শিশু শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করি, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ঘোড়ারপাড় দিপ্তীভবন বিদ্যালয়ে, ৬ষ্ঠ থেকে এসএসসি পর্যন্ত আগৈলঝাড়া ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমিতে এবং বাংলাদেশ মহাবিদ্যালয় আগৈলঝাড়া থেকে ১৯৮১ সালে এইচএসসি পাশ করি।

আমার কর্মজীবন শুরু খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে। ইলেকট্রিক্যালের ওপর ছয় মাসের ট্রেড কোর্স সম্পন্ন করে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হিসেবে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত কনট্রাক্টে কাজ করি। ১৯৮৫ সালে শেড বোর্ড পরিচালিত ইন্দুরকানি সিডি প্রজেক্টে ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। এখান থেকেই আমি সমাজ ও মণ্ডলীতে কাজ করার সুযোগ পাই ও কাজ শুরু করি। অতঃপর ১৯৯৩ সালে এই কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ঢাকায় বিভিন্ন কাজ করি। ১৯৯৫ সালে আমি আবার গ্রামে ফিরে আসি ও কাঠিরা ক্লিনিকে কাজ শুরু করি। এসময় আমার মণ্ডলীতে কাজ করার সুযোগ হয়। ১৯৯৮ সালে বিডিপি নামক সংস্থায় যোগ দিয়ে আজ পর্যন্ত কাজ করছি এবং সমাজ ও মণ্ডলীতে বিনা পারিশ্রমিকে প্রভুর পক্ষে কাজ করে চলছি।

ছোটবেলায় আমরা সপরিবারে সহভাগিতা মণ্ডলীতে ছিলাম। সেখানে সান্ডেস্কুল ও বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নিয়মিত যাওয়া-আসায় ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জন্মে। এছাড়া সকাল ও সন্ধ্যায় বাবা-মাকে গান-প্রার্থনা করতে দেখতাম এবং নিয়মিত পারিবারিক গান-প্রার্থনায় যোগ না দিলে রাতে খাবার দেয়া হতো না। যদি মা চুপিসারে খেতে দিতো, তখন খাওয়া হতো। এভাবে চলতে-চলতে এমন অভ্যাস গড়ে উঠলো যে, সকালে প্রার্থনা বাইবেল পাঠ না করে আমি জলও স্পর্শ করতাম না। ১৯৭১ সালে আমরা বিবিসিএস-এ যোগ দিই। ১৯৯৮ সালে বিডিপিতে যোগদানের পর রেভা. জন সাগর কর্মকার, মি. দানিয়েল জয়ধর, মি. যোষেফ বিশ্বাসসহ বিভিন্ন লোকের সহযোগিতায় থিওলজি পড়াশোনা আরম্ভ করি এবং ২০০৬ সালে ডিপ্লোমা ইন থিওলজি পাশ করি। এর পর ২০০৪ সালে স্পেশাল কমিশন পাই। ২০০৯ সালে ১০০তম বড়সভায় পূর্ণ অভিষেক লাভ করি। আমার মনে হয়, বাবা-মা'র একনিষ্ঠ প্রার্থনাই আমাকে প্রভুর পক্ষে কাজ করার জন্য মনোনীত করেছেন। ইম্মানূয়েল।

রেভারেন্ড মাইকেল সুবোধ বৈদ্য

গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

আমি মাইকেল সুবোধ বৈদ্য। পিতা: মৃত গোপাল চন্দ্র বৈদ্য; মাতা: মৃত সুবর্ণ বৈদ্য। স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+ডাক: চরমুগুরিয়া, থানা+জেলা: মাদারীপুর। আমি চরমুগুরিয়া ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের একজন সদস্য। আমার জন্ম ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ খ্রী:। আমি ১৯৮৬ সালে মানবিক বিভাগ হতে এসএসসি পাশ করি। ১৯৮৭ সাল থেকে শেড বোর্ড পরিচালিত প্রাইমারি বাইবেল স্কুলে ১২ বছর প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সততার সাথে বিভিন্ন মণ্ডলীতে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রভুর বাক্যের পরিচর্যার কাজ করেছি। ২০০১ সালে আমি রাত্রে প্রার্থনা করছি আর প্রভু যীশুর কথা শুনতে পাই, যীশু বলেন, "যাচঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়, আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে" (মথি ৭:৭-৮ পদ)। এ সময় থেকে প্রভুর সুসমাচারের জন্য বেশি সময় দিতে থাকি। কারণ তিনি আমার জীবনদাতা, মুক্তিদাতা প্রভু, যীশুর কাছে আছে পরিত্রাণ। আমি প্রথম প্রচারকাজ শুরু করি গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর, এবিসিএস-এর নিজ মণ্ডলীতে পরে রামশীল, নবগ্রাম, আমগ্রাম, হিজল বাড়ী এবং বানিয়ারচর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে। ২০১০ সালে আমি পূর্ণ অভিষেক পাই। পালকীয় পরিচর্যার কাজে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পাই রেভারেন্ড অসীম বাড়ৈ মহোদয়ের কাছ থেকে। আমি ২০০৬-২০১৪ সাল পর্যন্ত ১২টি পরিবার বিশিষ্ট বৈকণ্ঠপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে পরিচর্যার কাজ উদ্দীপনার সঙ্গে করেছি। এসব কার্যক্রমে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোকজনও অংশগ্রহণ করছে। সেখানে একটি গীর্জাঘর নির্মাণ করা হয়েছে এবং সুখে-দুঃখে সব সময় আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু তাদের চাহিদা বেশি থাকায় সন্তুষ্ট করতে পারি নি। অতঃপর বৈকণ্ঠপুর থেকে সরে এসে নবগ্রাম, আমগ্রাম, হিজল বাড়ী, চরমুগুরিয়া এবং বানিয়ারচর চার্চে পরিচর্যা করি। আমার স্ত্রীর নাম অবলা মাঝি, দুই ছেলে (জন সুব্রত, জন সুজয়) এক মেয়ে (আঁখি)। আমি বর্তমানে বাড়িতে থেকে মণ্ডলীগুলোর পরিচর্যার কাজ করছি, যেন বিশ্বস্তভাবে আজীবন প্রভুর পক্ষে কাজ করতে পারি, সকল বিশ্বাসী ভক্তদের কাছে আমার এই চাওয়া। ইম্মানূয়েল।

পাষ্টর জোকোস্ মন্ডল

খুলনা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

ধন্যবাদ অন্তর্যামী পিতা ঈশ্বরকে, যিনি আমাকে তার প্রচুর আশীর্বাদ ও দয়ায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরই জন্য আজ আমার গোটা সময় ও সমস্ত জীবন, মন এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে চলেছি। আমার জন্ম ১ মার্চ ১৯৬৯ সাল এবং বিয়ে হয় ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯৭ সালে যশোরে। প্রভুর পক্ষে পরিচর্যার কাজ করেছি প্রায় ১৮ বছর। তবে খুলনা এবিসিএস-এ কাজ করছি ২০০৭ সাল থেকে। এখন অবধি সকলের ভালোবাসায় প্রভুর প্রতি ও সংঘের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সম্মানী ভাতা পেয়ে নিজ দায়িত্ব বোধ থেকে এগিয়ে চলেছি মণ্ডলীর পরিচর্যায়। কয়েকজন মহৎ প্রাণ ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন খুলনা এবিসিএস-এর পরিচর্যার কাজে। আমার বাবার বাড়ি জলমা বটিয়াঘাটা। ছোটবেলা হাঁটি-হাঁটি – পা-পা করতে গিয়ে পুকুরে ডুবে যাই, মহান ঈশ্বর আমাকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়েছেন। পর পর কয়েকটি ভয়ানক মৃত্যুর হাত থেকে করুণানিধির ইচ্ছায় বেঁচে রয়েছি। এখনও প্রতিদিন যীশুর ক্রুশ কাঁধে নিয়ে মৃত্যুর উপত্যকা দিয়ে চলেছি। আমার মা ১৯৭৫ সালে মারা যাওয়ার পর আমার বাবা ৫ ভাইবোনকে ভালোবাসায়, স্নেহ ও যত্নে আগলে রেখেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের পর দীর্ঘদিন কয়লাঘাটা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের সেবা করেছেন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তৎকালে আমি চার্চে সান্ডেস্কুলের টিচার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই করেছি। আমি মি. বেনেডিক্ট অমলেন্দু বাড়ৈ মহাশয়ের বক্তব্যের সময় প্রভুর আহ্বান পাই এবং পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে গোপালগঞ্জে প্রভুকে পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করে অবগাহিত হই। মঙ্গলময় পিতা আমাকে পরবর্তীতে যেসব দায়িত্ব পালনে শক্তি যুগিয়েছেন – সেগুলো মূলত বহিঃপ্রচার, নিজ মণ্ডলীর সক্রিয় সেবক ও পরিচারক, চট্টগ্রামস্থ। সিয়োন ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের মিনিটস সম্পাদক, পরিচর্যা ও পরিচর্যাকারীর দায়িত্ব। বর্তমানে মাসে ৪টি চার্চে প্রভুর বাক্য নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি, সাথে-সাথে প্রভুর দয়ায় ঢাকা কোরিয়ান অফিসে, চট্টগ্রামে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাপ্টিষ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে, উইলিয়াম কেরী একাডেমিতে, খুলনায় হোম অফ জয় স্কুলে, বিশ্ব মুক্তিবাণী সংস্থায়, সুন্দরবন এডিপি-ওয়ার্ল্ড ভিশনে, সাউথ হেরাল্ড ও সেন্ট যোসেফ হাইস্কুলে দায়িত্ব পালন করছি।

আমার ঠাকুরদা স্বর্গীয় নগরবাসী মণ্ডল অন্য সম্প্রদায় থেকে এসেছিলেন। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভালোবাসায় সমৃদ্ধ বিবিসিএস-এর সকলকে। আমি ২০১৩ সালের ২১ জুন খুলনা বুড়িরডাঙ্গা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে অভিষেক পাই। সেখানে রেভা. মাইকেল কেসনার, খুলনা এবিসিএস ও বিবিসিএস-এর নেতৃবৃন্দসহ পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। আমি সাভারের সিসিটিবি থেকে টিইই কোর্স, Dip. CM & Dip.Th-এর কোর্সগুলো প্রায় শেষ করেছি। আমার বাবা প্রভুর পক্ষে কাজ করার জন্য আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন, এখনও রেভা. হেমন্ত চক্রবর্তী, আমার স্ত্রী মিসেস পূর্ণিমা মণ্ডল ও আমার ছেলে গারডন সজাগের দ্বারাও প্রভুর পক্ষে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর উৎসাহ পাচ্ছি।

ধন্যবাদ পরমাত্মাকে, তারই দয়ায় পেয়েছি আমার স্ত্রী ও সন্তানকে। আমার পালকীয় ত্যাগী জীবনকে বেগবান করতে তারা কষ্ট সহ্যসহ বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছে। চার্চের আত্মিক ও আর্থিক উন্নয়নে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি, যেমন – খ্রীষ্টভক্তদের পরিবার পরিদর্শন, অবসরে তাদের জন্য প্রার্থনা, প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী বিষয়ে ব্যাখ্যার মাধ্যমে, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী ও মহিলাদের উৎসাহ প্রদান, অসচেতনদের সচেতন করা, সান্ডেস্কুলে শিশুদের ও প্রাচীন-প্রাচীনাদের আত্মিক উন্নতিতে সহায়তা করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত। আমার ক্ষুদ্র জীবনে কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করে উত্তম-উত্তম বিষয়ে দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে মূল্য দিতে চেষ্টা করেছি। আমার স্বভাবে রয়েছে ধীরতা, স্পষ্টতা। অতি সাধারণ, কিন্তু মার্জিত সাদা পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করি। অভ্যাস বলতে সকালে ঘুম থেকে উঠে সপরিবারে বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করি। এটি আমার শ্রদ্ধেয়া স্বর্গীয় দিদিমার (নিভা ননী বিশ্বাস) ধর্মীয় জীবন দেখে শিক্ষা নেয়া। চার্চের বা পরিবারের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম খরচে কীভাবে কাজটি সুন্দরভাবে করা যায় – সেই চেষ্টা করি সবসময়।

সবার কাছে প্রার্থনা, আমি যেন শীঘ্রই বিটিএইচ পড়ার সুযোগ পাই। আমি আমার পরিবারসহ আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সকলের জন্য প্রার্থনা চাই। আমি প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন পদ, চাকুরি, মর্যাদা ছেড়ে তাঁরই কাজে নিয়োজিত রয়েছি, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরই ইচ্ছামতো চলতে মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছি। মাঝে-মাঝে শয়তানের শক্তি প্রবল হয়ে আমার জীবনে আকস্মিক বিপদ আনার চেষ্টা করেছে। এ সময় ঈশ্বরের বাক্য আমাকে সাহস ও শক্তি যোগায় পথ চলতে: "আমি কোনক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোনক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না" (ইব্রীয় ১৩:৫)। যারা পরম পিতার কথা, তাঁর সুসমাচার বিষয়ে কিছুই জানেন না – তাদের কাছে মুক্তিদাতা যীশুর কাহিনী বলতে আমার মন সুযোগ খোঁজে। আমার ভবিষ্যতে ইচ্ছা রয়েছে পরিচর্যারত মণ্ডলীগুলোতে অসুস্থ সমস্যাগ্রস্তদের নামের তালিকা তৈরি করে তাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা করা। এই কাজটি আমি বিগত মাসে শুরু করেছি। দ্বিতীয়ত, যুবকদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান করা; তৃতীয়ত, "একতা" কথাটির ওপর গান রচনা করা ও ধর্মীয় ম্যাগাজিনে শিক্ষামূলক লেখা দান করা। গানে-গানে লেখক নৃপাল চন্দ্র বিশ্বাসের সুরে সুর মিলিয়ে স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা রেখেছি – অনুগ্রহরূপ তৈলে আমারে, অভিষিক্ত কর নাথ, তোমার পবিত্র পরিচর্যায় থাকি যেন দিন ও রাত। ইম্মানূয়েল।

সুশান্ত অধিকারী অ্যাওয়ার্ড-২০১৪

জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা

আপনারা অবগত আছেন যে, "সংঘ পাষ্টরস্ এন্ড ষ্টুডেন্ট ফান্ড" সংঘের পালক ও ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে আর্থিক অনুদান ও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে। সংঘ পাষ্টরস এন্ড ষ্টুডেন্ট ফান্ড পাঁচটি (৫) ফান্ডের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন: (১) মাইকেল সুশীল অধিকারী মেমোরিয়াল ফান্ড, (২) সুশান্ত অধিকারী ষ্টুডেন্ট এডুকেশন ফান্ড, (৩) হেমনলিনী স্কলারশীপ ফান্ড, (৪) মরিয়ম মেমোরিয়াল এডুকেশন ফান্ড এবং (৫) খ্রীষ্টিনা সুমিত্রা বিশ্বাস দশমাংশ ফান্ড।

এই সকল ফান্ড থেকে ২০০৩ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পালকদের অ্যাওয়ার্ড ও সম্মাননা দেয়ার পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী ৩৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা সহায়তা, সার্টিফিকেট ও অ্যাওয়ার্ড বাবদ ৮,৪০,৮০০.০০ (আট লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত) টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক হোস্টেলের ২৬ জন ছাত্রকে এবং বালিকা হোস্টেলের ২৭ ছাত্রীকে প্রতি বছর ৩০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও (২০১৪ খ্রী:) সুশান্ত অধিকারী ষ্টুডেন্ট এডুকেশন ফান্ড, হেমনলিনী স্কলারশিপ ফান্ড ও মরিয়ম মেমোরিয়াল এডুকেশন ফান্ড থেকে সর্বোচ্চ নম্বর/জিপিও'র ভিত্তিতে জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার তিনটি বিভাগ থেকে সর্বমোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা করে অ্যাওয়ার্ড মানি, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে, যাদের তালিকা এখানে প্রদান করা হলো।

JSC Students

Name: **Arian Ankan Karmakar**, Father's Name: Rev. John S. Karmakar, ABCS: Dhaka, Result: GPA-5.

SSC Students

Name: **Duke Arup Bose**, Father's Name: Mr. Paul Bose, ABCS: Dhaka, Group: Business Studies, Result: GPA-5.

Name: **Alryma Sarker**, Father's Name: Mr. Albert David Sarker, ABCS: Jessore, Group: Science, Result: GPA-5 (Golden).

Name: **Michael Dutta**, Father's Name: Mr. Manuel Dutta, ABCS: Khulna, Group: Science, Result: GPA-5 (Golden).

Name: **Prince Hemel**, Father's Name: Mr. John Swapan Pandit, ABCS: Dhaka, Group: Science, Result: GPA-5.

Name: **Orin Das**, Father's Name: Mr. Bishawjit Das, ABCS: Gopalgonj-Madaripur, Group: Business Studies, Result: GPA- 5.

Name: **Bishawanath Kisku**, Father's Name: Mr. Gonesh Kisku, ABCS: Dinajpur, Group: Science, Result: GPA-5.

Name: **Alex Baroi**, Father's Name: Mr. John Dipty Baroi, ABCS: Barisal, Group: Science, Result: GPA-5.

Name: **Sushanto Boidya**, Father's Name: Mr. Elio Boidya, ABCS: Khulna, Group: Result: GPA-5 (Golden).

HSC Students

Name: **Monisha Baroi**, Father's Name: Mr. Sudhansu Baroi, ABCS: Dhaka, Group: Science, Result: GPA-5.

Name: **Prianka Barai**, Father's Name: Mr. Hebal Barai, ABCS: Gopalgonj-Madaripur, Group: Science, Result: GPA-5.

Name: **Anjela Mitu Baroi**, Father's Name: Mr. Issac Baroi, ABCS: Gopalgonj- Madaripur, Group: Business Studies, Result: GPA-5.

Name: **Nanci Jolly Bosu**, Father's Name: Mr. William Franchis Bosu, ABCS: Dhaka, Group: Business Studies, Result: GPA-5.

বিবিসিএস নির্বাচন-২০১৫
নির্বাচনের ফলাফল

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	জয়ন্ত অধিকারী
সহ-সভাপতি	:	উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার বাপ্পী

ঢাকা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	জন লিটন মুন্সী
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	আইজাক অধিকারী, জন সরকার, জেমস্ জগদীশ কর্মকার, জোয়ান্না বেবী সরকার, টমাস সিংহ
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	জন সরকার, জন স্বপন পন্ডিত, তাপস দাস, নিখিল গমেজ, মাইকেল অধিকারী, রনি সরকার, রিচার্ড গমেজ
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-সানি মল্লিক, মহিলা-দিপালী সিং, সান্ডেস্কুল-রূথ লিপি বাড়ৈ

যশোর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	রবিনসন আর বিশ্বাস
সহ-সভাপতি	:	সনজিত কুমার বিশ্বাস
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	মাইকেল সমর বিশ্বাস, স্বপন বিশ্বাস
কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ	:	অরবিন্দু বিশ্বাস, চিত্ত রঞ্জন মন্ডল, জন মহিতোষ বিশ্বাস, দিপক বিশ্বাস, দীপ্তিময় বৈদ্য, বিষ্ণু পদ বিশ্বাস, সুবাস বাড়ৈ
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-বিপ্লব বিশ্বাস, মহিলা-শেফালী বিশ্বাস, সান্ডেস্কুল-মারলিন জয়শ্রী বিশ্বাস

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	বিপ্লব মারমা
সহ-সভাপতি	:	সাংনল বম
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	চার্লস ডি. কে. বাড়ৈ, বিক্রম মারমা, মাসাংফু খিয়াং, রণজিত বাড়ৈ (কাঞ্চন)
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	জনি মারমা, থাংতে বম, দনওয়াই ম্রো, নূতন বিকাশ চাকমা, পিয়ার দাও লনচেও সুপর্ণা বাড়ৈ, সোহেল চাকমা
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-লাল অইসাং পাংখোয়া (রিপন), মহিলা-গোলাপী পাংখুয়া (খিয়াং), সান্ডেস্কুল-সুন্দর সিং চাকমা

রংপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	পাত্রাস মুর্মু
সহ-সভাপতি	:	প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	মানুয়েল সরেন, রূৎ টপ্য, শ্যামল মার্ডী
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	কায়সার হেম্ব্রম (পাল্টন), ফিলিপ মূর্মূ, মেরিনা সরেন, রবিন সরেন, লুইশ মুর্মু, বাবু লাল মাডি স্বপন সরেন
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-রোপিন মুর্মু, মহিলা-পুষ্পো লাকড়া, সান্ডেস্কুল-প্রমিলা হেম্ব্রম

গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	ডেভিড অধিকারী
সহ-সভাপতি	:	অসিত বৈরাগী
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	কল্পনা বাড়ৈ, গিলবার্ড বিনিময় সরকার, শিশির বাড়ৈ, সুভাষ চন্দ্র বৈদ্য, সমীর বৈদ্য
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	অধীর বাড়ৈ, আমোষ বাড়ৈ, প্রভুদান মৃধা, বাদল মধু, মার্ক শিকদার, রুবেন বৈদ্য, জন সমীরণ সরকার
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-লিপটন বৈরাগী, মহিলা-পাপড়ি সিংহ, সান্ডেস্কুল-জেমস বিলিয়ম মিত্র

খুলনা আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	তুষার দোবে (বাবলু)
সহ-সভাপতি	:	অমরীয় সরকার
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	লরেন্স সঞ্জয় চৌধুরী টিটু, পাথুয়েল সরকার (মাইকেল), জন ঘোষ বুলেট, গাব্রিয়েল ভূপাল মৃধা
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	মিথিলেশ বৈরাগী, রোল্যান্ড দোবে টাবলু, শেখর পাড়ই, সান্তনু বিশ্বাস (পেরস), সুদর্শন সরকার, সেলিনা পাটোয়ারী, প্রিন্স বিশ্বাস
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-জর্জ শ্যামুয়েল অধিকারী (পিন্টু), মহিলা-লীলা মৃধা, সান্ডেস্কুল-নয়েল সুমন ঘোষ

রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	বীথিকা বাড়ৈ
সহ-সভাপতি	:	শিরইল হাঁসদা
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	আগষ্টীনা বাস্কে, দাউদ টুডু, সুনিল হেম্ব্রম
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	আমিন কিস্কু, দাউদ মুর্মমু, বাসন্তী মার্ডি, বুধু সরেন, ভোলানাথ মুরর্মূ, মিলন মার্ডি, সুনিল হাঁসদা
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-মতিন মারর্ডি, মহিলা-আরতি মুর্মু, সান্ডেস্কুল-খ্রীষ্টিনা সরেন

দিনাজপুর আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	নির্ভয় দাস
সহ-সভাপতি	:	শিমন মার্ডী
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	পুষ্প রানী, বিমল রায়, বিজয় কুমার দাস, রেবেকা মার্ডি
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	এড. ডেভিড লিটন দাস, গোপীরাম মুর্মু, দিলিপ দাস, বিমল চন্দ্র বর্মন, যতিন বাস্কে, সুশান্ত কুমার রায়, সুরেন্দ্র নাথ সিং
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-কমলেশ হাঁসদা, মহিলা-রেখা রানী সিংহ, সান্ডেস্কুল-হারুন বিশ্বাস

বরিশাল আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	তপন কুমার বিশ্বাস
সহ-সভাপতি	:	মুনীম বাড়ৈ (যাকোব)
কাউন্সিলরবৃন্দ	:	সুধাংশু বোস, পিন্টু অধিকারী, মিল্টন বাড়ৈ, সমীর গাইন, শিপ্রা বৈরাগী (ঘরামী)
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	ইভেন সরকার, এডওয়ার্ড রবীন বল্লভ, টমাস বোস, পিটার পান্ডে, পংকজ জয়ধর, বাদলেন্দু কর্মকার (বাদল), সুবাস সমদ্দার
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-জন সরকার, মহিলা-দিপালী জয়ধর, সান্ডেস্কুল-যাকোব বাড়ৈ

বৃহত্তর ময়মনসিংহ আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘ

সভাপতি	:	মনতোষ রিছিল
সহ-সভাপতি	:	তুষার সাংমা
কাউন্সিলর	:	টমাস সাংমা
কার্যনির্বাহি সদস্যবৃন্দ	:	এলবার্ট সাংমা, চিত্তরঞ্জন মাজি, জগদীশ দাদক, নিরোদ রুরাম, শমূয়েল সাংমা, শাবানা রাংসা, শেফালী সাংমা
কনভেনরবৃন্দ	:	যুব-রিচার্ড তন্ময় আরেং, মহিলা-উৎপলা আরেং, সান্ডেস্কুল-রোজমেরী ম্রং (মারাক)

শোকবার্তা

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের পক্ষে আমরা গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করছি যে, আজ আমাদের মধ্য হতে ২০১১-২০১৪ মেয়াদের মধ্যে বিভিন্ন এবিসিএস-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ অনেককে প্রভু তাঁর রাজ্যে তুলে নিয়েছেন। তাদের হারিয়ে বিবিসিএস ব্যথিত ও মর্মাহত; সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। পিতা ঈশ্বর একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনার আকর। যাদের আমরা ২০১১-২০১৪ মেয়াদে হারিয়েছি, তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

বরিশাল এবিসিএস		**ঢাকা এবিসিএস**	
০১	রেভা: কমল সরকার	০১	মি. সাইমন পি অধিকারী
০২	রেভা: মুক্তিদান বাড়ৈ	০২	মি. পল বাড়ৈ
০৩	মি. রূপচাঁন বাড়ৈ	০৩	রেভা: বি.এন. মন্ডল
০৪	রেভা: দীনেশ অধিকারী	০৪	মি. আলবার্ট পি বেনেডিক্ট
০৫	মি. সমীরণ অধিকারী	০৫	মি. শশাঙ্ক শেখর অধিকারী
০৬	মিসেস ঊষা বাড়ৈ		
বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবিসিএস		**খুলনা এবিসিএস**	
০১	রেভা: প্রণয় কান্তি রিছিল	০১	মি. এ.বি. সমদ্দার
০২	মি. হেমেন্দ্র রিচিল		
গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস		**চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম এবিসিএস**	
০১	রেভা: দিলীপ বৈদ্য	০১	প্রফেসর সুদাস কুমার বিশ্বাস
০২	মি. লালমোহন বাড়ৈ		

"পরে আমি স্বর্গ হইতে এই বাণী শুনিলাম, তুমি লিখ, ধন্য সেই মৃতেরা যাহারা এখন অবধি প্রভুতে মরে, হাঁ আত্মা কহিতেছেন, তাহারা আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইবে; কারণ তাহাদের কার্য্য সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে।" – প্রকাশিত ১৪:১৩

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবনের মূল্যবান সময়ে প্রভুর রাজ্য ও ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতভাবে কাজ করেছেন, এজন্য প্রভুর চরণে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যীশু বলেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকিবে।" (যোহন ১১:২৫ পদ)। প্রভুর এই চিরন্তনী বাণীতে স্বর্গবাসী এই ব্যক্তিবর্গ আজ অনন্তকালীন আবাসে তাঁর সঙ্গে আছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রভুর রাজ্যবিস্তারে সংঘ পরিমণ্ডলে তাঁদের বিশ্বস্ত সেবাদান, ত্যাগস্বীকার ও ভালোবাসা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি।

অ্যাসেম্বলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় কমিটিসমূহ গঠন করা হয়

সংঘ কার্যনির্বাহি কমিটি দ্বারা গঠিত অ্যাসেম্বলি স্টিয়ারিং কমিটি

(সার্বিক পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ)

রেভা. অসীম বাড়ৈ	– কনভেনর
মি. মহানন্দ বৈরাগী	– সদস্য
রেভা. জন এস. কর্মকার	– সদস্য
রেভা. রণজিৎ বিশ্বাস	– সদস্য
রেভা. বিমল রায়	– সদস্য
রেভা. রাজেন বৈরাগী	– সদস্য
রেভা. বার্নবাস হেম্ব্রম	– সদস্য
মি. রঞ্জিত দাশ (স্থানীয় চার্চের সম্পাদক)	– সদস্য
মি. বিধান বাড়ৈ ফেবিয়ান	– সদস্য
মিসেস মার্লিন মমতা ব্যানেট	– সদস্য

স্টিয়ারিং কমিটি দ্বারা গঠিত সাব কমিটিসমূহ

প্রোগ্রাম কমিটি

(অনুষ্ঠানমালা সংযোজন, বিয়োজন, অনুষ্ঠান পরিচালনা)

রেভা. অসীম বাড়ৈ	– কনভেনর
রেভা. জন এস. কর্মকার	– সদস্য
রেভা. রণজিৎ বিশ্বাস	– সদস্য
রেভা. সুশান্ত বৈরাগী	– সদস্য
মি. যোহন সিংহ	– সদস্য
রেভা. বার্নবাস হেম্ব্রম	– সদস্য
অ্যাডভোকেট মিলন সরকার	– সদস্য

অর্থ ব্যবস্থাপনা কমিটি

(তহবিল সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা)

মি. মহানন্দ বৈরাগী	– কনভেনর
মিসেস মার্লিন মমতা ব্যানেট	– সদস্য
রেভা. রণজিৎ বিশ্বাস	– সদস্য
রেভা. বিমল রায়	– সদস্য
মি. রবিন সরকার	– সদস্য

যোগাযোগ কমিটি

(সার্বিক যোগাযোগ কার্যসাধন করা)

রেভা. জন এস. কর্মকার	– কনভেনর
মি. বিধান বাড়ৈ ফেবিয়ান	– সদস্য
মি. লিটন বৈদ্য	– সদস্য
অ্যাডভোকেট মিলন সরকার	– সদস্য

প্রকাশনা কমিটি

(প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা)

রেভা. জন এস. কর্মকার	– কনভেনর
সংঘের প্রকাশনা কমিটি	– সদস্য
মি. বিধান বাড়ৈ ফেবিয়ান	– সদস্য
মি. লিটন বৈদ্য	– সদস্য
মি. এডওয়ার্ড সরকার	– সদস্য
অ্যাডভোকেট মিলন সরকার	– সদস্য

ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট কমিটি

(প্যান্ডেল তৈরি, আবাসস্থল, খাবার প্যান্ডেল, রান্নাঘর টয়লেট ও সামগ্রিক স্থানীয় ব্যবস্থাপনা)

রেভা. রাজেন বৈরাগী	– কনভেনর
রেভা. রণজিৎ বিশ্বাস	– সদস্য
রেভা. জন এস. কর্মকার	– সদস্য
রেভা. বিমল রায়	– সদস্য
মি. নির্ভয় দাস	– সদস্য
মি. বিধান বাড়ৈ ফেবিয়ান	– সদস্য
রেভা. জন বিটু মধু	– সদস্য
মি. যোহন চন্দ্র সিংহ	– সদস্য
মি. রণজিৎ দাস	– সদস্য
মি. রবিন সরকার	– সদস্য
মিসেস মিতা ভট্টাচার্য্য	– সদস্য
মি. পাত্রাস মূর্ম্মু	– সদস্য
মি. এ্যান্টনি ব্যানার্জী	– সদস্য
মি. ডেভিড সিংহ	– সদস্য
পাষ্টর জেমস এন থানদার	– সদস্য

খাদ্য কমিটি

(মেন্যু নির্ধারণ, বাজার ও রান্নার ব্যবস্থা করা)

রেভা. রণজিৎ বিশ্বাস	– কনভেনর
রেভা. বিমল রায়	– সদস্য
মি. বিধান বাড়ৈ ফেবিয়ান	– সদস্য
মিসেস মার্লিন মমতা ব্যানেট	– সদস্য
মি. এ্যান্টনি ব্যানার্জী	– সদস্য
মি. পিন্টু দাস	– সদস্য
মি. ডেভিড সিংহ	– সদস্য
মি. ফিলিমন মূর্ম্মু	– সদস্য
৫ জন ছাত্র-ছাত্রী	– সদস্য

স্বাস্থ্যসেবা কমিটি

(স্বাস্থ্যসেবা দানসহ সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন)

মিসেস মালতী কুজুর	– কনভেনর
মি. রবার্ট রায়	– সদস্য
মিসেস প্রতিক্ষা সিংহ	– সদস্য
মিসেস কল্পনা সিংহ	– সদস্য
মিসেস কণিকা টপ্প	– সদস্য

খাদ্য পরিবেশন কমিটি

(যথাযথভাবে প্রস্তুতকৃত খাবার পরিবেশনসহ সংশ্লিষ্ট কার্যসাধন করা)

মি. যোহন চন্দ্র সিংহ	– কনভেনর
মি. শিমোন মার্ডি	– সদস্য
মি. বিজয় দাস	– সদস্য
মি. পাত্রাস মূর্ম্মু	– সদস্য
পাষ্টর এন. থানদার	– সদস্য
ছাত্র-ছাত্রী ২০ জন (স্বেচ্ছাসেবক)	– সদস্য
রংপুর থেকে ১০ জন (স্বেচ্ছাসেবক)	– সদস্য

অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন কমিটি

(উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা, উপহার সংগ্রহ, অতিথি আপ্যায়ন ও প্যান্ডেলের সাজসজ্জাসহ আনুষঙ্গিক কার্যসাধন করা)

মিসেস মিতা ভট্টাচার্য্য	– কনভেনর
রেভা. বার্নবাস হেম্ব্রম	– সদস্য
রেভা. যোনা মূর্ম্মু	– সদস্য
মিসেস কণিকা রায়	– সদস্য
মিস রেবেকা গায়েল	– সদস্য

রেজিস্ট্রেশন কমিটি

(রেজিস্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট সকল কার্যসম্পাদনসহ ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, বাজার ও খাদ্য কমিটিকে তথ্য সরবরাহ করা)

মিসেস মার্লিন মমতা ব্যানেট	– কনভেনর
রেভা. কমল কলিন্স বৈরাগী	– সদস্য
মিসেস কণিকা রায়	– সদস্য
মিসেস শম্পা বাড়ৈ	– সদস্য
মিসেস রেখা রানী সিংহ	– সদস্য
মি. নয়ন সরকার	– সদস্য
মিসেস এডলিন মনিকা বিশ্বাস	– সদস্য

স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি

(যাবতীয় দ্রব্যাদির হিসাব সংরক্ষণ, বিতরণ বাজার কমিটিকে তথ্যপ্রদানসহ সংশ্লিষ্ট কার্যসম্পাদন করা)

মি. তরণী কান্ত দাস	– কনভেনর
রেভা. জন বিটু মধু	– সদস্য
পাষ্টর ফিলীমন মূর্ম্মু	– সদস্য
মি. ভূজেন্দ্র নাথ সিংহ	– সদস্য

নিরাপত্তা/শান্তি-শৃংখলা রক্ষা কমিটি
(সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করা)

মি. নির্ভয় দাস	– কনভেনর
মি. যোহন চন্দ্র সিংহ	– সদস্য
মি. বিজয় দাস	– সদস্য
মি. জেমস এন থানদার	– সদস্য
মি. পার্থ ভট্টাচার্য্য	– সদস্য
মি. হারোন বিশ্বাস	– সদস্য
মিসেস নয়মী মূর্ম্মু	– সদস্য

পবিত্র অবগাহন কমিটি
(প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ আত্মিক শৃংখলার আবহ প্রস্তুত করা)

রেভা. অসীম বাড়ৈ	– কনভেনর
সকল পালক প্রধান মহোদয়গণ	– সদস্য
মিসেস জয়মনি সিংহ	– সদস্য
মিসেস অঞ্জলিকা বিশ্বাস	– সদস্য
মিসেস রীতিকা বৈরাগী	– সদস্য

কয়্যার কমিটি
(অ্যাসেম্বলির গান পরিচালনাসহ প্রতিটি সেশনের আত্মিক আবহ তৈরি করা)

রেভারেন্ড বার্ণবাস হেম্ব্রম	– কনভেনর
রেভা. যোনা মূর্ম্মু	– সদস্য
ব্রাদার দানিয়েল জ্যাকম্যান	– সদস্য
স্থানীয় যুব কমিটি	– সদস্য
সানি মল্লিক	– সদস্য
জর্জ শমূয়েল অধিকারী	– সদস্য

ডকুমেন্টশন কমিটি
(সমগ্র অ্যাসেম্বলির সার সংক্ষেপ লিখিত, স্থির এবং ভিডিও চিত্র ধারণ করা)

অ্যাডভোকেট মিলন সরকার	– কনভেনর
মি. লিটন বৈদ্য	– সদস্য
মি. এলভিস মিত্র	– সদস্য
মি. নয়ন সরকার	– সদস্য

প্রভুতে নিদ্রিত

স্বর্গীয় সাইমন পি. অধিকারী

বিবিসিএস-এর কার্যনির্বাহি কমিটি ও কাউন্সিল সদস্য সাইমন পি. অধিকারী বিগত ১৫ নভেম্বর ২০১৪ খ্রীঃ প্রভুতে নিদ্রাগত হয়েছেন। বিবিসিএস তাঁর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর পরিবারের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। নিম্নে স্বর্গীয় সাইমন পি. অধিকারী সম্পর্কে কিছু কথা বলা হলো:

স্বর্গীয় সাইমন পি. অধিকারীর জন্ম গোপালগঞ্জ জেলার চকসিং গ্রামে। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বয়েজ স্কুলে বেড়ে-ওঠা এই যুবকের প্রথম জীবন থেকে চিন্তা ছিল, কীভাবে গ্রাম ও গ্রামের মানুষের জীবনের উন্নতি আনা যায়।

চিন্তা-চেতনার ফলস্বরূপ গ্রামে শুরু করেন বয়স্কদের জন্য স্কুল ও স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক। ১৯৭৬ সালে "ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ"-এ যোগদান করেন এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সে অবস্থায় ১৯৭৯ সালে জাপানে সমাজ উন্নয়নের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৫ সালে কানাডার "সেইন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি" থেকে প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট-এর ওপর ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। মানুষ ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখে তা আসল স্বপ্ন নয় বরং যা কিছু করার ইচ্ছা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় – সেটিই তার স্বপ্ন। এই মানুষটিকেও একটি স্বপ্ন তাড়িয়ে বেড়াত, নিজের একটি প্রতিষ্ঠান, যা তাঁর সমাজ উন্নয়নে সত্যিকার স্বপ্ন বাস্তবায়নে শুরু হয়। "বিএসএসএ" সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক কার্যক্রমে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে তালবাড়িতে গড়ে তোলেন সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়সহ ট্রেনিং সেন্টার ও গেস্ট হাউজ। গোটা ব্যাপ্টিষ্ট সমাজ ও মণ্ডলীর উন্নয়নই তার প্রধান চিন্তা ছিল। এরই অংশ হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কলিগ্রামে "ওয়াইএমসিএ"র শাখা এবং পর পর দুবার "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ওয়াইএমসিএ"র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া খ্রীষ্টিয়ান সমবায় সমিতির সভাপতি ও ঢাকা ক্রেডিট-এর উপদেষ্টা ছিলেন এবং "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি"র বোর্ড মেম্বার হিসেবে "বিবিসিএস"-এর কার্যনির্বাহি কমিটি ও কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজ ও মণ্ডলীর সেবায় মগ্ন ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের নতুন উপাসনাগৃহ নির্মাণ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে তাঁর শেষ স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে যেতে পেরেছেন।

দুঃখী-দরিদ্র মানুষের আপনজন এই মানুষটি ১৯৭৩ সালে হিন্দু পরিবারের মেয়ে মমতা সিংহের সঙ্গে সদরঘাট ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সুখী পরিবারে ঈশ্বর তাঁদের কোলে দুটি সন্তান দান করেন। বাপ্পী ও ফ্লাওয়ার, যাদের নিয়ে ছিল সুখী সংসার। খ্রীষ্টভক্ত এই দাস সংসারজীবনে স্ত্রী, এক মেয়ে, এক ছেলে, জামাতা, বৌমা ও তিনটি নাতি নিয়ে ছিলেন সুখী ও পরিতৃপ্ত। এছাড়াও চার বোন এবং এক ভাই ও অসংখ্য আপনজনকে কাঁদিয়ে তিনি এখন প্রভুর কোলে চিরশান্তিতে নিদ্রায়িত। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর জীবনের জন্য সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের প্রশংসা করি।

স্বর্গীয় প্রফেসর সুদাস কুমার বিশ্বাস

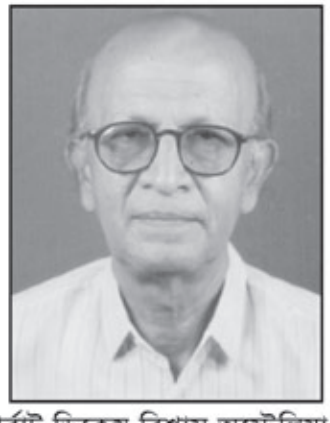

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের কার্যনির্বাহি ও কাউন্সিল সদস্য প্রফেসর সুদাস কুমার বিশ্বাস বিগত ১৪ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রীঃ চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গিবাজার নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি ২৪ মে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৃত জি আর বিশ্বাস। জীবিত থাকাকালীন বিবিসিএস ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের সদস্যসহ কার্যনির্বাহি কমিটি সদস্য ছিলেন এবং দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম এবিসিএস-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি হীড বাংলাদেশের বোর্ড চেয়ারম্যান ও পরবর্তীতে সোসাইটি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টিং-এ এমকম পাশ করেন এবং কর্মজীবনে সরকারি কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী মৃত প্রফেসর রেবেকা বিশ্বাসও সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। তার এক মেয়ে ডা. রীটা বিশ্বাস, বগুড়া মিশনারী হাসপাতালে কর্মরত। এক ছেলে এন্ড্রু বিশ্বাস হীড বাংলাদেশে এবং অন্য ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হার্বার্ট ডিকেন্স বিশ্বাস অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। মৃত্যুর পরে তাকে চট্টগ্রামে অবস্থিত বিবিরহাট খ্রীষ্টিয়ান কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

বিশ্বাসসূত্র

(বহু শতাব্দী যাবৎ ইহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে)

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি স্বর্গে ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান পিতা।

আমি তাঁহার একজাত পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি, যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন, কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন, পন্তীয় পীলাতের সময় দুঃখভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন, পরলোকে নামিলেন; তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরায় উঠিলেন, স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন; তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন।

আমি পবিত্র আত্মায়, পবিত্র বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীতে, বিশ্বাসীর সহভাগিতায়, পাপমোচনে, শারীরিক পুনরুত্থানে ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। আমেন।

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের প্রতিজ্ঞাপত্র

১। আমরা এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি সর্বশক্তিমান, সকল কিছুর স্রষ্টা ও আমাদের পিতা।

২। আমরা তাঁহার একজাত পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি যাঁর জন্ম, জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম-পূর্ণ স্বভাব প্রকাশিত হয়েছে।

৩। আমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি এখনও বিশ্বাসীদের অন্তঃকরণে ও তাহাদের সহভাগিতায় কার্য করছেন।

৪। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় আস্থা রেখে আমরা নিশ্চয়তা সহকারে জানতে পেরেছি যে, আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি এবং এমন নতুন জীবন ভোগ করতে আরম্ভ করেছি, যা কখনও শেষ হবে না।

৫। খ্রীষ্টভক্ত হয়েছি বলে আমরা খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীতে একীভূত হয়েছি। চার্চ জগতের মধ্যে খ্রীষ্টের জীবন প্রকাশ করতে নিযুক্ত হয়েছে।

৬। আমরা যে খ্রীষ্টের হাতে আত্মসমপর্ণ করেছি ও তাঁর দ্বারা নিয়মিত পরিপুষ্ট হয়েছি – এর প্রমাণস্বরূপ আমরা অবগাহন ও প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে থাকি।

৭। অতএব খ্রীষ্টের শিষ্যরূপে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর প্রতি চিরবিশ্বস্ত হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, আমাদের পারিবারিক জীবনে আমরা তাঁকে মস্তকরূপে স্বীকার করেছি, এবং ব্যবহারিক জীবনে আমরা ন্যায়ভাবে ও দয়া সহকারে কাজ করব।

৮। আমরা যথাসাধ্য প্রেমে, শান্তিতে ও নম্রতা সহকারে সকলের সাথে বাস করতে চেষ্টা করব।

৯। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ওপর নির্ভরশীল হয়ে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাসমূহ পালন করতে চেষ্টা করব।

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের প্রতিটি পরিবারের প্রতিজ্ঞাপত্র

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টের দেহরূপ চার্চের সদস্য-সদস্যা হিসেবে প্রতিজ্ঞা করি যে,

- আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে প্রতিদিন শাস্ত্রপাঠ, গান ও প্রার্থনা করবো।
- আমরা নিয়মিতভাবে চার্চে যাবো।
- আমরা আমাদের আয় হতে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দশমাংশ দান ও উপহার প্রভুর চরণতলে আনবো।
- আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে বাইবেল শিক্ষার জন্য সান্ডেস্কুল ও যুব সমিতিতে পাঠাবো।
- আমরা চার্চের সকল কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবো।
- আমরা চার্চের ও সংঘের নিয়ম-কানুন মেনে চলবো।
- আমরা প্রভুর জন্য সুন্দর, আদর্শ ও সুখী জীবন-যাপন করবো।

বাংলাদেশ ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ সংঘের নির্বাচিত পরিচর্যাকারীদের শপথনামা

পিতা ঈশ্বর, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং পবিত্র আত্মার নামে আমি.....(নিজ-নিজ নাম বলবেন) এই শপথ করছি যে,

- আমি একমাত্র ঈশ্বরে, তাঁর পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টে ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি এবং কেবলমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টকেই আমার জীবনের পাপের মুক্তিদাতা ও প্রভু বলে স্বীকার করি।

- আমি পরিচর্যা-কাজে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভর করব। বিশ্বস্তভাবে দায়িত্বসমূহ পালন করব ও প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করব।

- আমি সংঘের সংবিধান সমুন্নত রেখে কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বর ও সংঘের সেবা করবো। রাগ বা বিরাগের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিরপেক্ষভাবে সংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত থাকব।

- আমি মণ্ডলীর সদস্যদের খ্রীষ্টিয় পরিচর্যা-কাজে সর্বদা সহযোগিতা, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করবো। মণ্ডলীকে ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ করব।

আমি প্রার্থনা করছি, যেন প্রভু আমাকে এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে শক্তি দান করেন। আমেন।

রাজশাহী-চাঁপাই অঞ্চলের আদিবাসী যুবক-যুবতী ক্যাম্প

রাজশাহীতে পবিত্র অবগাহন অনুষ্ঠান

রাজশাহী-চাঁপাই অঞ্চলে উন্মুক্ত স্থানে উদ্দীপনা সভা

আদিবাসীদের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা

চাঁপাইতে মিশনারিসহ অঞ্চল পরিদর্শন ও
আদিবাসীদের শুভেচ্ছা স্বাগতম অনুষ্ঠান

রাজশাহীতে মিশনারিসহ অঞ্চল পরিদর্শন

রাজশাহীতে বহিঃপ্রচার কার্যক্রম

রংপুরে পবিত্র অবগাহন অনুষ্ঠান

রংপুরে উদ্দীপনা সভা

দিনাজপুরে শিশু কার্যক্রম

দিনাজপুরে উদ্দীপনা সভার একাংশ

দিনাজপুরে কবরস্থানের গেটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পূর্বে প্রার্থনা

বরিশাল চার্চগৃহ নির্মাণের আশীর্বাদ প্রার্থনা

বরিশালে চার্চগৃহ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

টিন-এইজ প্রোগ্রামে বক্তব্যরত সংঘ সভাপতি মহোদয়

টিন-এইজ অনুষ্ঠানের একাংশ

সংঘ অফিস স্টাফদের রিট্রিট

সংঘ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

যুব কার্যক্রম খুলনা

যুব কার্যক্রম গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এবিসিএস

সংঘ মহিলা কমিটির সভা

নতুন বিশ্বাসীদের সাথে পালক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পালকবৃন্দ

আরোগ্যদায়ী প্রার্থনা ও বহিঃপ্রচার কার্যক্রম

সিলেটে বহিঃপ্রচারের একাংশ

শ্রীমঙ্গলে শিশু কার্যক্রম

শ্রীমঙ্গলে স্থায়ী ক্যাম্পাসের জমির জন্য প্রার্থনা

সিলেটে আদিবাসী কিশোর-কিশোরী প্রোগ্রাম

সিলেটে বিএমএস মিশনারি ও শিশু প্রোগ্রাম

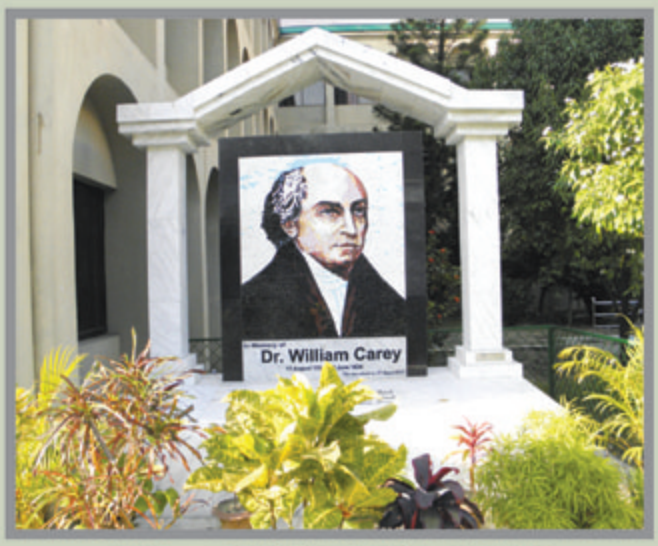

সংঘ ভবনে ড. উইলিয়াম কেরী ম্যুরাল স্থাপন

কেরী ম্যুরাল উন্মোচনের পূর্বে প্রার্থনারত সুধীবৃন্দ

সংঘ ভবনে ড. উইলিয়াম কেরী ম্যুরাল উন্মোচন

কেরী দিবসে মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

ড. উইলিয়াম কেরী মেমোরিয়াল লাইব্রেরি ও রিসার্চ সেন্টার

সান্ডেস্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ

বান্দরবানের দুর্গম অঞ্চলে সুসমাচার প্রচার

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মণ্ডলী পরিদর্শন ও সুসমাচার প্রচার

পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের সমবেত উপাসনার একাংশ

বহিঃপ্রচার কার্যক্রম ও পবিত্র অবগাহন অনুষ্ঠান

পার্বত্য অঞ্চলে উদ্দীপনা সভার একাংশ

পার্বত্য অঞ্চলে উদ্দীপনা সভায় সাধারণ সম্পাদক প্রচাররত

পার্বত্য অঞ্চলে পবিত্র অবগাহন

পার্বত্য অঞ্চলে পালকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

রাজাপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চগৃহ উদ্বোধন

নরসিংদীর রায়পুরায় ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের ঐতিহাসিক জমি

সংঘ সভাপতি মি. জয়ন্ত অধিকারী অ্যাওয়ার্ড প্রদান করছেন

BMS, BBCS & LMI Consultation Meeting

প্রার্থনাপূর্বক পালক প্রধানদের মোটর সাইকেল বিতরণ

ময়মনসিংহে উদ্দীপনা সভার একাংশ

ময়মনসিংহে উদ্দীপনা সভায় সংঘ সহ-সভাপতি বক্তব্যরত

বিবিসিএস ইন্টিগ্রেটেড (অন্ধ স্কুল) স্কুলের ছাত্রীদের মাঝে প্রতিষ্ঠাতা মিস ভি ক্যাম্বেল

মাইকেল সুশীল অধিকারী'র স্মৃতিস্তম্ভে সংঘের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাইকেল সুশীল অধিকারী'র স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মাইকেল সুশীল অধিকারীর স্মৃতিস্তম্ভে পারিবারিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

মাইকেল সুশীল অধিকারী দিবসে সংঘ সহ-সভাপতির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

চন্দ্রঘোনা খ্রীষ্টিয়ান লেপ্রসী হাসপাতাল পরিদর্শন

খুলনা এবিসিএস-এর বড়সভায় সভাপতি ও পুরোহিতবৃন্দ

খুলনা এবিসিএস-এর বড়সভার একাংশ

খুলনা এবিসিএস-এর বড়সভায় পালকীয় অভিষেক

বক্তব্য রাখছেন এলএমআই মিশনারি রেভা. শমূয়েল ট্রাউস্

বক্তব্য রাখছেন বিএমএস মিশনারি রেভা. এন্ড্রু মিলস্

বক্তব্য রাখছেন বরিশাল এবিসিএস-এর
সভাপতি মি. তপন কুমার বিশ্বাস

বড়সভা শুভ উদ্বোধন করছেন সংঘ কর্মকর্তাবৃন্দ

বরিশাল গার্লস হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিবিসিএস-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে প্রাক্তন
সাধারণ সম্পাদকের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বিবিসিএস কর্তৃক পরিচালিত কম্পেশন প্রকল্পের একাংশ

কম্পেশন প্রকল্পের শিশু ও অভিভাবকদের নিয়ে
বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন

ঢাকাস্থ যুবক-যুবতীদের যুব সম্মেলন

মেরামতরত বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক হোস্টেল

সংস্কারের পরে বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক হোস্টেল

বিবিসিএস-এর কাউন্সিল সভা

সম্মানিত কাউন্সিলরদের সাথে সংঘ সভাপতি মহোদয়

বিবিসিএ-এর প্রাক্-বড়দিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
রেভা. মার্টিন আউখ

প্রাক্-বড়দিন অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন সংঘ সভাপতি মি. জয়ন্ত অধিকারী

প্রাক্-বড়দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ

নবনির্মিত জগন্নাথপুর উপাসনাগৃহ

মিশনারিদের সাথে সংঘ পুরোহিতবৃন্দের একাংশ

কোরিয়ান মিশনারিদের সাথে সংঘ কর্মকর্তাবৃন্দ

সংঘ পালক প্রধানদের একাংশ

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক হোস্টেল সদরঘাটে
শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের একাংশ

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন সদরঘাট হোস্টেলের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে হোস্টেলের ছাত্রবৃন্দ

বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপন

শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের একাংশ

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও সংঘ সভাপতি মহোদয় কর্তৃক
শতবর্ষপূর্তির উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন

স্কুল দুটির প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের একাংশ

বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্কুলের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি সভা

বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্কুলের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের উপস্থিত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের একাংশ

পদ্মা নদীর পাড়ে বহিঃপ্রচারের প্রাক্কালে বিশেষ প্রার্থনা

ড. উইলিয়াম কেরী লাইব্রেরি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের উন্নয়ন পরিকল্পনা

কোরিয়া থেকে আগত ইভানজেলিক্যাল লিডার্স মিশন-এর মিশনারিবৃন্দ